অর্থাৎ

বালকবৃন্দের উপকারার্থে নানাবিধ

নীতিসূচক প্রস্তাব ইংরাজী পুস্তক হইতে

অনুবাদিত।

(দুই খণ্ডে বিবৃত।)

প্রথম খণ্ড।

শ্রীযুত বাবু শ্রীনাথ দে চতুর্দ্ধুরিণের

অনুমত্যনুসারে

রামপুর নিবাসি শ্রীজদুনাথ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে

শ্রীযুত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত

সন ১৮৫৮ সাল।

ভূমিকা।

বঙ্গভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থে রাজপুরুষগণের বিশেষ যত্ন এবং উৎসাহদৃষ্টে যেরূপ সন্তুষ্ট হওয়া যায় বঙ্গভাষায় সংপুস্তকের অল্পতাদৃষ্টে তদ্রূপ আক্ষেপ করিতে হয়। এতদ্ভাষায় অদ্যাপি উত্তমোত্তম জ্ঞান-কাণ্ডীয় পুস্তকসমূহ প্রকটিত হইবার অনেক অপেক্ষা আছে. বিদ্যাকলাপের অধিকাংশই অদ্যাবধি অপ্রকাশ রহিয়াছে, বিশেষতঃ এক্ষণে অনিষ্টজনক ইন্দ্রিয়-উদ্দীপক ও রিপুল্লাসক নাটক এবং অলীক গল্পের পুস্তকাদি যেরূপ বাহুল্যরূপে প্রকাশ হইতেছে সুনীতি পূর্ণ শুভদায়ক সৎ পুস্তক তাদৃশ নহে। কিন্তু বালকবৃন্দের পাঠোপযুক্ত সুনীতিসূচক পুস্তক যত অধিক প্রকাশ হইবে ততই মঙ্গলের সম্ভাবনা; এই বিবেচনায় এতৎ পুস্তক পঠ্যমান বালকগণের জ্ঞানোন্নতির সাহায্যার্থে সরল সাধুভাষায় সঙ্কলিত হইল। যদিচ ইহার সমুদায় অংশ ইংরাজি পুস্তকহইতে সংগৃহীত তথাচ অনেক স্থলে অবিকল অনুবাদ না হইয়া ভাষার লালিত্য বা সুশ্রাব্যের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ২ ভাব ও শব্দাদি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা যাঁহারা

ভূমিকা।

বঙ্গভাষায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎপন্নশীল হইয়াছেন তাঁহাদিগের বিশেষ উপকারি হইতে পারিবে। যদিচ বঙ্গভাষার সুনীতিসূচক সজ্ জ্ঞানদায়ক দুই চারি খানি সৎপুস্তক বর্ত্তমান আছে তথাচ সদ্গ্রন্থের সংখ্যাবৃদ্ধিতে উপকার ভিন্ন অপকার নাই, এই বিবেচনায় এতৎ পুস্তক সাধারণ সমাজে প্রকটিত হইল কারণ নীতিগর্ভ ইতিহাসপূর্ণ পুস্তকপাঠে ছাত্রগণ যেরূপ সদুপদেশ শিক্ষিত হয় ও পুস্তকস্থ দৃষ্টান্তসকলের অনুগামী হইয়া স্বস্ব চরিত্রশোধনে সক্ষম হয় দৃষ্টান্তহীন নীতিবাক্য ব্যবহারে তদ্রূপ কদাচ হয় না। অতএব এতৎ পুস্তক সঙ্কলনে কিপর্য্যন্ত নীতিপ্রাপ্ত সিদ্ধ হইতে পারে তাহা সাধারণে অনায়াসেই বিবেচনা করিবেন। এক্ষণে গুণাকর কৃতবিদ্য পাঠকনিকর সমীপে নিবেদন তাঁহারা এতৎ গ্রন্থ গ্রহণপুরঃসর বিদ্যোৎসাহিতার দৃষ্টান্ত প্রকাশে ত্রুটি না করেন।

সম্প্রতি এতৎপুস্তকের প্রথম খণ্ড প্রকটিত হইল, সময়ক্রমে অন্যান্য খণ্ড প্রকাশ হইবে এইরূপে ক্রমেং প্রকাশ করিবার কারণ এই যে সাধারণে সময়েং অল্প মূল্যে প্রাপ্ত হইলে অনায়াসে এতৎ পুস্তক গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন।

PREFACE.

IN offering to the public a translation of a portion of the "Azimghur Reader" I need not speak much about the merits of the work. Its importance as a book designed for the education of the young, who have not made any great progress in learning, has seldom been disputed; every school master who has any thing to do with the tuition of junior boys must have perceived the importance of this or some book of a similar nature.

In the present state of the vernacular literature, though every day improving, it is not so much the want of words as of works that is felt for the diffusion of useful knowledge. Friends to literature are, I believe, universally of opinion, that a youth, whose circumstances limit him to acquirements in the vernacular only, has very little chance of acquainting himself with useful and in-

structive facts; consequently this humble attempt, I hope, the public will be pleased to accept.

The translation is not a literal one, but I may confidently say that no important portion of the original has been omitted or distorted. The style though simple and clear may not be easily understood by the youths, who are only beginners, as it is not intended to take the place of the Bengalee Primer, &c. &c.

THE TRANSLATOR.

নির্ঘণ্ট।

পৃষ্ঠা।

নির্ঘণ্ট।

নীতি প্রভা।

১ পাঠ।

জলহইতে জীবন রক্ষা।

মানবজাতির মধ্যে সকলেই ভ্রাতৃবর্গ, এবং জগদীশ্বর তাহাদের জন্মদাতা। ইহা তাঁহারি বাসনা যে তাহারা পরস্পর সকলে সকলের সাহায্য করে, এবং অবস্থাবিশেষে আপনার জীবনপর্য্যন্ত অর্পণ করিয়াও পরোপকার সাধন করে। এতদাচরণের নিত্য কর্ত্তব্যতা কি বালক কি বৃদ্ধ সকলের উপরেই সমভাবে পতিত হইয়াছে। একটি শিশু সন্তানও ইহা কিয়ৎপরিমাণে সম্পন্ন করিতে পারক হয়, এবং প্রয়োজনানুসারে তদ্রূপ করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য।

কি আশ্চর্য্যের বিষয়! সঙ্কটাপন্ন সময়ে নির্ব্বোধ পশুজাতিরও পরদুঃখ হরণেচ্ছা দৃষ্ট হয়। এই উপাখ্যানোক্ত প্রধান বীর বাল্যকালে জলরূপ সমাধিহইতে উত্তোলিত হইয়াছিলেন, তাহাতেই এতদ্রূপ দেশের উপকারিতার বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষিত হন। কথঞ্চিৎ বয়োধিক হইলে তিনি স্বনিকেতনের অদূরস্থিত নদীতটে স্বীয় জনকের গৃহ-কুক্কুরের সহিত অন্যমনা হইয়া ক্রীড়া করত সরিৎস্রোতে পতিত হন। কিন্তু সেই কুক্কুর

জলোপরি সন্তরণ করিয়া তাঁহার গাত্রবস্ত্র দন্তদ্বারা ধা-রণপূর্ব্বক নিরাপদে কূলে আনিয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিল। কুক্কুরের এরূপ সদাচরণ না থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই জলমগ্ন হইয়া যাইতেন।

ইহার কিয়দ্বৎসর পরে সেই বালক স্বীয় বয়স্যবর্গের সহিত সংকালীন আমোদাহ্লাদে মগ্ন হইয়া ক্রীড়া করিতে-ছিলেন তৎকালে তন্মধ্যে এক বালক অত্যন্ত নির্বোধ ছিল। সে স্রোতোপরি প্রপাতিত একটা বৃক্ষের দ্বারা স্রোতোত্তীর্ণ হইবার উদ্যম করিল। এবং অতি কষ্টে বৃক্ষের অর্দ্ধাংশ উত্তীর্ণ হইলে স্বীয় দেহের সম-ভার ধারণ করিতে অক্ষম হইয়া সলিলরাশিতে পতিত হওত সকলের নেত্রপথের অতীত হইল। তাহার বয়স্যগণের যদ্যপি অত্যন্ত ভীরুস্বভাব হইত কিম্বা যদ্যপি তাহারা অত্যল্প বিপদাশঙ্কায় শঙ্কাযুক্ত হইত অথবা বিপদাগমে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হইত তাহা হইলে কেহই তাঁহাকে উত্তোলন করিতে চেষ্টা করিত না। কিন্তু এতৎ সময়ে আমাদিগের বীরবালক এতদ্বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাহা ক্ষণকালও চিন্তা না করিয়া বৃক্ষোপরি লম্ফ দিয়া পাদদ্বয়ের দ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে ধারণ করত তাঁ-হার নবীন বয়স্য যে স্থানে পতিত হইয়াছিল তথায় স্বীয় শরীর অবনত করিলেন। এইরূপ ক্লেশান্বিত ও বিপদাপন্ন হইয়া সেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত মৃতপ্রায় বয়স্যকে যুগ্মকরের দ্বারা অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, "আমি তাহাকে রক্ষা করিব," "আমি তাহাকে রক্ষা করিব," এই বাক্য ভূয়োভূয় উচ্চারণ করত যেন স্বীয় শক্তির বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, পরিশেষে তিনি তাহাকে ধারণ

করিতে সক্ষম হইয়া জলহইতে উত্তোলনপূর্ব্বক স্বীয়াভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন। এক্ষণে সেই বালক যেরূপ সদাচরণদ্বারা তাঁহার বয়স্যের জীবন জীবনহইতে রক্ষা করিলেন তদাচরণ স্মরণ করিয়া তাঁহার যাবজ্জীবন কি অপরিসীম সন্তোষ প্রাপ্তি হইতে পারিবে।

যে উপাখ্যান ইহার পরে বর্ণিত হইবে তাহা ইহাপেক্ষা হিতজনক। তাহা এক বালকের উপাখ্যান যে স্বীয় জীবনোৎসর্গ করিয়া পিতৃজীবন রক্ষা করিয়াছিল।

২ পাঠ।

পিতৃ ভক্তি।

আইয়ারলণ্ডদেশের অন্তর্গত লণ্ডন্‌ডরি নগরে বজ্নি বেক্‌নারনামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাবিকতার ব্যবসায় থাকাতে তাঁহার বাল্যকালাবধি সামুদ্রিক কার্য্যের প্রতি গাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি পিতার সহিত এক ইংরাজের অর্ণবযানে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইলেন। পোত-পরিচালকগণের যে সমস্ত বিপদের সম্ভাবনা তাহার পিতা কার্য্যবশতঃ তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন এই কারণে স্বীয় তনয়কে এতদ্রূপ সন্তরণ শিক্ষা করাইয়াছিলেন যে তিনি অবলীলাক্রমে উত্তুঙ্গ তরঙ্গ ভেদ করিয়া মীনের ন্যায় লঘুকায়ে নীরোপরি সন্তরণপূর্ব্বক বহুক্ষণ স্থিরভাবে ভাসমান হইয়া থাকিতে পারিতেন. তাঁহার

অন্যান্য কার্য্যের অবকাশকালে অর্ণবপোতের চতুঃপার্শ্বে সন্তরণপূর্ব্বক ভ্রমণ করা এক প্রমোদজনক ক্রীড়া ছিল, এবং সন্তরণ জন্য পরিশ্রমে শ্রান্ত দেহ হইলে পোতরজ্জু আকর্ষণপূর্ব্বক ক্ষণকালের মধ্যে যানারোহণ করিতে পারিতেন। একদিন পোতারোহি কোন যাত্রিকের একটি ক্ষুদ্র বালিকা অকস্মাৎ পোতান্দোলনে সাগরনীরে পতিতা হইল। তৎকালে বল্লিনির পিতা তথায় উপস্থিত ছিলেন তিনি সেই যাত্রিক তনয়ার পশ্চাতে প্রপতিত হইয়া তাহার বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক তাহাকে উত্তোলন করিতে প্রবর্ত্ত হইলেন। কিন্তু যৎকালে এই বিপুল সাহসি পোতবাহক সেই সন্তানটিকে বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া জাহাজারোহণ করিতেছিলেন এমত সময়ে তিনি দেখিলেন একটা ভয়ানক হাঙ্গর তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইয়া আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে। হাঙ্গর এক প্রকার বৃহৎ বলবান মৎস্য, তাহার করাল বদনের সুতীক্ষ্ম দন্তের দ্বারা সে অত্যন্ত সুকঠিন অস্থিপর্য্যন্ত ছেদন এবং ভঙ্গ করিতে সক্ষম হয়। তদ্দর্শনে জাহাজস্থ সমস্ত লোকে যে স্থানে বেক্‌নার জীবন রক্ষার্থ অতিব্যস্ত হইয়াছিলেন সেই স্থানে ধাবমান হইল, এবং সন্নীপস্থ বন্দুকের দ্বারা জাহাজহইতে গুলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কিন্তু কেহ তাঁহার সাহায্যার্থে অবতরণ করিতে সাহসী হইল না। গুলির দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত না হওয়াতে ঐ হাঙ্গর স্বীয় করাল বদন বিস্তার করত শীকার গ্রাসে উদ্যত হইল। সেই সময়ে জাহাজস্থ সমস্ত লোকে ভয়ঙ্কর শব্দে চীৎকার করিল।

তৎকালে এক ব্যক্তিকে পয়োধিতে পতিত হইতে দৃষ্ট

হইল। ইনি বল্‌নির পুত্র স্বকরে তীক্ষ্ণ করাল তরবাল ধারণ করিয়া তৎক্ষণাৎ জলধিমধ্যে নিমজ্জিত হইয়া হাঙ্গরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া হাঙ্গর কিঞ্চিৎ স্থগিত হইল, সেই অবকাশে তিনি তাহার উদরতলে প্রবেশ করিলেন, এবং গমনমাত্র তাহার উদরোপরি করস্থিত সুতীক্ষ্ণ তরবালের দ্বারা আঘাত করিয়া তরবালের মুষ্টিপর্য্যন্ত প্রবেশ করাইলেন, বোধ হয় তৎকালে তাঁহার পিতৃজীবন রক্ষণেচ্ছাতেই দ্বিগুণ বল বৃদ্ধি হইয়াছিল। কিন্তু হাঙ্গর এক্ষণে তাঁহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া পূর্ব্ব শীকার পরিত্যাগ করিল। তখাপি বল্‌নি তাহাকে পুনঃ২ আঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপ সংগ্রাম সময়ে জাহাজস্থ ব্যক্তিনিকরে সমুদ্র-নীরে অনেক রজ্জু নিক্ষেপ করিল এবং তাঁহারা পিতা পুত্রে উভয়েই রজ্জু অবলম্বন করিলে তাঁহাদিগের উত্তোলন সময়ে জাহাজস্থ সকল লোকে সপক্ষ যোদ্ধাগণের জীবন রক্ষার সম্ভাবনা দেখিয়া আনন্দার্ণবে ভাসমান হইলেন। কিন্তু কি খেদের বিষয়! সেই দণ্ডেই ঐ দুর্দণ্ড রাক্ষস আঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়া ভয়ানক মূর্ত্তি ধারণ করত শীকার ভ্রষ্ট হওয়ায় অধিক রাগোন্মত্ত হইয়া শেষে যথাসাধ্য যত্নে শীকার গ্রাসের উদ্যোগ করিল। গভীর সলিল মধ্যে নিমগ্ন হইয়া বেগের সহিত উত্থিত হইল এবং তরঙ্গ রঙ্গে অঙ্গ নিক্ষেপ করিয়া স্বীয় করাল বদন উত্তোলনপূর্ব্বক বিস্তার করত বলনির অৰ্দ্ধেক শরীর গ্রাস করিল। এই ভয়াবহ শোকসূচক ব্যাপার দর্শনে দর্শকগণ কাষ্ঠ পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং প্রাচীন বেক্‌নার জাহাজারোহণে পুত্রাপেক্ষা দীর্ঘজীবি হওত

নৈরাশ্যে পূর্ণ হইলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র স্বীয় জন্মদাতা পিতার প্রতি এমত ভাবে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন যে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যেন তিনি স্বীয় মৃত্যুকালেও আত্মজীবন অর্পণ-পূর্ব্বক পিতৃজীবন রক্ষা করাতে বিপুল আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৩ পাঠ।

ভ্রাতৃ স্নেহ।

আমি যে গল্প এক্ষণে বর্ণন করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছি তাহা সুইজারলণ্ডদেশে হেমন্তকালের প্রথম মাসে ঘটিয়াছিল। সেই দেশ অত্যন্ত পর্ব্বতাকীর্ণ এবং তাহার অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ সদাকাল নীহারাবৃত হইয়া থাকে। একদা তদ্দেশীয় কতক গুলি ক্ষুদ্র বালক এক স্থানে সমবেত হইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল তন্মধ্যে দুই সহোদর বর্ত্তমান ছিল। এক জনের বয়ঃক্রম নবম বর্ষ আর এক জন ষষ্ঠ বর্ষ বয়স্ক ছিল। তাহাদিগের সঙ্গিগণ একটা নূতন ক্রীড়া আরম্ভ করাতে তাহারা তন্মধ্যে মিলিত হইতে না পারিয়া কিয়ৎকাল সঙ্গিগণের ক্রীড়াকুতূহল দর্শনপূর্ব্বক নীহারোপরি ধাবিত হওনরূপ ক্রীড়া রসে কৌতুকী হইল। তাহার অনতিদূরে এক দারুবৃক্ষের বন ছিল তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এত দূর ধাবমান হইল যে শেষে তাহারা পথহারা হইয়া গেল।

নিশাগমে এই ক্ষুদ্র বালক দ্বয় সবিস্ময় হইয়া যূথভ্রষ্ট হরিণের ন্যায় জননীর সমীপে আগমনার্থ পথান্বেষণ

করিতে লাগিল। এবং রজনী গভীরা হইয়া ধরাতল তিমিরাবৃত করিলে তাহারা পথহারা হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তখন বিপদাপন্ন হইয়া এতদ্বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তাহাদিগের গন্তব্য পথ অজ্ঞাত থাকায় গতিরোধ করিতে হইল, কারণ কোন কূপের মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগের প্রাণ নাশের শঙ্কা ছিল। তদ্ভিন্ন তাহারা এতাদৃশ শীতার্ত্ত হইয়াছিল যে সেই ভয়ানক নিবিড়ারণ্যে তাহাদিগের মৃত্যু ভিন্ন অন্য আশা দুষ্কর ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অত্যন্ত ধৈর্য্যতা থাকাতে সে আপনার লোচনাশ্রু মোচন করিয়া সমস্ত রাত্রি নীহারোপরি কালযাপনের ক্লেশ হ্রাসের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। চন্দ্রালোকে সে একটা শৈল মূলে ক্ষুদ্র গহ্বর দর্শন করিল, তথায় তুষার রাশি পতিত হয় নাই। সেই স্থানে অত্যল্প শুষ্ক পত্র এবং কিঞ্চিৎ শৈবাল রাশি সংগ্রহ করিয়া সত্বরে এক পত্রশয্যা প্রস্তুত করিল, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ডাকিয়া কহিল, "আইস ভাই, এই স্থানে শয়ন কর, এবং তুমি শয়ন করিলে আমি তোমাকে উত্তপ্ত রাখিবার জন্যে তোমার পার্শ্বভাগে শয়ন করিব"। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রোদন করিতেং শয়ন করিল, এবং পুনঃ২ বলিতে লাগিল, "আমার বড় শীত কচ্চে।" অগ্রজ তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত সে রোদন ত্যাগ করিয়া কেবল আপনার ভ্রাতার নিমিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল। এবং ঈশ্বরের নিকটে কৃপা প্রার্থনা করিতেং তাহার মনোমধ্যে এক অকৃত্রিম স্নেহের ভাবোদয় হইল। তাহার স্মরণ হইল যে স্বীয় গাত্রাচ্ছাদন লইয়া ভ্রাতার গাত্রে অর্পণ করিলে শীত নিবারণ হইতে

পারে, তখন তাহার অত্যন্ত শীতানুভব হইলেও সে অনায়াসে গাত্রবসন পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত সন্তোষের সহিত কহিতে লাগিল, "পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য, আমার ভ্রাতার এক্ষণে শীতের লাঘব হইবে!" এবং কনিষ্ঠকে অধিক উত্তপ্ত রাখিবার কারণ বয়োধিক তাহার অধিক সন্নিহিতে শয়ন করিল। হে পাঠকগণ! এক্ষণে তোমরা দৃষ্টি কর তাহার দেহ কেবল হস্তাচ্ছাদক বসন শূন্য একমাত্র পরিচ্ছদ ছিল কিন্তু এতদ্রূপ সহিষ্ণুতার সহিত সে আপনার দুর্ভাগ্য ক্লেশ সহ্য করিতে প্রবর্ত্ত হইল যে কেহ তাহাকে দর্শন করিলে কিছুমাত্র অসুখী বোধ করিতে পারে না। পরন্তু ঐ কুমারদ্বয় গৃহমধ্যে প্রত্যাগত না হইবায় তাহাদিগের পিতা শঙ্কাকুল হইয়া তাহাদিগের অন্বেষণার্থে অরণ্যের মধ্যে গমন করত সর্ব্বদিগে আহ্বান সহ ঘণ্টার ধ্বনি করিতে লাগিলেন, ফলতঃ তদ্রূপ না করিলে সেই রাত্রিতে তাহারা উভয়েই কালগ্রাসে পতিত হইত। পরিশেষে তাহারা সেই গহ্বরমধ্যে জড়ীভূত দৃষ্ট হইল। তিনি যদিও প্রথমে তিরস্কার করিলেন তথাপি তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের পরিসীমা রহিল না তাঁহার নেত্রহইতে অবিরত আনন্দাশ্রু নির্গলিত হইতে লাগিল। তদনন্তর তিনি উভয়কে আলিঙ্গন করিলেন, এবং অগ্রজ সন্তান কনিষ্ঠের প্রতি এতাদৃশ অতুল্য স্নেহ প্রকাশ করাতে তাঁহাকে দ্বিগুণ আলিঙ্গন প্রদান করিলেন।

৪ পাঠ।

ভিক্ষুক বালকের বিষয়।

জারমানি দেশের বায়ানা নগরের প্রান্তভাগে এক দীন হীন ক্ষুদ্র বালক বাস করিত। সে আপনার মাতৃ ভবন পরিত্যাগ করিয়া বিত্তবান ব্যক্তিগণের নিকট দান যাচ্ঞা করণার্থে একটা সুরম্য অট্টালিকার সম্মুখবর্ত্তি বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া কিরূপে যাচ্ঞা করিবে ভাবিতে লাগিল। তাহার সমবয়স্ক দুই বালক একটা উদ্যান-হইতে কিছু ফল লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং ঐ দীন বালককে দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের করস্থিত ফলসমূহের কিঞ্চিৎ অংশ তাহাকে দিল। উক্ত বালকদ্বয় বিগতমাত্রে তথায় এক জন সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তি তাঁহার অভ্যস্ত ব্যবধান স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন দৃষ্টি করিয়া উক্ত দীন বালক তাঁহার সমীপে উপনীত হইল। ভদ্র ব্যক্তির মুখশ্রীর মাধুর্য্য দর্শনেই ঐ ভাগ্যবিহীন দীন তনয়ের উপজীবিকার্থে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রার্থনার অভিলাষ জন্মে। তাহার দুঃখিত ভাব, সভয় স্বভাব এবং নেত্রযুগলের অবিরত অশ্রুধারা সন্দর্শনে পান্থ ব্যক্তির অন্তঃকরণে করুণা রসের সঞ্চার হইল। তিনি কহিলেন, "হে আমার প্রিয় বন্ধু, তোমাকে ভিক্ষা ব্যবসায় সুশিক্ষিত অনুভব হয় না।" বালক প্রত্যুক্তি করিল, "হে মহাশয়, আমার দুর্দিনগ্রস্তা মাতা পতিবিহীনা, স্বজনগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা এবং সাতিশয় পীড়িতা হইয়া গৃহে আছেন, তাঁহাকেই প্রতিপালনার্থে এই ভিক্ষা ব্রতে ব্রতী হইয়াছি।" সম্ভ্রান্ত পান্থ উত্তর করিলেন,

"তোমার মাতা কি বৈদ্য প্রাপ্ত হন নাই?" "বালক প্রতিবাক্য প্রদান করিয়া কহিল," হায়২! মহাশয়, আম. দিগের এমত অর্থ নাই যে কবিরাজকে প্রদান করি. কিম্বা তিনি যে ঔষধি ব্যবস্থা করিয়া দিবেন তাহা ক্রয় করি।" বৈদেশিক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাহার জননীর বাসস্থান জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং বালকের প্রতিবচন প্রাপ্ত হইয়া তাহার হস্তে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিলেন এবং তদ্দণ্ডে জননীর নিমিত্তে চিকিৎসক অনু- সন্ধানের অনুমতি করিয়া বিদায় করিলেন। বালক স্বীয় উপকারকের সন্নিধানে কৃতজ্ঞতা স্বীকারেও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া চিকিৎসক অনুসন্ধানে ধাবমান হইল। পান্থ একাকী নির্জ্জন হইয়া সেই দীনহীনা ললনাকে স্বয়ং দর্শন করিতে মানস করিলেন। কিঞ্চিৎ কষ্টে তিনি তদালয় প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, যে উক্ত বালকের বর্ণনাপেক্ষা তা- হার জননী অধিক বাধিতা, ও অদ্যাপি গতযৌবনা হন নাই কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তি রোরুদ্যমান সপ্তম বৎসরের একটি শিশুকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আগন্তুক তৎক্ষণাৎ আপনি বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া তাঁহার পীড়ার স্বভাব জিজ্ঞাসা করিলেন; ঐ স্ত্রী উত্তর করিলেন, "আমার পীড়াপেক্ষা দুর্ভাগ্য ক্লেশ দায়ক হইয়াছে। কারণ অত্যাল্পকাল গত হইল আমি স্বামিহীনা হইয়া সমুদায় বিষয় ঋণের দায়ে চ্যুত হই- য়াছি। এই অপগণ্ড সন্তান দুটিকে প্রতিপালন করি আমার এমত অর্থও সঞ্চিত নাই, দীনহীন ভাগ্যবিহীন সন্তান দুটির কি দশা হইবে বলিতে পারি না, কারণ অতিশীঘ্র তাহা- দিগকে জননীহীনও হইতে হইবে।"

ইহা শ্রবণ করিয়া সম্ভ্রান্ত ভদ্রজনের অন্তঃকরণে অত্যন্ত করুণা রসের সঞ্চার হইল, তিনি ভবিষ্যতে সুখ প্রত্যাশার ভরসা দিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, এবং ঔষধের ব্যবস্থা লিখিবার কারণ এক ফর্দ্দ কাগজ চাহিলেন। সেই স্ত্রী অন্য কাগজ না থাকাতে বালকগণের পঠিত পুস্তকের একটি পত্র ছিন্ন করিয়া দিলেন। চিকিৎসক ব্যবস্থা লিপির শেষ হইলে সেই পত্র মেজের উপরে স্থাপিত করিলেন এবং এই ব্যবস্থাপত্রে তোমার আরোগ্য লাভ হইবে বলিয়া বিদায় হইলেন।

৫ পাঠ।

ভিক্ষুক বালকের উপাখ্যানের শেষ।

উক্ত ব্যক্তি বাটীহইতে বহির্গত হইবামাত্র তৎপুত্র এক জন বৈদ্যসমভিব্যাহারে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আগতমাত্র সে আহ্লাদে পূর্ণ হইয়া কহিতে লাগিল, "হে মাতঃ! হে মাতঃ! আর আক্ষেপ করিও না, সাহস প্রাপ্ত হও, আমি টাকা পাইয়াছি, এবং এই এক জন বৈদ্য আসিয়াছেন।" তাহার মাতা তদ্বাক্য শ্রবণে অশ্রুপূর্ণ লোচনে কহিতে লাগিলেন, "হে আমার প্রিয় পুত্র, নিকটে আইস, তোমাকে আলিঙ্গন করত কৃতার্থ হই, তুমি আমার সাহায্যার্থে যেরূপ ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছ তাহাতেই আমার প্রতি তোমার সম্পূর্ণ প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু অল্পকাল হইল এক জন চিকিৎসক এই স্থানে উপস্থিত হইয়া মেজের উপরে ব্যবস্থালিপি রাখিয়া

গিয়াছেন,” বৈদ্য ইহা শ্রবণ করিয়া সেই কাগজ গ্রহণ করত পাঠ করিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইলেন। তিনি উক্ত দীনাঙ্গনাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “হে দুর্ভাগ্যবতি! আহ্লাদিতা হও, যে বৈদ্য আমার আগমনের পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন তিনি এক জন ভিন্ন প্রকার বৈদ্য, এবং আমার অপেক্ষা তৎকৃত ব্যবস্থাপত্রে তোমার বিশেষ আরোগ্য লাভ হইবে। এক্ষণে তুমি দারিদ্রতার দুঃখহইতে মুক্তা হইলা। কারণ যে অপরিচিত বৈদ্য তোমাকে দর্শন করিয়া গিয়াছেন তিনি জারমানি দেশের প্রধান ব্যক্তি স্বয়ং দেশাধিপতি নৃপতি অদ্বিতীয় বদান্যবর দ্বিতীয় যুসফ ভূপতি, তিনি স্বীয় কোষহইতে বিপুলার্থ প্রদান করত তোমাকে এক কালে দারিদ্ররূপ ব্যাধিহইতে মুক্ত করিয়া গিয়াছেন।”

ইহাতে সেই দীনাঙ্গনা এবং তৎপুত্র যে কিপর্য্যন্ত আশ্চর্য্য হইল তাহা বর্ণাবলির দ্বারা বর্ণন করা দুঃসাধ্য; তাহারা আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইয়া করতালি দিতে লাগিল যেন অতলস্পর্শ আনন্দার্ণবের গভীরতা নিরূপণার্থে যুগল কর উত্তোলনপূর্ব্বক তল স্পর্শে চেষ্টিত হইল। এবং জগদধিপতির ধন্যবাদ দিয়া দেশাধিপতিকে অজস্র আশীর্ব্বাদ করত চিত্তের ক্ষোভ নিবারণ করিল, যাঁহার এই অভাবনীয় উপকারদ্বারা উক্ত রমণী কৃতান্তের গ্রাসহইতে রক্ষিতা হইয়াছিল। তাহার পর সেই স্ত্রী স্বীয় সন্তানগণকে বহুল যত্নে প্রতিপালন করত তাহাদিগের দ্বারা তদীয় লব্ধ প্রত্যাশার বিপুলাংশ সফল দৃষ্টে অপরিসীম সন্তোষের সহিত কাল যাপন করিতে লাগিল।

এই করুণা রসঘটিত উপাখ্যান সম্পূর্ণ সত্য। যেহেতু ইউরোপীয় সমস্ত প্রকাশ্য সংবাদ পত্রে এতদ্ঘটনা প্রকটিত হয়, যে ভূপতি এতদ্রূপ অগণ্য বদান্য দাক্ষিণ্য জন্য ভূমণ্ডলে অপরিসীম যশোভাজন হইয়াছিলেন বহুকাল হইল তিনি মর্ত্ত্যলীলা সম্বরণকরত স্বর্গাগত হইয়াছেন। ১৭৯০ অব্দে তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে। তথাপি তাঁহার অদ্বিতীয় দান-শৌণ্ডতাঘটিত বহুবিধ অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা প্রজাপুঞ্জের স্মৃতি পথারূঢ় থাকাতে তদীয় গৌরব-সৌরব-সৌরভে ধরাতল পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আমি তোমারদিগের অত্যুত্তম শিক্ষোপযোগি তাঁহার আর একটি উপাখ্যান বর্ণন করিতে প্রবর্ত্ত হইলাম।

৬ পাঠ।

দ্বিতীয় যুসফ নামা নরপতির উপাখ্যান।

এক দীন হীন বালিকা বস্ত্র বিক্রয়ার্থে গমন করিতেছিল পথিমধ্যে তদ্দেশীয় নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ হইল কিন্তু সামান্য ভদ্রজনগণহইতে তাঁহাকে ভিন্ন করা যায় এমত কোন বিশেষ চিহ্ন না থাকায় ঐ বালিকা নৃপতিকে চিনিতে পারিল না। ভূপাল তাহাকে অত্যন্ত খিদ্যমানা দেখিয়া সম্বোধনপূর্ব্বক তদ্দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। সে উত্তর করিল, যে আমার মাতা অত্যন্ত বিপদাপন্না হইবায় তাঁহার ত্যাজ্য বস্ত্র সমস্ত বিক্রয়ার্থে বাধিতা হইয়াছি আরো কহিল, হে মহাশয়, আমার বস্ত্র নাশে আমি

দুঃখিতা নহি কেননা আমি আমার মাতার নিমিত্ত জীবন পণও করিতে পারি। কিন্তু আমি ভাবিতা হইতে যে এই সমস্ত বস্ত্র বিক্রয় করণানন্তর জননীর জীবনো পায়ের অন্য উপায় দেখিতেছি না সুতরাং উপায়াভাবে জননীর জীবনান্ত দৃষ্টি করিতে হইবে। কিঞ্চিৎকাল মৌন থাকিয়া পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল আমারদিগের সৌভাগ্য প্রাপ্তির কারণ ছিল, কেনন "আমার পিতা নৃপতির এক বিশ্বাসি কর্ম্মচারী ছিলেন এবং বহুকালাবধি তৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকায় পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্য হইয়াছিলেন কিন্তু নৃপতি তাঁহার কার্য্যের অনাবশ্যকতা বোধে তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিবায় তিনি পরিশেষে দুঃখার্ণবে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন।" এই সকল বাক্য শ্রবণান্তে যুসফ কহিলেন, "তুমি বিনা কারণে নৃপতির প্রতি দোষারোপ করিতেছ, বোধ হয় ভূপাল তোমার প্রার্থনা এবং তোমার জনকের দুরবস্থার বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন, কারণ তিনি সর্ব্বদা বাহুল্য রাজকার্য্যে ও ... ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন। কিন্তু অতঃপর তিনি জানিতে পারিলে স্বীয় ভ্রান্তুল্যের সংশোধন করিবেন। তাঁহার নিকটে তদ্বিষয়ের আবেদন কর।" বালিকা কহিল, "মহাশয়, এতদ্বিষয়ে আমরা এককালে নৈরাশ্য হইয়াছি কেননা অর্থাভাবে মিত্রাভাব সুতরাং আমারদিগের দুরবস্থার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া কে এ সমস্ত বিষয় রাজার শ্রুতিগোচর করিবে? আর আমারদিগের নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াও দুর্লভ।" যুসফ প্রতিজ্ঞা প্রদান করিয়া কহিলেন, "তোমারদিগের এবিষয় আমি নৃপতি সমীপে গোচর করিবার ভার লইলাম এবং তোমা-

...গার প্রতি সুবিচারের নিমিত্তে যথোচিত চেষ্টিত হইব।" এই সমস্ত আকস্মিক হিতজনক বাক্য শ্রবণে ঐ বালিকা সাতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া সাধুর প্রতি যথোচিত ধন্যবাদ প্রদান করিল। পরে ভূপতি তাহাদিগের অত্যন্ত দৈন্যানুমানে স্বয়ং সেই সমস্ত বস্ত্রের মূল্য দিয়া ক্রয় করত তাহাকে কহিলেন, যে এক্ষণে এ কেবল সামান্য উপকারমাত্র। ফলতঃ তাহাদিগের দীনতা দূরীকরণের যে উপায় স্থির হইবে তাহা জ্ঞাতার্থে দুই দিবসান্তে বালিকাকে রাজ ভবনে গমন করিতে কহিয়া বিদায় হইলেন। ভূপতি এই দিবসদ্বয় মধ্যে বালিকার বাক্যের তথ্যানুসন্ধানপূর্ব্বক তাহার কথার সত্যতা সুবিদিত হইয়া ঐ দীন তনয়াকে ও তাহার মাতাকে আপন সমীপে আনয়নার্থে এবং তাহাদিগের ভরণ পোষণ নিমিত্তে বালিকার পিতা যে বেতন পাইত তদুপযুক্ত মাসিক বৃত্তি প্রদান করিতে আজ্ঞা দিলেন। পরে ঐ দুর্দানা ললনা কন্যার সহিত নৃপসমীপে আনিতা হইলে ভূপাল বিনয় বচনে তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের মাসিক বৃত্তি প্রদানে কালবিলম্ব জন্য তোমরা যে দুরবস্থায় পতিতা হইয়াছ তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবা বিশেষতঃ আমি ইহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করি নাই। অপিচ ভবিষ্যতে যদি কেহ আমার গ্লানি করে শুনিতে পাও তবে তোমরা সেই গ্লানি দূর করিতে চেষ্টিত হইও। তদবধি মহারাজ নগরীয় প্রজাগণের আবেদন শ্রবণার্থে প্রতি সপ্তাহে এক দিবস নির্ণয় করিলেন। এই দুই উদাহরণ সৎ রাজাদিগের উপযুক্ত বটে যাঁহারা রাজাশ্রিত সামান্য প্রজার সুখ সৌভাগ্যও সামান্য বোধ করেন না। তদভিধান স্মরণ রাখ, কারণ এতদ্রূপ নৃপতিগণের নাম স্মরণ

রাখা কৃতজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য বটে। আইস আমরা সম্রাজ্ঞাসকলের যশোকীর্ত্তন করিতে থাকি। তদ্দ্বারা তাঁহার পদাভিষিক্ত নৃপতিগণও যশোভিলাষি হইয়া তাঁহার ন্যায় রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন।

৭ পাঠ।

কুণ্ডলের উপাখ্যান।

ফ্রেবল্‌ সাহেব যিনি যুবকগণের কারণ বহুতর নীতি জ্ঞানদায়ক উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন তাঁহার রচিত গ্রন্থে এক ক্ষুদ্র বালিকার অত্যাশ্চর্য্য উপাখ্যান বর্ণিত আছে, সেই বালিকা স্বীয় জনকের প্রাণ দণ্ডসময়ে তাহার পিতার সহিত প্রাণত্যাগের প্রতিজ্ঞা করিয়া আপন জনকের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। সেণ্ট ডোমিঙ্গোনামক নগরে এক সৎ সুশীল কুণ্ডল বাস করিতেন তাঁহার অপরাধের মধ্যে তিনি কেবল ধনাঢ্য ছিলেন কিন্তু এই অপরাধে সেই ব্যক্তি ফ্রান্সদেশের ঘোরতর রাজবিপ্লব অগ্নি প্রজ্বলিত সময়ে ধৃত এবং কারাগ্রস্ত হইয়া প্রাণ দণ্ডের নিমিত্তে দণ্ডার্হ হইয়াছিলেন। তৎ প্রতি অনিষ্টকারি অপরাধ আরোপিত হয়। ফলতঃ যে সময়ে রাজকিঙ্করেরা সেই ব্যক্তিকে স্বীয় পরিবারের প্রণয় রজ্জু ছেদন করিয়া রাজসদনে আনয়ন করে তৎকালীন তদীয় সুশীলা নবীনা বালা পিতৃ অদৃষ্টে যাহা ঘটে তাহার সমাদৃষ্টভাগিনী হইতে মানস করিয়া জনকের পশ্চাৎ২ ধাবমানা হইল রাজদূতেরা ঐ কুণ্ডলকে প্রথমত বলি প্রদানে

প্রবর্ত্ত হইয়া তাঁহার নয়নদ্বয় আচ্ছাদনীর দ্বারা বন্ধন-পূর্ব্বক তাঁহাকে জানুপবেশন করাইল। এবং যে ঘাতকেরা তাঁহার প্রাণদণ্ড করণরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহারা যখন তীক্ষ্ণ সাণিত অসী ধারণ করত তাঁহার মস্তক ছেদনে উদ্যত হয় আর তাঁহার ইহলোক-হইতে অবসৃত হইয়া মৃত্যু সাগরে নিমজ্জিত হইবার ক্ষণ-কাল অপেক্ষা আছে এমত কালে প্রাণ সংহারের সঙ্কেত প্রকাশ সময়ে রাজভৃত্যেরা দৃষ্টি করিল তাঁহার তনয়া মহাব্যাকুলা হইয়া অতি শীঘ্র পিতার নিকটে ধাবমানা হইল কিন্তু কেহ তাহাকে নিবর্ত্ত করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইল না। পরে ঐ কুণ্ডল-দুহিতা যথা শক্তিতে জনকের গলদেশ দৃঢ়রূপে ধারণ করত পুনঃ২ কহিতে লাগিল, "হে পিতঃ! হে পিতঃ! আমরা উভয়ে একত্রে মরিব।" তৎপিতা আত্মজার এতদ্বাক্য শ্রবণে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে না পারিয়া দুহিতাকে জননীর তাপিত অন্তঃকরণের শান্তিদায়িনী হইয়া থাকিতে কহিলেন এই সমস্ত প্রবোধ বচনে তাঁহার রোদনপরায়ণা কন্যা অধীরা হইয়া পুনঃ২ কহিতে লাগিল, "আমরা উভয়ে একত্রে মরিব।"

এইরূপ স্নেহসূচক ব্যাপার দর্শনে দর্শকগণের চিত্তা-ধারে করুণারসের সঞ্চার হইল। ঘাতকেরা চিত্রার্পিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল, এবং ঘাতকাধ্যক্ষ কুণ্ডলের প্রাণ দণ্ডার্থ সঙ্কেত প্রদানে সাহসী না হইয়া স্বীয় চিত্তোৎপাদিত করুণা কণার বশীভূত হইলেন এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রাণ দণ্ডে ক্ষান্ত হইয়া জীবন রক্ষার অবান্তর চেষ্টা করণার্থে তাঁহাকে তনয়া সহিত কারারুদ্ধের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। অশুভ কার্য্যে অত্যন্ত বিলম্ব

করাতেও মহাফল উৎপন্ন হয় কুণ্ডলের পক্ষে তাহাই ঘটিল, কারণ অবস্থার ভাবান্তর হইবায় ঐ দুরবস্থায় পতিত কুণ্ডল, কন্যার গুণে প্রাণ দণ্ডহইতে বিমুক্ত হইল। তদবধি ঐ কুণ্ডল সর্ব্বজন সমীপে আহ্লাদপূর্ব্বক সর্ব্বদা স্বীয় তনয়ার গুণোৎকীর্ত্তনে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে ঐ বালিকার বয়ঃক্রম দশম বর্ষ মাত্র ছিল।

---

৮ পাঠ।

সন্তরণকারি ক্ষুদ্রবালকের উপাখ্যান।

এতৎ উপাখ্যান সম্বন্ধে প্রধান বীর এক ক্ষুদ্রবালক স্থুইসন নগরে বাস করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি সপ্তম বৎসর বয়ক্রমকালে স্বীয় কনিষ্ঠা ভগিনীর আনুকূল্যে এক জলনিমগ্ন বৃদ্ধ ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। এক দিন ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে কেবল তাঁহার দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে আইসনী নদীর সেতুর নিকটে স্বীয় সমবয়স্ক বালকবৃন্দের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে রত আছেন এমত সময়ে তিনি দৃষ্টি করিলেন একটা অশ্বকে জলপানার্থে নদীকূলে লইয়া যাইতেছে, দৈবাৎ ঐ অশ্ব স্বীয় আরোহি ব্যক্তিকে জলমধ্যে নিপতিত করিল। এতদ্ঘটনা আলোকনে ঐ সুবোধ বালক প্রথমে যে মুদ্রা লইয়া ক্রীড়া করিতেছিলেন তাহা অনুপস্থিত সময়ে হারাইবার আশঙ্কায় গ্রহণ করিয়া অচিরাৎ সঙ্গিগণকে পরিত্যাগ করিলেন। বয়স্যবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া প্রায় ১৫০ পদভূমি ধাবমান হইলেন এবং সেই স্থানে

গমন করিয়া দেখিলেন শতাধিক ব্যক্তি ঐ জলনিমগ্ন মরণাপন্ন ব্যক্তিকে কি উপায়ে সাহায্য করিবে তদর্থে ভাবিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদের সম্মুখবর্ত্তি হইয়া পরিধিত বস্ত্রের সহিত জলোপরি নিক্ষিপ্ত হইলেন, এবং অচৈতন্যাবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে তটিনী তটে আনয়নকরত জীবনার্পণে সমর্থ হইলেন।

কিন্তু এই সন্তরণকারি ক্ষুদ্রবালকের অলোক-সামান্য কীর্ত্তি কেবল এই মাত্র নহে। তদ্বৎসরের মে মাসের ত্রয়োদশ দিবসে এক বালিকা হঠাৎ প্রোক্ত সেতুহইতে জলোপরি প্রপতিত হইয়া স্রোত-সহকারে প্রবাহিত হইতেছিল। তাঁহার পূর্ব্বোক্তো ভগিনী এই দুরূহ ঘটনা ঈক্ষণ করিয়া অত্যল্প দূরবর্ত্তি স্থানে খেলায়মান স্বীয় সহোদরকে অতি শীঘ্র সংবাদ দিলেন। উক্ত বালক শ্রবণমাত্র সরিৎকূলে ধাবমান হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করত বালিকাকে নিমজ্জনকালে কিঞ্চিদংশ দেখিতে পাইলেন। এবং গাত্রপরিচ্ছদ সহিত জলমধ্যে পতিত হইয়া যথাশক্তিতে সন্তরণপূর্ব্বক জলোদগীরণে ব্যাকুলিতা উক্তা কন্যার দেহাবসান পূর্ব্বে গভীর নীরে নিমজ্জিত হইয়া সৌভাগ্যক্রমে তদীয় বস্ত্রাকর্ষণে সমর্থ হইলেন এবং অতি শীঘ্র ভাসমান হইয়া উক্ত কন্যাকে জলোপরি উদ্ধৃত করিয়া নিরাপদে কূলে আনিলেন, এই মহোৎসাহের কার্য্য অপ্রকাশ ছিল না, কারণ তত্রস্থ নগর শোভন-কারি কর্ম্মচারিগণ এতদ্বিষয় শ্রুত হইয়া উক্ত অত্যুত্তম বালকের জনক জননী অত্যন্ত দুর্দ্দিনগ্রস্ত প্রযুক্ত তাঁহাকে বিদ্যা এবং বাণিজ্য নীতি শিক্ষা করাইয়াছিলেন।

যে বালক পরজীবন রক্ষণার্থে আত্ম জীবন প্রদানেও

শঙ্কাকুল হয় না তাহার পরোপকারিতা গুণ নিশ্চয়ই বিস্ময়জনক। এই বালক কোন সময়ে এই সমস্ত সদুপকার কার্য্য সম্পন্নকালে আপনার ক্রীড়ার বিষয় যে বিস্মৃত হয় নাই তজ্জন্য কে না তাঁহাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা পাঠে ইহাপেক্ষা হিতজনক বাক্য আর কি বলা যাইতে পারে যে মনুষ্যগণের সন্তরণ শিক্ষা অত্যন্ত উপকারজনক। যদ্যপি এই সমস্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় এই বালক দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া জলমধ্যে পতিত হইত তবে সে অনায়াসেই সন্তরণপূর্ব্বক এতদ্রূপ বিপদহইতে আত্ম জীবন রক্ষণে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম হইত, প্রত্যুতঃ সন্তরণ ক্রীড়ায় অনভিজ্ঞ হইলে অত্যন্ত আক্ষেপসহ স্বজাতীয় কতিপয় ব্যক্তির জীবন নাশ দর্শন করিতে বাধিত হইত আর এই সমস্ত স্বদেশীয়গণের জীবন, জীবনরূপ সমাধিহইতে রক্ষাজন্য অপরিসীম আনন্দলাভে বঞ্চিত থাকিত।

প্রাণনাশাশঙ্কায় শঙ্কাযুক্ত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে যে মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া অগ্রগামী হয় এমত সুশীল উৎসাহান্বিত বালকগণের পরোপকারিতার অনেক উদাহরণ বর্ণিত আছে।

৯ পাঠ।

ঝটিকাকালীন এক কুক্কুরের উপাখ্যান।

কুক্কুর অতি সতর্ক বিশ্বস্ত এবং প্রভুভক্ত জীব। এতাদৃশ বহুবিধ সদ্গুণ জন্য সে মানব জাতির অত্যন্ত প্রিয়

ভাজনের উপযুক্ত, যেহেতু তত্তুল্য উপকারি জীব পশ্বাদির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। তাহার এতাদৃশ বশীভূততা যে তাহাকে প্রায় সকল কর্ম্ম শিক্ষা করাণ যাইতে পারে এবং বশম্বদ হইলে কেবল প্রভুর প্রীত্যর্থ তাহার গাঢ় অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। এতজ্জীবের অত্যাশ্চর্য্য বুদ্ধি-বৃত্তি সঙ্খ্যাতীত উদাহরণদ্বারা সপ্রমাণ করা কঠিন নহে. কিন্তু বাহুল্য ভয়ে আমি ফ্রেঞ্চ ভাষাহইতে এতদ্বিষয়ের নিম্নোক্ত উপাখ্যান বর্ণন করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

একদা এক রমণী অত্যুচ্চ পার্ব্বতান্তর্ভাগহইতে স্তূপাকার নীহার মণ্ডিতা হইয়া শৈলমূলে পতিতা হইল তদ্দৃষ্টে তদীয় সুকুমার কুমার রোরুদ্যমান হইয়া বলিতে লাগিল, "হে মা! মা! তোমাকে রক্ষা করিতে কি কেহই আসিবে না।" উক্ত বালক কাহারও প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইল না তথাপি পুনঃপুন স্বীয় জননীর প্রতি সম্বোধনপূর্ব্বক এইরূপে ডাকিতে লাগিল। এবং কোন পথিক তৎকথা শ্রবণে সাহায্যার্থে আগমন করিবে ইত্যাশয়ে সে অত্যুচ্চ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। কিন্তু সে অরণ্যের মধ্যে রোদন করিবায় তাহার রোদন মাত্র সার হইল, বিশেষতঃ প্রচণ্ড পবন হিল্লোলে এবং সাগরের জল কল্লোলে তাহার রোদন শব্দ বদননির্গত হইবামাত্র লুপ্ত হইল। তখন উক্ত বালক কাহাকেও ঈক্ষণ করিতে না পারিয়া ক্ষণকাল নির্জ্জন নিবিড়ারণ্যের চতুর্দ্দিক দর্শন করত শঙ্কাকুল হইতে লাগিল, এবং একাকী সেই ঘোরতর কানন মধ্যে প্রপতিত ও ভয়েতে ব্যাকুল হইয়া কি প্রকারে রক্ষা পাইবে ভাবিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে তাহার চতুঃপার্শ্বে রাশি রাশি তুষার বর্ষণে গগণ-

মণ্ডল ঘনাচ্ছন্নের ন্যায় আচ্ছাদিত হইল, ইতি পূর্ব্বেই তাহার পরিধিত বসন তুষারাবৃত হইয়াছিল, এক্ষণে ঘন ঘোর ঝটিকাগমে নীহার মধ্যে সংহার ভিন্ন অন্য উপায় শূন্য হইল। এবং যে জননীর মুখচন্দ্রিমা আর কখন তাহার নয়ন পথে উদিত হইবে না সেই জন্মদাত্রী যেরূপ পর্ব্বতোর্দ্ধভাগে নীহারাবৃত হইয়াছিলেন তদ্রূপ স্তূপাকার নীহার-রাশি তাহার দেহাচ্ছাদনে উর্দ্ধোন্নত হইতে লাগিল।

অভিনব প্রপতিত তুষার রাশি মধ্যদিয়া উক্ত বালক কোন পথিকের সহিত সাক্ষাতার্থে অদূরস্থিত গিরি-শিখরে গমন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বহু কষ্টে কিয়ৎ পদ গমন করিয়াই তাহার গতি-শক্তি রোধ হইল তখন সে নিরুপায় ভাবিয়া জানুপাবেশন করিল এবং অসংহিত করযুগলে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক মুখপদ্ম উত্তোলন করত নয়ন নির্গত জলধারায় অভিষিক্ত হইয়া স্বর্গাভিমুখে কহিতে লাগিল, "হে পরমেশ্বর! পৃথিবীতলে রক্ষা করে এমত কোন ব্যক্তি-বিহীন দিনহীন সন্তানের প্রতি দয়া কর!" এইরূপ একান্তচিত্তে কাতর হইয়া প্রার্থনা করাতেই যেন তাহার বলোৎসাহ বৃদ্ধি হইল। তখন আপনাকে বল প্রাপ্ত বিবেচনায় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক পুনর্ব্বার গমনোদ্যত হইল।

সেই সময়ে অকস্মাৎ আকাশ অতি ঘোরতর তিমিরাচ্ছন্ন হইয়া প্রচণ্ড পবনোচ্ছাসে বজ্রের ন্যায় শব্দহইতে লাগিল। যে তুষার পতনে শিখর ভূমি আচ্ছাদিত ছিল তাহা বাতান্দোলনে শূন্যোৎক্ষিপ্ত হইয়া বেগে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল যেন সাগরমধ্যে দুর্দান্ত বাতাবর্ত্তসহকারে সম্মুখ-

বর্ত্তি সমুদায় দ্রব্য অতি বেগে উৎক্ষিপ্ত হইল। তৎকালে সেই ক্ষুদ্র বালক শঙ্কিত হইয়া শ্বাসাবরোধপূর্ব্বক কর-যুগে মুখ আচ্ছাদন করত একটা গিরিপার্শ্বে জীবন রক্ষার্থ স্বীয় দেহ প্রসারণ করিল। এবং যৎকালে ঐ প্রচণ্ড-পবন ভীষণ শব্দে ঘূর্ণিত হইয়া তাহার মস্তকোপরি দিয়া গমন করত দূরস্থিত সুকঠিন সিন্দুর বৃক্ষ এবং সুদীর্ঘ দারু বৃক্ষ ভঙ্গ করে তখন সেই বালক পর্ব্বত পার্শ্বের আরো সন্নিহিতে যাইতে লাগিল।

কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! দুর্দৈব বশতঃ কেবল নিষ্ঠুর কঠিন যাতনা উপভোগ নিমিত্ত সে এই কৃতান্ত হস্তহইতে রক্ষা পাইল। হিমাগমে তাহার উভয় জঙ্ঘা শক্তি বিহীন হইয়াছিল এবং ক্ষুধায় ম্রিয়মান হইয়া সে এতাদৃশ ক্লেশের বশীভূত হইল যে তাহার মুখে বাক্য স্খলিত হইল না, কেবল মৃদুস্বরে তাহার মাতার প্রতি এই কথাটি বলিতে লাগিল, "ও মা! মা! কেহ কি তোমাকে রক্ষা করিতে আসিবে না।"

১০ পাঠ।

ঝটিকাকালীন কুক্কুরের উপাখ্যানের শেষাংশ।

উক্ত বালক সেই প্রস্তর পার্শ্বে শয়ন করিয়া মুখ সান্নিধ্যে করপদ আনয়নপূর্ব্বক চক্ষুর্মুদ্রিত করত ক্ষণেং হাহাকার করিতেছে, এমত সময়ে তাহার বরফ-মণ্ডিত মুখোপরি কেহ যেন উত্তপ্ত প্রশ্বাস নিক্ষেপ করিল বোধ করিয়া চক্ষুর্নিমীলনপূর্ব্বক দৃষ্টি করিল একটা বিপর্য্যয় কুক্কুর

তাহার বদনোপরি মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে সে দারুণ শঙ্কাকুল হইয়া সভয়ে চিৎকার ধ্বনি করিয়া উঠিল, এবং সেই প্রস্তরখণ্ডের আরো সন্নিকটে গিয়া শয়ন করিল। কুক্কুর তাহার প্রতি সকরুণ নেত্রে দৃষ্টি করিয়া স্বীয় অঙ্গ ভঙ্গিদ্বারা অভয় প্রদান করত সমীপ-বর্ত্তি হইয়া তাহার মুখ ও হস্ত লেহন করিতে লাগিল। কিন্তু দরিদ্র বালক গ্রাসিত হইল বিবেচনা করিয়া বহু-কাল বিলম্বে কুক্কুরের আশ্বাসে বিশ্বাস করিল। তদ্দৃষ্টে ঐ দয়ালু জীব কিঞ্চিৎ কাল তাহাকে উত্তপ্ত রাখিয়া স্বীয় মুখ উত্তোলন করত গ্রীবালম্বিত এক ক্ষুদ্র বোতল দেখাইয়া দিল। তাহাতে কিঞ্চিৎ মদিরা ছিল। নীহার মণ্ডিত পান্থগণের শীত নিবারণ এবং চিত্তপ্রফুল্ল করণার্থে এই কুক্কুর প্রেরকগণের সৌজন্যক্রমে ঐ মদিরা প্রেরিত হয়। এই আতিথ্যজনক অভিপ্রায় প্রকাশার্থে কুক্কুরও অনেক কৌশল শিখিয়াছিল, কিন্তু বালক অত্যন্ত শিশু-প্রযুক্ত বোতল-বাহকের সদভিপ্রায় বুঝিতে পারিল না।

অচিরাৎ কুক্কুরের সত্তায় সাহসী হইয়া সেই বালক নির্ভয়চিত্তে তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইল এবং তাহার পৃষ্ঠদেশ অবলম্বনপূর্ব্বক গাত্রোত্থানের চেষ্টা করিল। কিন্তু দারুণ শীতাক্রমণে তাহার পদদ্বয় অবসন্ন হওয়াতে সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পড়িয়া গেল। তাহাতে ঐ কুক্কুর ঐ ক্ষুদ্র বালকের দুর্ব্বলতা দৃষ্টে তাহার সমীপে শয়ন করত ভাবের দ্বারা পৃষ্ঠদেশে আরোহণার্থে আহ্বান করিল। অতঃপরে সেই বালক কুক্কুরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহার পৃষ্ঠোপরি শয়নারূঢ় হইয়া রহিল। তৎপরে ঐ সাহসী বৃহৎ কুক্কুর উত্থিত হইয়া এমত সাবধানে

গমন করিতে লাগিল যে তাহাতে তাহার অতুল্য বুদ্ধি এবং দয়া উভয়ই প্রকাশ পাইল।

সেই স্থানের অনতিদূরে এক আতিথ্যাগার নির্ম্মিত ছিল; তত্রস্থ জনগণের যৌজন্যে তাহা স্থাপিত হয় তদাগারে উপস্থিত হইলে পথশ্রান্ত পান্থগণ বিশ্রামার্থে ভোজন পান প্রাপ্ত হইত। এতাদৃশ সদুপায়ে অনেক সময় অনেক পথিকের জীবন রক্ষাও হইতে পারিত। উক্ত কুক্কুর সেই আতিথ্যালয়হইতে আগত হয় এবং সেই আলয়ে আপনার বহুমূল্য রত্নভার তুল্য ক্ষুদ্র বালককে বহন করিয়া যাইতেছিল। তাহারা লক্ষিত স্থানে উপস্থিত হইলে তত্রস্থ যে ধর্ম্মাচার্য্য, এই সমস্ত সদুপকার ব্রতে ব্রতী ছিলেন তিনি আনন্দিত হইয়া ঐ দীন নন্দনকে গ্রহণ করিলেন। এবং নরজাতির প্রতি এতাদৃশ উপকারস্বরূপ সদনুষ্ঠান সম্পন্ন জন্যে জগদীশ্বরের গুণানুকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ঐ দীন তনয় দিন কর-তনয়ের করহইতে রক্ষা পাইল। পরে সেই ধর্ম্মশালাস্থ সমস্ত লোকে উক্ত বালকের ক্লেশ বারণে চেষ্টিত হইয়া কৃতকার্য্য হইলেন কিন্তু তাহার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা জননীর বিচ্ছেদ জন্য দুঃখ বিচ্ছেদ করিতে পারিলেন না। সে সুস্থ হইলে অজস্র অশ্রুপাতপূর্ব্বক পুনঃ২ কহিতে লাগিল, "ও মা! মা! তুমি কেন এইরূপ সাহায্য পাইলে না।"

এক্ষণে যে শোকসূচক ঘটনা বর্ণিত হইল তাহা স্যুইজর্লণ্ড দেশের গিরিশিখরে ঘটিয়াছিল। এতদ্বিষয় শ্রুত হইয়া তত্রস্থ জনগণের মন অতিশয় করুণারসে আর্দ্র হইল, এবং এক জন ভাগ্যধর বদান্যবর সেই অনাথ

সন্তানের ভরণ পোষণের ভার লইলেন। তদনন্তর উক্ত ধনাঢ্যবর বরণ নগরীয় এক সুনিপুণ চিত্রকরকে এতৎ বি-চিত্র ঘটনা স্মরণার্থে একখানি চিত্রপট প্রস্তুত করিতে আ-দেশ করিলেন। চিত্রপট প্রস্তুত হইলে যে আলয়ে উক্ত কুক্কুরের সদাচরণে সেই বালকের জীবন রক্ষা হইয়াছিল তদালয়ের প্রকাশ্য স্থানে তাহা লম্বিত হইল।

১১ পাঠ।

রুসীয়াদেশীয় অনাথ বালকের উপাখ্যান।

রুসীয়াদেশীয় মহারাজ্ঞী দ্বিতীয় কেথেরাইন কত-গুলিন অনাথ শিশুকে স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিয়া তাহা-দিগকে লালন পালনে পরমাহ্লাদিতা ছিলেন। ঐ সকল অপত্যগণ মধ্যে কেহ২ রাজ্ঞীর কিঙ্কর সন্তান ও কেহ২ জনকজননীদ্বারা পরিত্যক্ত ছিল। তাহাদিগের মধ্যে একটি সন্তানকে নগরের শান্তিরক্ষকেরা রাজমার্গে পতিতা-বস্থায় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহার জনক জননীর নাম ধামাদি অজ্ঞাত ছিল। রাজ্ঞী ঐ শিশুকে বিবি-যত্নে লালন পালন করাতে তাহার স্বীয় বিদ্যাভ্যাসে মহোন্নতি হওয়ায় এবঞ্চ তাহার অন্তঃকরণের সদ্গুণপ্রভু-তাহার জনক জননীর নাম ধামাদি অজ্ঞাত-জনিত কল-সমূহ নিবারিত হইয়াছিল। একদা বিদ্যালয়হইতে ঐ বালককে অপ্রফুল্লচিত্তে প্রত্যাগত দেখিয়া রাজ্ঞী তাহা-মুখচুম্বন করত ক্রোড়ে বসাইয়া সস্নেহ বচনে তদ্দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর ঐ বালক রাজ্ঞী

প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, "হায় মাতঃ! কি দুঃখের বিষয়। অদ্য আমাদিগের শিক্ষকের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী ও অপত্যগণ অত্যন্ত রোদন করিতেছে, তাহারা শোক-বস্ত্র পরিধান করিয়াছে, এবং শুনিয়াছি তাহারা এক্ষণে দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহারা অত্যন্ত দীনহীন এবং তাহাদিগের এক দিনও যে সাহায্য করে এমত বন্ধুও নাই"। রাজ্ঞী এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করণানন্তর অবিলম্বে এক জন অমাত্যকে ঐ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের নিকট এতৎ বিষয়ক তথ্যানুসন্ধান নিমিত্তে প্রেরণ করিয়া বিদিতা হইলেন, উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষক আপন বনিতাকে ও অপত্যগণকে অত্যন্ত দুরবস্থায় রাখিয়া দুরন্ত কালের বশীভূত হইয়াছেন। তদনন্তর রাজ্ঞী ঐ বালকের দ্বারা মৃত শিক্ষকের বনিতার নিকট ৬০০ মুদ্রা প্রেরণ করিলেন, এবং অপত্যগণকে উত্তমরূপে লালনপালনার্থে ও সুশিক্ষা প্রদান করিতে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন।

১২ পাঠ।

ইংলণ্ডদেশের ইতিহাসহইতে সংগৃহীত।

রোমীয়দিগের বৃত্তান্ত।

উনিশ শত বৎসর গত হইল বৃটনদ্বীপের অসভ্য লোকেরা পর্ব্বতগহ্বরে ও তৃণাচ্ছাদিত সামান্য কুটীরে বাস করিত, এবং পশুপাল পালনে রত ছিল। দুগ্ধ তাহাদিগের পানীয় এবং মৃগয়ালভ্য মাংস তাহাদিগের ভোজ্য ছিল,

মাংস। এই তাহারদের জীবন ধারণ হইত। বস্ত্র বিনিময়ে তাহাদিগের কটিদেশ পশুচর্ম্মে আচ্ছাদিত হইত তদ্ভিন্ন শরীরের অধিকাংশ প্রায় অনাচ্ছাদিত থাকিত। এবং তাহারা রণক্ষেত্রে ভয়ানক রূপ দেখাইবার কারণ আপনারদের নগ্ন অঙ্গ চিত্রবিচিত্র করিয়া রাখিত। ঐ দ্বীপের অধিকাংশ নিবিড় বনাবৃত ও কতক স্থানে জলবাহুল্য ও মরুতাপ্রযুক্ত কৃষি কার্য্যের উপযোগ্য অত্যল্প ভূমি উর্ব্বরা ছিল। খ্রীষ্টের ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে রোমীয়দিগের সেনাপতি বিপুল রণোৎসাহি জুলিয়স সিজার ফ্রেন্স রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক সম্মুখবর্ত্তি দ্বীপমণ্ডলে জয়পতাকা উড্ডীয়মানে ইচ্ছুক হইয়া বহুল সামন্ত সহ বৃটনদ্বীপ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তন্নিবাসি ব্যক্তিগণ বিপুল সাহসে যুদ্ধাস্ত্র ধারণ করিবায় রোমীয়দিগের সেনানায়ক পরাঙ্মুখ হইতে হইল। তৎপরে বৃটনেরা নিরুপদ্রবে নব্বই বৎসর স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল। পুনর্ব্বার ক্লডিয়স নামা রোমীয় সম্রাটের অধিকার সময়ে আক্রান্ত হইলে বৃটনীয়দিগের সেনানায়ক অতুলোৎসাহী কারেক্‌টকস অবিশ্রান্ত ভাবে নব বৎসরপর্য্যন্ত রোমদেশীয় সৈন্যসহ যুদ্ধ করত প্রশংসিতরূপে রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন, অবশেষে ধৃত এবং বদ্ধ হইয়া রোমীয় সম্রাটের জয় চিহ্ন শোভার্থে রোমনগরে প্রেরিত হন কিন্তু এতাদৃশ দুরবস্থায় পতিত হওয়াতেও বৃটীন যোদ্ধার মনোৎসাহ ভঙ্গ হয় নাই। তিনি রোমনগরে প্রবেশ সময়ে নগরশোভাকর বৃহৎ২ অট্টালিকা দর্শনে সবিস্ময় হইয়া কহিয়াছিলেন, "কি আশ্চর্য্য! এই লোকেরা স্বদেশে এতাদৃশ সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করে ইহাতেও তৃপ্তচিত্ত না হইয়া বৃটন দেশের

কুটীর ও পর্ব্বত গুহার প্রতি লোভ করত এত দূরপর্য্যন্ত যুদ্ধযাত্রা করিতে প্রবর্ত্ত হইয়াছে।” ধীর স্বভাব ক্লডিয়স্ রাজ বৃটিস সৈন্যাধ্যক্ষের এতদ্বচন শ্রবণে ও এতাদৃশ সাহসিকতা দর্শনে আহ্লাদিত হইয়া তদ্দণ্ডে তাহাকে মুক্ত করিয়া স্বদেশে যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

এতৎকালাবধি ৪০০ শত বৎসরপর্য্যন্ত রোমীয়েরা নির্ব্বাদে বৃটনদেশ অধিকার করে, এই স্থদীর্ঘ কালমধ্যে তাহারা এতদ্দেশে সভ্যতার রীতি ও রাজনীতি ব্যবস্থা সকল প্রচলিত করিয়া লোকদিগকে সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রাদি অনুশীলনে অবিরত রত করাইয়া তাহাদিগের মনোমধ্যে জ্ঞানজ্যোতি উদয় করিয়া দিয়াছিল।

১৩ পাঠ।

পিতৃ ভক্তি।

যে বিদ্যালয়ে বালকেরা সৈন্য হওনের উপযুক্ত অস্ত্র চালনাদি যুদ্ধ কার্য্যের শিক্ষা প্রাপ্ত হয় সেই বিদ্যামন্দিরে এক বালক ধীরতা সাধুতা এবং স্বকার্য্যে সর্ব্বদা বিশেষ মনোযোগিতাপ্রযুক্ত বিখ্যাত ছিল। একদা সেই বালক কোন অসাধারণ কার্য্যের নিমিত্তে সকলের নিকটে বিশেষ প্রশংসার ভাজন হইল। সে এক দিন ভোজনসময়ে সঙ্গিগণের সহিত প্রফুল্ল বদনে আসনে উপবিষ্ট হইয়া জল রোটি ভিন্ন অন্য কিছু গ্রহণ করিল না। তাহাকে যে সকল খাদ্য প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা ভোজ-

নার্থে তাহার বয়স্যগণ তাহাকে অনেক বার অনুরোধ করিল, কিন্তু সে কাহারও কথা রক্ষা করিল না। পরে ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষাদাতা স্বয়ং তাহাকে মিষ্টভাষে অনুযোগ করত কহিলেন যে, "বিদ্যামন্দিরের যেরূপ নিয়ম আছে সেই নিয়মানুসারে তোমাকে চলিতে হইবে।" কিন্তু এই উপদেশ পাইলেও সেই বালক স্বাভিমত ব্যবহারের অন্যথা করিল না। তাহার এইরূপ আচরণ কেবল স্বমতানুরক্তপ্রযুক্ত ভাবিয়া তাহার শিক্ষক পুনর্ব্বার তাহাকে এই কথা বলিয়া তিরস্কার করিলেন. "যদ্যপি তুমি স্বাভিমত ব্যবহার পরিত্যাগ না কর তবে আমি তোমাকে বাটীতে না পাঠাইলে আর নিশ্চিন্ত হইব না।"

এইরূপ ভয় প্রদর্শনে সেই বালক ভীত হইয়া করযোড় করিয়া কহিতে লাগিল, "হে মহাশয়! আপনাকে সকলি বলিতেছি! পিতা অত্যন্ত দরিদ্র, এবং আমা ভিন্ন তাঁহার আরো অনেক সন্তান আছে পিতৃগৃহে কেবল মন্দ রোটি ও অপরিষ্কার জুষ তাহাও যৎকিঞ্চিৎ খাইতে পাইতাম, কিন্তু এখানে আসিয়া উত্তম খাদ্য এবং যথেষ্ট পরিষ্কার রোটি খাইতে পাইতেছি। আমি ইহাপেক্ষা উত্তম ভোজনের স্বাদ কখন প্রাপ্ত হই নাই। যদি অতিশয় উত্তম খাদ্য ভোজন করি তবে পিতামাতা যে খাদ্যাভাবে ক্লেশান্বিত হইয়াছেন এই কথা আমার স্মরণ হওয়াতে অধিক দুঃখ উপস্থিত হয়।" শিক্ষক এই সুশীল সন্তানের বাক্য অত্যন্ত স্থিরচিত্তে শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং বালককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "ওহে আমার

প্রিয় ছাত্র! শুনিয়াছি তোমার পিতা বহুকালপর্য্যন্ত রাজ সৈন্যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তিনি কি কোন বৃত্তি প্রাপ্ত হন নাই?" বালক প্রত্যুত্তর করিল, "না মহাশয়, তিনি বহুদিন বৃত্তির নিমিত্তে প্রার্থিত ছিলেন কিন্তু অর্থাভাবে তাঁহার গৃহে গমন করিতে হইয়াছে।" শিক্ষক পুনর্ব্বচন প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "আমি অঙ্গীকার করিতেছি তোমার পিতা যাহাতে বৃত্তি প্রাপ্ত হন তাহার নিমিত্ত আমি সম্পূর্ণ চেষ্টিত হইব। এক্ষণে বোধ করি তোমার পিতামাতা এতদ্রূপ দুরবস্থায় পতিত থাকায় তোমার নিজ ব্যয়পোষণার্থে অর্থের অভাব হইতে পারে! তজ্জন্যে এই ত্রিংশৎ মুদ্রা গ্রহণ কর, তাহা রাজার নিকটহইতে আমি তোমাকে প্রদান করিলাম। এবং তোমার পিতার নিমিত্তে আমি বৎসরার্দ্ধের অগ্রিম বৃত্তি প্রদান করিব।"

সেই দীন বালক যে ত্রিশ টাকা প্রাপ্ত হইল তাহা আপনার হস্তে রাখিয়া পুনঃ২ দৃষ্টি করত আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল এবং শিক্ষকের প্রতি সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হে মহাশয়! আপনি পিতার নিকট যে টাকা পাঠাইবেন তাহা কিপ্রকারে প্রেরণ করিবেন।" বালকের এই কথা শ্রবণ করিয়া শিক্ষক কহিলেন, "তাহার নিমিত্তে তোমাকে উদ্বিগ্ন হইতে হইবে না, আমরাই তাহার উপায় করিব।" বালক পুনর্ব্বার কহিল, "হে মহাশয়! আপনি যে টাকা পাঠাইবেন তাহার সহিত এই ত্রিশ টাকাও পাঠাইয়া দিবেন। এখানে অবস্থানকালীন ইহা আমার প্রয়োজনীয় হইবে না, যেহেতু এখানে আমার কোন বিষয়ের অভাব নাই, কিন্তু

এই টাকা প্রাপ্ত হইলে আমার পিতার অনেক উপকার হইবে।" বালকের এতদভিলাষেও শিক্ষক সম্মত হইলেন। এবং সেই সুশীল সন্তান আপন পিতাকে অতি শীঘ্র সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কালযাপন করিতে দেখিয়া অতুলানন্দ প্রাপ্ত হইল।

১৪ পাঠ।

ইংলণ্ড দেশের ইতিহাসহইতে সংগৃহীত (পূর্ব্বানুবৃত্তি) সাকসন্ জাতি—মহাত্ম আলফ্রেড্ নৃপতি।

যে রোমীয় লোকেরা সসাগরা ধরামণ্ডলের বিপুলাংশ অধিকারপূর্ব্বক অধীনগণকে দাসত্বাবস্থায় ও দুর্ব্ব্যবহার বিশেষে জর্জ্জরীভূত করিয়াছিল এবং অধিকৃত দেশে সন্ধি এবং রাজনীতি প্রদর্শন করত বহুকালাবধি একাধিপত্য করিতেছিল, সেই রোমীয়দিগের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইল। সুতরাং রোমান জাতীয়েরা স্বদেশ রক্ষার্থে প্রস্থান করিলে অধিকৃত বৃটন দ্বীপস্থ ব্যক্তিবৃন্দ স্বাধীন হইয়া স্বরাজ্য শাসনে নিযুক্ত হইল। কিন্তু রোমরাজ্যের স্বেচ্ছাচারিত্বের এবং একাধিপত্যের অধম ফল পরতন্ত্র বৃটন দ্বীপস্থ জনগণের মধ্যে যেরূপ যথন্যরূপে প্রকাশ হইল বোধ হয় জগতীতলে তদ্রূপ আর কুত্রাপি ঘটে নাই। ইতিপূর্ব্বে বৃটনদেশীয় ব্যক্তিগণের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্যশালী ও স্বাধীনতার অনুরাগী আর দ্বিতীয় ছিল না। তাহারা

অতি সামান্য অস্ত্রদ্বারা এবং যুদ্ধবিদ্যায় অত্যল্প জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়াও বহুকালাবধি স্বগর্ব্বে গর্ব্বিত রোমানজাতির প্রতিকূলে বিপুল সাহসে সংগ্রাম করত তাহাদিগকে নিবৃত্ত ভাবে রাখিয়াছিল, পরে বহুকাল স্থিরভাবে রোমরাজ্যের বশীভূত হইয়া এতাদৃশ বলবীর্য্যহীন হইল, যে রোমানেরা যৎকালে স্বরাজ্য রক্ষার্থে ব্যগ্র হইয়া স্বীয় সৈন্য-গণকে স্বদেশে লইয়া বৃটনদিগকে পুনঃ স্বাধীনাবস্থায় নিযুক্ত করিল, তৎকালে বীর্য্যহীন বৃটনেরা স্বাধীনতার গুণ হৃদয়ঙ্গম করণে কিম্বা তাহার পরিরক্ষণেও সমর্থ হইল না। বর্ত্তমান স্কটলণ্ডদেশবাসি পিক্ট নামক এক বর্ব্বর জাতি চিরকাল রোমরাজ্যের বৈরি ছিল। রোমীয় লোকেরা ঐ দেশত্যাগ করিলে, তাহারা বৃটনবাসি লোক-দিগের উপর আক্রমন করিল। তাহাতে বৃটনীয়েরা স্বরাজ্য রক্ষণে অক্ষম প্রযুক্ত সাক্সন্ জাতির অধিপতি হেঙ্গিষ্ট এবং হর্ষানামক ভূপাল দ্বয়ের শরণাগত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। প্রাগুক্ত ভূপতিরা অতি শীঘ্র পিক্ট জাতীয় লোকদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক বৃটন দেশহই-তে দূরীকৃত করিলেন। ঐ সুযোগে বৃটন জাতিরা দারুণ শত্রু হস্তহইতে মুক্ত হইয়া ভাবিয়াছিল যে পূর্ব্বোক্ত পরাক্রমশালি যুদ্ধোৎসাহি বান্ধবগণের আশ্রয়ে থাকিয়া এই কালাবধি নিষ্কণ্টকে স্বরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষায় সক্ষম হইবে।

কিন্তু মানব জাতিরা বর্ত্তমান সুখানুভব করত প্রায় ভাবি দুঃখ ভাবনায় নিরস্ত থাকে। পিক্টজাতীয় বর্ব্বর-গণকে পরাজয় করিয়া সাক্সন লোকেরা যে বৃটন্ রাজ্য রক্ষণার্থে আগত হয়, সেই রাজ্যে বহু সৈন্য প্রেরণে প্রবর্ত্ত

হইল। এবং স্বদেশস্থ ব্যক্তিগণকে বৃটনদেশের উর্ব্বরতা ও সুখৈশ্বর্য্যের সংবাদ দিয়া তদ্দেশের ধন হরণার্থে তাহাদিগের নিকটে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিল। এতৎ সংবাদ প্রাপ্ত হওত সহস্রং ব্যক্তিনিকরে লোকারণ্য হইয়া বৃটনদেশে আগত হইল এবং বৃটনেরা সর্ব্বদিগে আক্রান্ত হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধকার্য্যে অক্ষম জানিয়া, করণওয়াল, ওয়েলস্, এবং কম্বরলণ্ডাদি পর্ব্বতীয় প্রদেশে প্রস্থানপূর্ব্বক তত্তৎ স্থানে স্বাধীন হইয়া কালযাপন করিতে লাগিল।

অপর সাক্সনেরা বৃটনদেশের অধিপতি হইয়া বিখ্যাত হেপটার্কি অর্থাৎ সপ্ত রাজ্য স্থাপন করিল। এবং সেই সপ্ত রাজ্যের অধিরাজগণের মধ্যে অতি শীঘ্র বিবাদ বিসম্বাদ এবং ঘোরতর তুমুল যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। বহুবিধ রাজ্যবিপ্লবের পরে প্রাগুক্ত সপ্ত রাজ্য মহাত্মা আলফ্রেড্ নৃপতির পিতামহ এগবর্ট রাজার বীর্য্যবলে এবং নীতিজ্ঞান প্রয়োগ কৌশলে এক রাজ্য হইয়াছিল। জ্ঞানোপার্জ্জনের যে কি ফল তদ্বিষয় এই আলফ্রেড্ নৃপনন্দনের ইতিহাসই এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহার আয়ু চরিত্রে কিছু মাত্র দোষ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। দ্বাদশবর্ষ বয়ক্রমকালেও তাঁহার বর্ণপরিচয় হয় নাই, তিনি প্রথমে যৎকালে পুস্তক পাঠে উৎসুক হন তৎকালিক এক পরম হিতজনক আখ্যায়িকা কথিতা আছে। আলফ্রেডের জননী কোন সময়ে আপন সন্তানগণকে নানাবর্ণে সুশোভিত অত্যুৎকৃষ্ট এক খানি পুস্তক দেখাইলেন, তাহাতে বালকগণ হৃষ্টচিত্ত হইল দেখিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে তোমারদের মধ্যে যে প্রথমে

এই পুস্তক পাঠ করিতে পারক হইবে তাহাকেই ইহা প্রদান করিব। আলফ্রেড্ যদিচ সর্ব্বকনিষ্ঠ তথাপি এইরূপ প্রতিজ্ঞা শুনে ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে পুরস্কার লাভের উদ্যোগ করিলেন। [illegible] অতি শীঘ্র একজন শিক্ষক মনোনীত করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যে তাঁহার মাতৃদত্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করত অঙ্গীকৃত পুরস্কার লাভের পাত্র হইলেন।

যুবরাজ আলফ্রেড রাজসিংহাসনে উপবেশনপূর্ব্বক অতিশীঘ্র ঘোরতর বিপদার্ণবে পতিত হইলেন তাহাতেই তাঁহার বুদ্ধিবলের বিপুল পরীক্ষা হইয়াছিল। বল্‌টিক সমুদ্রের কূলকচ্ছ হইতে একদল মহা দুর্দ্ধর্ষ বিপুল বলশালি দেনামার জাতীয় সাগরতস্কর বৃটনদ্বীপে আগত হইয়া অনেকবার ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত করিল। উক্ত [illegible] সমরক্ষেত্রে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একজন কৃষকের আলয়ে আশ্রয় লইলেন। কথিত আছে যে তথায় এক দিন কৃষকপত্নী কিঞ্চিৎ পিষ্টক পাক সময়ে তাঁহার উচ্চকুলোদ্ভবতার বিষয় অজ্ঞাতপ্রযুক্ত তাঁহাকে দেখিতে বলিয়া কার্য্যান্তরে গমন করে। তৎকালে নৃপতনয় কোন গুরুতর কার্য্যের ভাবনায় মন নিমগ্ন করিয়াছিলেন তজ্জন্যে কৃষক-পত্নীর কথা বিস্মৃত হওয়াতে সমস্ত মিষ্টান্ন দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। কৃষক গৃহিণী আগত মাত্র সমস্ত দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে দৃষ্টি করিয়া মহাক্রোধে নৃপতিকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিল, "তুমি আমার

গরম পিঠে খেতে এত ভালবাস, তা কি একটু দেখিতেও পার না।” এইরূপ শ্রুতি আছে যে মহারাজ আলফ্রেড স্বীয় সৌভাগ্যের উন্নতিকালে এই ডেনকস নামক কৃষিজীবিকে শাস্ত্রবিদ্যোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি দিয়া উইন্চেষ্টর নগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

১৫ পাঠ।

ইংলণ্ড দেশের ইতিহাসহইতে সংগৃহীত। মহাত্ম আলফ্রেডের বিষয়।

ক্রমেতে আলফ্রেড় নৃপতি স্বীয় সৈন্যগণকে পুনর্ব্বার সমবেত করত বিপক্ষ সেনামারিদিগের প্রতিকূলে অলক্ষিত সময়ে পুনঃ২ আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ও বিপক্ষ সৈন্যদিগের অবস্থা দর্শনার্থে বীণাবাদকের বেশ ধারণ করিয়া তাহাদিগের শিবিরমধ্যে অকুতোভয়ে প্রবেশ করিলেন সেনামারিদিগের শিবিরমধ্যে এতদ্রূপ ছদ্মবেশ ধারণ করত বিপক্ষ নৃপতি প্রবেশ করিয়াছেন তাহা কেহ সন্দেহ করিল না, সুতরাং তিনি নিঃশঙ্ক হইয়া শত্রুদিগের অরক্ষিতাবস্থা দর্শন পুরঃসর প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় অমাত্য কুলীনবর্গকে আহ্বান করিলেন, তাহারা অতিশয় উৎসাহান্বিত হইয়া পুনর্ব্বার মিলিত হইল ও অজ্ঞাতবাসের বিষয় অজ্ঞাত থাকায় যে নৃপতির মরণ স্থির করিয়াছিল, পুনর্ব্বার সেই ভূপালকে দর্শন করিয়া আনন্দ ধ্বনি করত তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্যের বিপুল প্রশং[illegible]

করিতে লাগিল। এই সমস্ত অমাত্যগণ সহিত যুদ্ধাস্ত্র ধারণ করিয়া আল্‌ফ্রেড নৃপতি রণসজ্জা করত দেনামারদিগের শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেনামারেরা বিপক্ষ নৃপতিকে হঠাৎ সসৈন্য দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল, বল পরীক্ষায় সক্ষম হইল না। আল্‌ফ্রেড তাহাদিগকে অতি সহজেই পরাজয় করিলেন কিন্তু স্বীয় শৌর্য্য বীর্য্যের ন্যায় ঔদার্য্য স্বভাব থাকাতে পরাভূত অরিগণের প্রাণ দণ্ড না করিয়া কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা লাভ করণার্থে ভূমি দান করিয়াছিলেন।

এইরূপে শত্রুদমনে কৃতকার্য্য হইয়া আল্‌ফ্রেড্ নৃপতি স্বরাজ্য শাসনার্থে বিচারালয় ও যুদ্ধসম্বন্ধীয় সুনিয়ম স্থাপনপূর্ব্বক প্রজাগণের মনোমধ্যে কর্ম্মশীলতা ও সুবিচারের প্রভা উদয় করিয়া দিয়াছিলেন। দেনামারদিগের আক্রমণে স্বীয় অধিকারমধ্যে যেরূপ দারুণ বিপদ ঘটিয়াছিল পরিণামে তদ্রূপ বিপদ নিবারণার্থে উপযুক্ত উপায় করিয়াছিলেন। দেনামারেরা যে সমস্ত নগর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়াছিল তিনি সেই সকল পুনর্নির্ম্মাণ করাইলেন, ও রাজ্যরক্ষার্থ স্থানে২ প্রয়োজনীয় সৈন্য স্থাপন করিলেন। চতুর্দ্দিগে জলবেষ্টিত দ্বীপমণ্ডলের অর্ণবযানই প্রকৃত পরিরক্ষক বিবেচনায়, কতক গুলি সমুদ্রপোত প্রস্তুত করিয়া তৎসহকারে দেনামারদিগের স্বদেশে উপস্থিত হইয়া সম্মুখযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সেই সমস্ত অর্ণবপোত সমুদ্রজল আচ্ছন্ন করিয়া গিয়াছিল তাহাতেই ইংরাজদিগের সমুদ্রাধিপতি বলিয়া যে সুখ্যাতি আছে তদবধি সেই সম্ভ্রান্ত নামের সৃষ্টি হইল।

এইরূপে আল্‌ফ্রেড্‌ রাজ স্বীয় রাজ্যের বৈরিশঙ্কা নিবারণার্থ উপায় করিলেন। তাহাতেই ঐ মহাত্মার শৌর্য্য বীর্য্যের বিশেষ গুণ সুপ্রকাশ হইল বটে কিন্তু তাঁহার অন্যান্য কার্য্যের ও গুণরাশির সহিত তুলনা করিলে ইহা অতি সামান্য জ্ঞান হইয়া থাকে। ব্যাবস্থা স্থাপন শিল্পবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রানুশীলন বিষয়ে তাঁহার যেরূপ উৎসাহ ছিল তাহা পাঠকবৃন্দের বিশেষ মনোযোগের যোগ্য। তিনি প্রজাবর্গের প্রতি সুবিচার নিমিত্তে পূর্ব স্থাপিত ব্যাবস্থাসকল সংশোধনপূর্ব্বক নূতন ব্যাবস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বীয় রাজ্য নানা খণ্ডে বিভাগ করত প্রত্যেক খণ্ডে সুবিজ্ঞ সত্যবাদি ব্যক্তিগণকে বিচারপতি পদে নিযুক্ত করিয়া দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিয়াছিলেন। বিদ্যানুশীলন পক্ষে বিশেষ উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে তিনি জ্ঞানহীন বালকবৃন্দের শিক্ষাহেতু বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, ব্যাবস্থা প্রচার করিয়া নিষ্কর ভূম্যধিকারিগণের প্রতি স্বীয়২ অবোধ বালকগণকে ঐ বিদ্যালয়ে প্রেরণাজ্ঞা করিয়াছিলেন। যাহারা বিদ্যানুশীলনে অবিরত রত থাকিয়া বিশিষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হইত তাহাদিগকে উচ্চ পদাভিষিক্ত করত তদ্রূপ উৎসাহ প্রদান করিতেন। বিদ্যানুশীলনে ঐ গুণালঙ্কৃত মহাত্মার যত্ন বিশেষ সফল হইয়াছিল, কেননা যদিচ তিনি নানা বিধ বাহুল্য কার্য্যে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিতেন, ও জলে প্রায় ষষ্ঠ পঞ্চাশৎবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি অল্প কাল মধ্যে এই সুবিখ্যাত রণজয়ী বীর ও ব্যবস্থাপক স্বীয় অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে বিদ্যাবান হইয়া এতদ অধিক গ্রন্থ লিখনে ও অনুবাদ করণে সক্ষম

যে অতি সৌভাগ্যের কালে বিদ্যানুশীলনার্থে অবিচ্ছেদে রত হইয়াও বিদ্যাকাঙ্ক্ষি জনগণ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। আপনার প্রজাগণের মনোমধ্যে জ্ঞান লাভ লালসা সঞ্চারার্থে ও সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সৎকর্ম্ম সাধনে রত রাখিবার নিমিত্তে উপদেশদায়ক নানাবিধ গল্প এবং কাব্যগ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন। যে সমস্ত শিল্প কার্য্যে রাজ্যের উন্নতি সম্ভবে তাহাও প্রচার করিতে ত্রুটি করেন নাই, অপিচ শিল্পিগণকে যথোচিত পুরস্কার প্রদানে উৎসাহান্বিত করিতেন। নানাদিগ্‌দেশীয় যে সমস্ত জ্ঞানি ভূপালগণ স্বীয়২ বিদ্যা বুদ্ধি নম্র-শীলতাদি গুণপ্রযুক্ত ইতিহাসের অলঙ্কারস্বরূপ শোভ-নীয় হইয়াছেন তন্মধ্যে আল্‌ফ্রেড নরপতি বিক্রম অসাধারণ গুণবিশিষ্ট। তিনি স্বীয় শৌর্য্য বীর্য্যপ্রভাবে এই ভূমণ্ডল আপন যশোরাশির সৌরভে পরিপূর্ণ করিয়া একোনবিংশতি বৎসরপর্য্যন্ত রাজ্য করণানন্তর পরলোক প্রাপ্ত হইলে তৎপুত্র এডওয়ার্ড ইংলণ্ডদেশের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর আল্‌ফ্রেড রাজের বংশোদ্ভব নৃপতিগণ তদ্দেশের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া শত বৎ-সরপর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে দেনামার জাতীয় কেন্যুট নৃপতি ঘোরতর তুমুল সংগ্রামে ইংরাজদিগকে পরাভব করিয়া ইংলণ্ডদেশ পরাক্রমপূর্ব্বক অধিকার করিলেন।

---

১৬ পাঠ।

তিমি মৎস্য।

আমরা যে সমস্ত প্রাণী পুঞ্জের যথার্থ তত্ত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছি তন্মধ্যে তিমি অতি সুদীর্ঘ প্রকাণ্ড মৎস্য। তাহার দীর্ঘতা ৪০ কিম্বা ৫০ হস্ত, উভয়পার্শ্বে ৫ কিম্বা ৬ হাত লম্বা ডানা আছে তাহা একপ্রকার বাহু বলিলেও বলা যায়। তাহার লাঙ্গুল প্রায় ১৬ হস্ত দীর্ঘ সর্ব্বদা নীরোপরি ভাসমান থাকে তদাঘাতে ভয়ঙ্কর শব্দ হয়। তাহার বদন প্রায় ১৪ হাত দীর্ঘ তদুপরি সুদীর্ঘ অস্থিসকল ঝালরের ন্যায় সুশোভিত আছে, তাহাতে যে সমস্ত ক্ষুদ্র২ কীট পতঙ্গ পতিত হয় তিমি তাহা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বৃষনেত্রের ন্যায় তাহার নেত্র, চতুষ্পদ প্রাণিগণের ন্যায় তচ্চক্ষে পক্ষ এবং পাতা আছে। প্রায় সকল মৎস্যের শোণিত শীতল কিন্তু এই মীন উষ্ণ শোণিতবিশিষ্ট। তাহার মস্তকোপরি ক্ষুদ্র২ ছিদ্র অর্থাৎ বায়ুপথ আছে, তদ্দ্বারা ঐ মৎস্য নিশ্বাস প্রশ্বাস করিয়া থাকে। তিমি মৎস্যশাবক প্রসব করত সেই সদ্যোজাত বৎসকে স্তন্যদুগ্ধ পান করায়, তাহার শরীরে ১০ বা ১২ অঙ্গুলি গাঢ় মাংসপ্রভব ধাতু (মেদ) আছে তাহাতে তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই কারণ ঐ মৎস্য বহুমূল্যে বিক্রীত হয়। গ্রীনলণ্ডদেশীয় ধীবরগণ তিমি মৎস্য ধারণার্থ অধিক কালক্ষেপণ করে। তিমি মৎস্য শঙ্কাপ্রাপ্ত না হয়, এই নিমিত্তে তাহারা ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উত্তম পরিষ্কার পরিচ্ছদ পরিধান করে, পরে ৫০ জন ব্যক্তি একত্র হইয়া বৃহৎ তরী আরোহণপূর্ব্বক মৎস্যধারণে প্রবৃত্ত হয়। পয়োধি নীরে ভাসমান তিমি দর্শন করিয়া ধীবরগণ অনতিবিলম্বে তদুপরি নির্ঘাতরূপে টেঁটা নিক্ষেপ করিয়া থাকে। টেঁটা বৃহৎ মৎস্য ধারণের নিমিত্তে একপ্রকার

অস্ত্র বিশেষ, তাহার এক দেশে চর্ম্ম বন্ধনিদ্বারা শীলমৎ-স্যের মাংসখণ্ড সংযুক্ত থাকে। ঐ টেঁটার প্রান্তভাগে বায়ুপূর্ণ শীলমৎস্যের চর্ম্মনির্ম্মিত থলে থাকে, তদ্দ্বারা ঐ মীন জলোপরি ভাসমান হয়। শরাঘাতে জর্জ্জ-রীভূত ও ক্লান্ত হইয়া যে সময়ে ঐ মৎস্য নিশ্বাস পরি-ত্যাগার্থ শরীর উত্তোলন করে সেইকালে ধীবরগণ পুন-র্ব্বার বর্শাদির আঘাত করত তাহার জীবনান্তের চেষ্টা করে। তদনন্তর ধীবরগণ জলোপরি পতিত হইয়া মৃত মীন শরীরস্থ ঘন মেধ ছেদন করত গ্রহণ করিয়া নৌকা-রোহণ করিলে পর অবশিষ্ট দেহ গভীর নীরে নিমগ্ন হইয়া সকলের নেত্রপথের অগোচর হয়।

ইংলণ্ডীয় ধীবরগণের তিমি মৎস্য ধারণ প্রথা অন্য প্রকার। প্রত্যেক জাহাজে ছয় কিম্বা সাত খানি ক্ষুদ্র তরণী আবদ্ধ থাকে, নৌকাস্থিত সকল ব্যক্তি একবাক্য হইয়া ঐ মৎস্য ধারণ করে। প্রত্যেক তরী আরোহি ধীবরগণের হস্তে তিন চারি সহস্র হস্ত সুদীর্ঘ রজ্জু সং-যুক্ত এক তেকালা নামক অস্ত্র থাকে। তাহারা তিমি মৎস্য দর্শন করিলে তন্নিকটবর্ত্তী হইয়া সুতীক্ষ্ণ টেঁটা নিক্ষেপ করত তাহার পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ করে। তদাঘাতে ব্যাকুল হইয়া ঐ মৎস্য অতিবেগে গভীর সলিলে প্রবিষ্ট হয়। সেই সময়ে ঐ টেঁটাসংযুক্ত রজ্জু অনর্গল স্থিরভাবে ছাড়িবার নিমিত্তে ধীবরগণের অত্যন্ত সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ যদি ঐ রজ্জু মুহূর্ত্তকাল ত্যাগ করিতে বি-লম্ব কিম্বা ব্যাঘাত ঘটে তাহা হইলে একেবারে জাহাজ সুদ্ধ সমস্ত লোককে জলনিমগ্ন হইতে হয়। আহত তিমি প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা গভীর নীরে প্রবিষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার

যখন নিশ্বাস পরিত্যাগার্থে তরঙ্গের উপরে ভাসমান হয় সেই কালে পোতস্থিত ধীবরেরা এককালে তাহাকে আ-ক্রমণ করত সুতীক্ষ্ণ বর্ষাদি আঘাত করে, তাহাতে ঐ মৎ-স্যের ক্ষতাঙ্গ ও বায়ু প্রসারণের দ্বার দিয়া অপর্য্যাপ্ত শোণিত ধারা নির্গত হয়, ঐ রক্ত জলের সহিত মিশ্রিত হইলে বহু দূরপর্য্যন্ত লোহিত বর্ণ হইয়া থাকে। ক্রমেতে ঐ বৃহৎ মৎস্য আঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়া দেহাবসানকালে বিশাল লাঙ্গুল ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া তরঙ্গোপরি আঘাত করে। তাহার উচ্চ শব্দ বহু ক্রোশান্তরস্থ ব্যক্তিগণের শ্রবণপথে প্রবিষ্ট হয়। পরিশেষে উক্ত মৎস্য সম্পূর্ণ ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইলে অধোপৃষ্ঠ হইয়া জলোপরি প্রাণ ত্যাগ করে।

তিমি মৎস্য অতি সুধীর এবং অহিংস্রক। তাহাদিগের পরস্পর প্রণয় প্রতীতি এবং স্বীয় সন্তানগণের প্রতি এতাদৃশ অধিক স্নেহ যে লোকেরা তৎকথা সহজে প্রত্যয় করে না, তাহাদিগের প্রণয় কার্য্যের বহুতর উপাখ্যান নানা গ্রন্থে প্রকটিত আছে। কোনং সময়ে ঐ মীন স্বীয় সঙ্গিগণের জীবন নাশে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয় জীবনে তাচ্ছল্য করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করণার্থে অরিহস্তে পতিত হইয়াছে। অনেক সময়ে ইংরাজ জাতীয় ধীবরগণ প্রথমতঃ ঐ মীনের শাবকগণের প্রতি আক্রমণ করিলে ঐ মৎস্য স্বীয় সন্তান রক্ষণার্থে আগমন করিয়া শত্রু হস্তে পতিত হওত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। হে পাঠকবর্গ! দেখ আমরা সামান্য প্রাণিহইতে কত বাহুল্য জ্ঞান পাইতে পারি।

১৭ পাঠ।

ইংলণ্ডদেশের ইতিহাসহইতে সংগৃহীত। দেনামার জাতি—কেনুট্ নৃপতি—হেষ্টিংসনগরের যুদ্ধ।

কেনুট নৃপতি ইংলণ্ডদেশের রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডীয় প্রজাগণকে দেনামার রাজ্যের পরতন্ত্রে বশবর্ত্তি করণার্থে প্রকৃত দূরদর্শি রাজকুমারের ন্যায় সুবিচার প্রচার করিতে লাগিলেন। বিচার নিষ্পত্তি কালে দেনামার কিম্বা ইংরাজ বোধে কিছুমাত্র ইতর বিশেষ না করিয়া যাহাতে সকল প্রজার ধন জীবন রক্ষিত হয় এমত ব্যবস্থাসকল স্থাপন করিতে যত্নবান হইলেন। বোধ হয় সুইডন দেশ সমরজয়ী হইয়া ও সম্রাজা সেন্ট ওলাওস ভূপালকে রাজ্যচ্যুত ও দেশান্তরিত করত নরওয়ে রাজ্য অধিকার করিয়া কেনুট নৃপতির সর্ব্বাভিলাষ পূর্ণ হইয়াছিল, কারণ তৎকালাবধি তিনি পররাজ্য জয় করণের সর্ব্ব বাসনা পরিত্যাগ করিয়া ঐহিকের সুখসম্ভোগে ও ধন জন গৌরবের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ মনুষ্যগণের লৌকিক সুখৈশ্বর্য্যভোগ মানসিক সন্তোষের যেরূপ তৃষা বলবতী থাকে পরিণামে সেই তৃষা নিবারিত না হইয়া ধনৈশ্বর্য্যের প্রতি বিতৃষ্ণাই তাহার অখণ্ডনীয় ফলস্বরূপ হয়। বিশেষতঃ ঐহিক সুখসম্ভোগ সময়ে সুবিচার সারল্যাদি প্রকাশজন্য বহু আয়াস স্বীকার করিতে হয় ইহাই ঐশ্বর্য্যসুখের দ্বিতীয় ফল বলিতে হইবে। অখিল রাজ্যাধিপতি কেনুট্ নৃপতি ইংলণ্ড দেনামার নরওয়ে রাজ্যের সম্রাট হইয়াও অতুলৈশ্বর্য্য সম্ভোগকালে সুখ ভোগে

এতাদৃশ বিরক্তচিত্ত হইয়াছিলেন যে সভাসদ্‌গণ তাঁহার অতুল্য ক্ষমতা ও সুখৈশ্বর্য্যের বর্ণন করত তাঁহার অসাধ্য কার্য্য জগতীতলে দৃষ্ট হয় না এইরূপ উক্তি প্রকাশ করাতে তিনি তাহাদিগকে কার্য্যছলে লজ্জা প্রদান করিয়াছিলেন; সভ্যগণের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া তিনি সাগরতীরে এক খানি আসন আনিতে আদেশ করিলেন, আসনে অধ্যাসীন হইয়া অতুল রাজ্য সম্ভূত প্রতাপভরে সমুদ্রের প্রতি এইরূপ রাজাজ্ঞা প্রদান করত কহিতে লাগিলেন "ওরে সমুদ্র! আমার সভাসদেরা বলিতেছেন তোর উপর আমার কর্ত্তৃত্ব আছে তুই আমার রাজ্যাধীন, আমি যে স্থানে উপবেশন করিয়া আছি তাহাও আমার অধিকার ভূমি অতএব আমি তোকে আজ্ঞা করিতেছি, আর অধিক উপরে আসিস না, রেরে অকূল সাগর তোর অধিপতির পা তুই আর্দ্র করিতে সাহস করিস্ না!" নৃপতি, সাগরজল যে ঊর্দ্ধে উঠিবে তাহা যেন অজ্ঞাত আছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করত সমুদ্রের নিকট বশীভূততার অপেক্ষা করিয়া কিঞ্চিৎকাল বসিয়া রহিলেন। কিন্তু পয়োনিধি স্বীয় উত্তাল তরঙ্গাবলি সঙ্কুল প্রবল প্রবাহ বেগে ঊর্দ্ধোন্নত হইয়া তন্নিকটে আগত হইলে ক্রমে যখন তাঁহার পদদ্বয় জলাভিষিক্ত হইতে লাগিল তখন তিনি সভ্যগণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সভ্যগণ ইহ জগতীতলে সমস্ত লোকই দুর্ব্বল শক্তিবিহীন, কেবল সেই ভূতভাবন পুরুষোত্তমেতেই সেই শক্তি আবির্ভূতা আছে, এই প্রপঞ্চ ভূতগ্রাম যাহার হস্তাধীন, তিনিই কেবল সমুদ্রের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা করিতে পারেন;—"ওরে সমুদ্র! তুই কেবল এই পর্য্যন্ত আসিবি, ইহার অধিক আসিস্ না।"

কেনুট নৃপতি মর্ত্তলীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার তিন পুত্র রাজ্যেশ্বর হইলেন। তাঁহাদিগের দেহাবসানে ইংরাজ জাতিরা দেনামার রাজ্যের অধীনতা হইতে মুক্ত হইল। সাকসনজাতীয় এডওয়ার্ড কনফেসরনামা নরপাল রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তাঁহার লোকান্তর হইলে তদীয় জ্ঞাতিপুত্র সাকসন্ জাতীয় উচ্চকুলোদ্ভব হেরাল্ডনামক এক ব্যক্তি ইংলণ্ড রাজ্য গ্রহণার্থে নরমাণ্ডি প্রদেশের প্রধানাধ্যক্ষ উইলিয়মের সহিত দারুণ বিরোধ উপস্থিত করিলেন। উইলিয়ম ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬০,০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে পোতারোহণে ইংলণ্ডদ্বীপে উত্তীর্ণ হইলে হেরাল্ডের পক্ষ সৈন্যব্যূহ সহ হেষ্টিংস নগরে সাক্ষাৎ হইল, উভয় পক্ষে অপর্য্যাপ্ত সৈন্যক্ষয়ে বহুক্ষণপর্য্যন্ত যুদ্ধ হইল। অবশেষে হেরাল্ড যৎকালে চতুরঙ্গিণী সৈন্যদল লইয়া পতাকা রক্ষণে দৃঢ়ব্রত হওত অতুল সাহসে যুদ্ধোৎসবে নিযুক্ত আছেন এমত সময়ে বিপক্ষ পক্ষের নিষ্ঠুর শরাঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি ধরাশায়ী হইয়া দুরন্তকালের বশীভূত হইলেন, সমরকুশল দুই সহোদরও রঙ্গভূমিতে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে ইংরাজপক্ষ সৈন্যগণ নায়কহীন হইয়া ভগ্নোৎসাহে চতুর্দিগে ছত্রভঙ্গ হইলে সমরজয়ি নরমানেরা অসঙ্খ্য সৈন্য সংহার করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্ধাবমান হইল।

এইরূপে হেষ্টিংসনগরের যুদ্ধ ব্যাপারে ইংলণ্ড দেশে এঙ্গ্লো সাকসন্ রাজ্যের অবসান হইল। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষ যোদ্ধাগণ মধ্যে যেরূপ অপরিসীম শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ হইল তাহা ইংলণ্ডের ন্যায় বৃহদ্রাজ্যের অধিপতিগণের ভাগ্য নির্ণয়ের উপযুক্ত বটে।

১৮ পাঠ।

শিশু শিক্ষালয়।

পঞ্চম ও চতুর্থ বর্ষীয় দুই সহোদর এক দিন প্রাতঃকালে নিয়মিত কাল উত্তীর্ণ হইলে বিদ্যালয়ে আগত হইল, তজ্জন্যে তাহাদের শিক্ষক কহিলেন যদ্যপি তোমারদিগের কাল বিলম্বের কারণ বলিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মনস্তুষ্টি করিতে পার তবে তোমরা বিনা তিরস্কারে আসনে উপবেশন করিতে পারিবা। ঐ বালকদ্বয় কহিল, "আমরা আসিতেং একটা কীটের অঙ্গচালনা দেখিতেছিলাম, আমরা দেখিলাম সেই কীট আমাদিগের সম্মুখদিয়া যাইবার সময় কতপ্রকারে শারীরিক অবস্থার ভাবান্তার করত যাইতে লাগিল, কখন তীর্য্যগ্‌ভাবে কখন সরল রেখায় কখন বক্রভাবে শেষে ঈষদ্বক্র হইয়া একটা বৃক্ষের উপরে উত্থিত হইল।" শিক্ষক তাহাদিগকে হঠাৎ অমনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তোমরা সেটাকে হত্যা করিলে না।" ইহাতে সুকুমারগণ নিরব হইয়া চারিদিগে দৃষ্টি করিতে লাগিল তদ্দৃষ্টে শিক্ষক কহিলেন, তোমরা কি তাহাকে হত্যা করিতে পারিতা। বালকেরা কহিল, "হাঁ, কিন্তু তাহা নিষ্ঠুরের কর্ম্ম হইত সে অতি দুষ্কর্ম্ম তাহাতে পাপ হয়।" নীতিজ্ঞ বালকদ্বয় এই কথা কহিবামাত্র সকল বালকের সন্তোষবচনে দোষহইতে মুক্ত হইল। তাহারা নিতান্ত বালক হইয়া যেরূপ দয়ার স্বভাব ব্যক্ত করিল তদ্রূপ যদ্যপি বালক মণ্ডলীতে সাধারণ হয় তবে এক বংশের পরেই ফৌজদারি আইনের এক বৃহৎ খণ্ড কেবল অকর্ম্মণ্য কাগজ রাশিমাত্র হইবে, সন্দেহ নাই।

একদা ক্রীড়াভূমিতে বহুকালপতিত মালিন্যযুক্ত ছত্রপূর্ণ একটা পয়সা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। সেই পয়-সার অধিকারী কে জানিবার নিমিত্তে শিক্ষক তাহা উত্তোলন করিয়া সকলের দৃষ্টিপথে ধারণ করিলেন, কিন্তু কেহ তাহা দাবি করিল না শিক্ষক কহিলেন, "ইহা লইয়া কি করিব।" তাহাতে বালকেরা পুনঃপুনঃ কহিতে লা-গিল, "মহাশয় তাহা রাখিয়া দিউন। মহাশয় তাহা রা-খিয়া দিউন।" শিক্ষক কহিলেন, "আমি ইহা কি নি-মিত্তে রাখিব। ইহাতে তোমাদের যেরূপ স্বত্ত্ব নাই আ-মারও তো সেইরূপ নাই।" এই কথায় বালকেরা ঘোর বিপত্তিতে পতিত হইল, অবশেষ চতুর্থ বর্ষীয়া এক ক্ষুদ্র বা-লিকা দণ্ডায়মান হইয়া কহিল ইহা দীন লোকের দানীয় পাত্রে রাখিয়া দিউন। এই সকরুণ বাক্যে অনেক বালকেই এককালে সম্মতি বাক্য প্রকাশ করাতে শিক্ষক সকলকে হস্তোত্তোলন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিতে কহি-বায়, তৎক্ষণাৎ বিদ্যালয়ের সকল বালক হস্ত উত্তোলন করিয়া সম্মতি চিহ্ন ব্যক্ত করিল। কোনং বালক নিশ্চয় সম্মতি প্রকাশার্থ দুই হস্ত উত্তোলন করিল। তাহাতে সেই পয়সা ভিক্ষার পাত্রে রাখিবার সময়ে বালক-গণের মহা উৎসাহ এবং আনন্দ প্রকাশ হইয়াছিল।

প্রাগুক্ত শিক্ষক বালকগণের নিকট এক দিন এইরূপ গল্প করিয়াছিলেন যে আমি অদ্য কোন বালক বালিকার জীবিকার উপায় করণার্থে নিযুক্ত ছিলাম, তাহারা উভ-য়েই পিতৃমাতৃহীন অতিদীন, বালকের সপ্তম বর্ষ বয়ক্রম-প্রযুক্ত সে শিশু শিক্ষালয়ে বিদ্যা শিক্ষার্থে নিযুক্ত হইবার যোগ্য নহে; কিন্তু কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তিরা তাহার

ভরণপোষণার্থে উদ্যোগী আছেন। এই কথা বলিয়া শিক্ষক প্রাগুক্ত বালিকার দুঃখে স্বীয় ছাত্রগণের আন্তরিক কারুণ্য জন্মে কি না তাহা জ্ঞাতার্থে নিরব হইলেন। শিক্ষকের এই প্রত্যাশা বিফলা হইল না। কারণ বালকবৃন্দ তৎক্ষণাৎ অতি সুকোমলস্বরে বলিতে লাগিল যে মহাশয় তাঁহারা বালিকার নিমিত্তেও কেন উদ্যোগী হইলেন না। শিক্ষক প্রতিবচন প্রদান করিয়া কহিলেন ঐ বালিকা শিশুশিক্ষালয়ে গৃহীতা হইবে, আমরা স্ত্রীপুরুষে তাহাকে প্রতিপালন করিব। এই কথা শুনিয়া বালক সকল আনন্দিত হইয়া প্রশংসা ধ্বনি করিতে লাগিল।

১৯ পাঠ।

ইংলণ্ডদেশের ইতিহাসহইতে সংগৃহীত।

নরমান্ জাতির বিবরণ।

সমরজয়ী উপাধি প্রাপ্ত উলিয়ম নৃপতি রাজসিংহাসনে অধ্যাসীন হইয়া সাকসন্দিগকে পীড়ন করত স্বকীয় রাজ্যপদবি কুব্যবহারে কলঙ্কিত করিলেন। তিনি সেই সাকসন্দিগের অতি নীচসম দাসত্বাবস্থা করিয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁহার প্রগাঢ় বুদ্ধির প্রমাণসূচক একমাত্র মহৎকার্য্যে তদীয় রাজ্যশাসন সকল লোকের স্মরণীয় হইয়াছে। তিনি ইংলণ্ড দেশের সমুদায় ভূমির সাকল্য পরিমাণ ও তৎসহ প্রতি প্রদেশের সীমামধ্যে যত ভূমি ভুক্ত আছে তাহার স্বামিকগণের নাম, করাদান পদ্ধতি ও ভূমির মূল্য নিরূপিত করিয়াছিলেন। অপিচ তন্মধ্যে

যে সকল শস্যক্ষেত্র, তৃণক্ষেত্র, অরণ্য, ও পতিত ভূমি ভুক্ত ছিল তাহার নিরূপণ ও তন্মধ্যে যে সকল প্রজা ও কুটীর স্থাপিত ছিল তাহার সঙ্খ্যা স্থির করিয়াছিলেন। অশ্বহইতে প্রপতনে উলিয়ম রাজের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র উলিয়ম রুফস্ রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইলেন। তিনি অতি অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাপ্রভুত্ব-কারী ছিলেন। তাঁহার পিতা উলিয়ম নৃপতি মৃগয়া কানন প্রস্তুতার্থে হেমসিয়ার প্রদেশের অধিকাংশ অরণ্যময় করিয়াছিলেন। যুবরাজ উলিয়ম সেই পিতৃ নির্ম্মিত নব কাননে গুলির আঘাতে পঞ্চত্ব পাইলেন। সমরজয়ীর জ্যেষ্ঠ পুত্র রবর্ট অতি সরলচিত্ত এবং অলস ছিলেন, এই কারণে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর প্রথম হেনিরি ভ্রাতৃ দোষের সুযোগ পাইয়া স্বীয় বলে রাজমুকুট ধারণ করিলেন। এবং রাজ্য সম্পদ হরণ করত প্রকৃত রাজ্যাধিকারি রবর্ট রাজকে সিংহাসন চ্যুত করিয়া কারাবাসে বাস করাইলেন। রবর্ট রাজকুমার সপ্তবিংশতি বৎসর কারদিফ্নামক দুর্গমধ্যে বাস করিয়া কৃতান্তের গ্রাসে পতিত হইলেন। এই নির্দয় আচরণের দণ্ডফল তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর প্রথম হেনিরির অচিরেই প্রাপ্ত হইল। মহারাজের এক মাত্র পুত্র উলিয়ম যুবরাজ নরমাণ্ডি প্রদেশহইতে সমবয়স্ক ১৫০ জন যুবকের সহিত পোতারোহণে সাগর পার হইয়া ইংলণ্ডদ্বীপে আসিতেছিলেন। সমুদ্রমধ্যে প্রস্তরাঘাতে অর্ণবপোত ভঙ্গ হইবায় সকলেই জলমগ্ন হইয়া গেলেন। কিন্তু রাজপুত্রের জীবন রক্ষার সম্ভাবনা ছিল, কারণ জাহাজ ভঙ্গ সময়ে তিনি অন্য এক খানি ক্ষুদ্র তরীতে গৃহীত হয়েন। কিন্তু স্বীয় বৈমাতৃ ভগিনী এদীলানাম্নী রাজবালিকার রোদনস্বর শ্রবণপথে

প্রবিষ্ট হইবায় তাঁহার স্বাভাবিক দয়ার্দ্রচিত্তে কারুণ্য রস সঞ্চিত হইল। এবং যুবরাজ রাজদুহিতার উদ্ধারার্থে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু জলে পতিত বহু সঙ্খ্যক ব্যক্তিবৃন্দ সেই ক্ষুদ্র নৌকায় আরূঢ় হইবার উদ্যম করিলে তরীসহ সকল লোকেই জল নিমগ্নে বিনষ্ট হইল। সেই দিনাবধি পুত্রশোকে হেনিরি রাজের আস্য কদা হাস্য প্রফুল্ল দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহার মৃত্যু হইলে ব্লোনগরীর কাউণ্ট ষ্টিফেননামক এক ব্যক্তি রাজ-সিংহাসন আক্রমণ করিলেন। দ্বাবিংশতি বৎসর তিনি স্ব রাজ্যস্থিত প্রজা-বর্গের সহিত যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়া অসঙ্খ্য সৈন্যের প্রাণাহুতি প্রদান করত লোকান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে প্লাণ্টিজিনাট্ বংশোদ্ভব দ্বিতীয় হেনিরি রাজ্যপদে অভিষিক্ত হইলেন।

দ্বিতীয় হেনিরি অতি সাহসিক, বুদ্ধিমান এবং অমায়িক ছিলেন। তিনি প্রথমে বৈতনাভী সৈন্য রক্ষণের নিয়ম স্থাপিত করেন। ইতি পুর্ব্বে সংগ্রাম সময়ে যে সকল ব্যক্তি আহ্বান মাত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে আগত হইত হেনিরি নৃপতি সেই সমস্ত ব্যক্তির নিকটে কিঞ্চিৎ২ কর গ্রহণের নিয়ম করিলেন। এবং সেই অর্থে এক দল আজ্ঞানুবর্ত্তি বৈতনাভী সৈন্য নিযুক্ত রাখিলেন। অপিচ ক্লেরন্দন্নামক ব্যবস্থাদ্বারা তিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের ক্ষমতার লাঘব করিয়াছিলেন ও সেই ব্যবস্থানুসারে রোমনগরীয় পোপনামক ধর্ম্মাধিপতিগণের প্রদত্ত আদেশ রাজানুমতি ভিন্ন পালিত বা প্রচার হইবার নিষেধ হইল। এবং তদ্দ্বারা রোমনগরে পুনর্ব্বিচারার্থে আবেদন করিবার নিয়ম রহিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ ধর্ম্মাধ্যক্ষ কোন

অপরাধে দণ্ডার্হ হইলে রাজ বিচারালয়ে তাঁহার বিচার হইবার নিয়ম হইল। মহারাজ, তামস এ বেকেটনামক এক ব্যক্তিকে কান্তর্বরিনগরের ধর্ম্মাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি একণে মহারাজের প্রধান বিপক্ষ হইল। সুতরাং দ্বিতীয় হেনিরি স্বীয় অদ্বিতীয় শত্রু অতি উগ্র স্বভাব উচ্চাভিলাষি ধর্ম্ম যাজককে বধ করিয়া বৈরি শঙ্কা নিবারণ করিলেন। মহারাজের রাজ্যকালের শেষাবস্থা স্বীয় অবৈধজাত রাজবিদ্রোহি পুত্রগণকে সুশাসনার্থে বিগত হয়। তিনি চরমকালে শোক দুঃখ চিন্তাভারে সদা বিমনা ও সংসার সুখে পরি-বঞ্চিত হওত রাজ্যসুখসম্ভোগে সম্পূর্ণ নৈরাশাপন্ন হইলেন, এবং জীবনযাপনে অধীর হইয়া সম্পূর্ণ অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজ্যেশ্বর সপ্ত-পঞ্চাশৎ বৎসর বয়ক্রমকালে অসীম পরিতাপসহ জ্বর-পীড়ায় পীড়িত হইয়া জীবনযাত্রা সম্বরণ করিলেন।

২০ পাঠ।

শীল পশুর বিবরণ।*

চত্বারিংশৎ বৎসর গত হইল এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকেতনে এক শীল পশু আনীত হইয়া প্রতিপোষিত হইয়াছিল। উক্ত ভদ্রব্যক্তির ভবন সমুদ্রতীরে স্থাপিত ছিল। সেই পশু অল্পদিনমধ্যে তদ্বাটীর ভৃত্যগণের স্নেহের ভাজন হইতে লাগিল। এবং তদাগারের

*জল স্থল বাসি জীব।

অনুরক্ত হইয়া পরিজনগণের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার নির্দ্দোষ ভাব এবং সুধীর স্বভাব সন্দর্শনে বালকগণ আনন্দিত হইয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করিত। উক্ত পশু স্বীয় প্রভুর এতাদৃশ আজ্ঞাবহ হইয়াছিল যে আহ্বানমাত্র নিকটবর্ত্তি হইত, তৎকারণে গৃহস্বামী তাহাকে কুক্কুরের ন্যায় প্রভুভক্ত এবং মার্জ্জারের ন্যায় ক্রীড়াতুর কহিতেন। প্রতিদিন ঐ পশু সমুদ্রজলে অবতরণ করিয়া মৎস্য ধারণে প্রবর্ত্ত হইত, তাহার স্বীয় উদর পূর্ণ হইলে প্রায় প্রতিদিন একটা রোহিত অথবা কাতলা মৎস্য স্বীয় প্রভুর ভোজনার্থে আনয়ন করিত। সে গ্রীষ্মকালে রৌদ্রতাপে ও শীতাগমে অগ্নির নিকটে কিম্বা অনুমতি পাইলে উনান মধ্যে উপবিষ্ট থাকিতে অত্যন্ত ভাল বাসিত।

এইরূপে চারিবৎসর ঐ পশু সেই ভাগাধর গৃহে পোষিত ছিল। তদনন্তর দুর্ভাগ্যক্রমে গৃহিব্যক্তির পশুপাল মধ্যে মহামারি উপস্থিত হইবায় দিনং গোমেষাদির হ্রাসতা প্রাপ্তি হইতে লাগিল। গৃহস্বামী তজ্জন্য চিন্তাকুল হইয়া এক বৃদ্ধা স্ত্রীকে ইহার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন। উক্ত রমণী কিঞ্চিৎকাল বিবেচনা করিয়া ভ্রান্ত চিত্ত বৃদ্ধকে কহিল, যে ত্বদালয়ে যে শীলপশু পোষিত আছে তাহার নিমিত্তেই এই অশুভ ঘটনার সূত্র হইয়াছে। উক্ত পশুকে এই দণ্ডে বাটীহইতে বহিষ্কৃত না করিলে মারীভয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইবে। হতভাগ্য বৃদ্ধ এই অমূলক বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়া রাক্ষসীর কুপরামর্শে সম্মত হইল। পরে ঐ নির্দোষি ক্রীড়াকুতূহল শীল পশুকে নৌকারোহণ করাইয়া দূরবর্ত্তি

সমুদ্রমধ্যে আনয়নপূর্ব্বক গভীর নীরে নিক্ষেপ করিল। এক দিনরাত্রি অতীত হইলে দ্বিতীয় দিবসের স্বায়ংকালে দিবাকর অস্তগত হইলে ভৃত্যগণ যখন শীতনিবারণার্থে অগ্নিকাষ্ঠ সাজাইতেছে এমতসময়ে বহির্দ্বারে যেন নখাঘাতের মৃদুশব্দ শ্রুত হইল। গৃহস্থিত সেই বৃদ্ধা স্ত্রী দ্বার মুক্ত করিবামাত্র সেই শীল পশু গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। জলপথে বহুদূর ভ্রমণ করিয়া তাহার শরীর নিতান্ত ক্লান্ত এবং শ্রান্তিযুক্ত হইয়াছিল, সুতরাং গৃহমধ্যে আগত হইয়া একপ্রকার অব্যক্ত ধ্বনিতে যেন কত আন্তরিক আহ্লাদ ব্যক্ত করিতে লাগিল। পরে অগ্নিকুণ্ডের প্রজ্বলিত শিখার সমীপবর্ত্তি হইয়া স্বীয় দেহ প্রসারণপূর্ব্বক শয়ন করিল, এবং তৎক্ষণাৎ দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। ভৃত্যগণ তদ্দণ্ডে এই অশুভ সমাচার গৃহস্বামির গোচর করিলে গৃহকর্ত্তা এই অমঙ্গলবার্ত্তা শ্রবণমাত্র ঘোরবিপদ জ্ঞান করিয়া শয্যাশায়িনী বৃদ্ধা রমণীকে জাগ্রত করিলেন, এবং এই বিপদার্ণবে উদ্ধারার্থে কি কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই কুটিলা স্ত্রী পরামর্শ দিল শীল পশুর প্রাণ নাশ করা অশুভজনক। কিন্তু কিঞ্চিৎকাল ভাবিয়া কহিল, ঐ পশুর দুই চক্ষু অন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সমুদ্রজলে নিক্ষেপ কর। এই নিদারুণ প্রস্তাবে উন্মত্ত হতভাগ্য স্বীকৃত হইয়া প্রিয়তম সুবিশ্বাসি পশুর চক্ষু নিষ্ঠুরভাবে বিহীন করিল। উক্ত পশু স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া যে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বভাগে শয়নাসক্ত হইয়াছিল সেই স্থানেই চক্ষুরত্নে বঞ্চিত হইল। পরদিন প্রত্যূষে ঐ অন্ধীভূত পশুর যখন হৃদয় কম্পিত হইতেছে সেই

সময়ে তাহাকে নৌকারোহণ করাইয়া পুনর্ব্বার সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমধ্যে নিক্ষেপ করিল।

শীল পশু সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে এক সপ্তাহ অতীত হইল। অষ্টমদিবসের রজনীযোগে প্রবল ঝড় উপস্থিত হইবায় চতুর্দ্দিগে প্রচণ্ড শব্দ হইতে লাগিল। পরে ঝড় কিঞ্চিৎ স্থগিত হইলে দ্বার বহির্ভাগে মৃদু রোদন স্বর শ্রুত হইল, কিন্তু কেহ তৎপ্রতি মনোযোগ করিল না। রজনী প্রভাত হইলে দিবাকরের উদয়কালে গৃহদ্বার মোচনমাত্র দৃষ্ট হইল সেই পশু দ্বার বহির্ভাগে কাষ্ঠোপরি মৃতাবস্থায় পতিত রহিয়াছে।

এক সময়ে যে পশু হৃষ্ট পুষ্ট স্থূল দেহবিশিষ্ট ছিল এক্ষণে তাহার অস্থিমাত্র সার হইয়াছে দৃষ্ট হইল। ফলতঃ চক্ষুহীনপ্রযুক্ত নিয়মিত খাদ্য আহরণার্থে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া সে বুভুক্ষায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিল। ভদ্রালয়ের পরিজনগণ তাহাকে নিকটবর্ত্তি বালুকাময় সমুদ্র তীরে প্রোথিত করিয়া তাহার অন্তিম ক্রিয়া সমাপন করিল। কিন্তু সেই দিনাবধি এই নির্দয় কার্য্যের উৎসাহদাতা ও সাধনকর্ত্তা উভয়েরই সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তাচলে গত হইবায় দুঃখের যামিনী আগত হইল। সেই ঘৃণিত রাক্ষসী যে নির্দ্দোষি শীলের প্রাণ বধের মন্ত্রণা দে সম্বৎসর মধ্যে সন্তানহত্যার অপরাধে উদ্বন্ধনে তাহার প্রাণ দণ্ড হইল। যে গৃহে এই নির্দয় ঘটনার অনুষ্ঠান হয় ভদ্রালয়ের সর্ব্বস্ব ধ্বংশ হইল। মেষসকলের মৃতদেহ রাশীকৃত হইয়া দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হইল, পশুপাল সকল মরিতে লাগিল। শস্যসকল বীজহীন হইল। গৃহস্বামির অনেক গুলি সন্তান ছিল; সকলেরই অকাল মৃত্যু হইতে

লাগিল। কেবল সেই নির্দয় হৃদয় বৃদ্ধ আপনার স্নেহের পাত্র এবং প্রতিপাল্যগণের মৃত্যু ঘটনা দর্শনার্থে জীবিত ছিল। পরিশেষে সেও অন্ধ হইয়া মহাক্লেশে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইল। তদালয়ের এক খানি প্রস্তর অপর প্রস্তরোপরি স্থাপিত নাই, সমুদায় সমভূমি হইয়াছে। গৃহস্বামির নাম ধাম লোপ হইয়া সমুদায় বিভব অপর এক ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছে, এবং এই ঘটনাসম্বন্ধে যে সকল ব্যক্তি সংলিপ্ত ছিল তাহারদিগের অনবরত দুরবস্থার বিবরণ সম্পূর্ণ আশ্চর্য্য হইলেও কিছু-মাত্র সত্যের অতিরিক্ত নহে।

---

২১ পাঠ।

ইংলণ্ড দেশের ইতিহাসহইতে সংগৃহীত।— লাইয়নহার্টেড রিচার্ড নরপতি।

দ্বিতীয় হেনিরির দেহাবসানে তৎপুত্র প্রথম রিচার্ড রাজ্যপদে অভিষিক্ত হইলেন। কানানদেশ যবনকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবায় তদ্দেশ উদ্ধারার্থে তিনি ফ্রান্স দেশের অধীশ্বর ফিলিপের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত থাকাতেই তাঁহার রাজ্যকালের অধিকাংশ গত হয়। তিনি অপরিমিত বলপ্রভাবে তদ্দেশে অনেক মহৎকার্য্য সমাধা করিয়া স্বনামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই ধর্ম্মক্ষেত্রহইতে প্রত্যাগমনকালে অষ্ট্রিয়াদেশের প্রধানাধ্যক্ষ তাঁহাকে ধারণপূর্ব্বক অতি নীচাবস্থায় কারাবাসে বন্দি করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই

সাবকাশে তাঁহার কৃতঘ্ন ভ্রাতা জন্ রাজ্যেশ্বর হইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু রিচার্ড নরপতি মুক্ত হইয়া স্বদেশে আইলে জন্ তাঁহার চরণ তলে পতিত হইয়া স্বীয় অধমতা ও কৃতঘ্নতার নিমিত্তে কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এবং মাতৃ অনুরোধে ভ্রাতৃ অনুকম্পা প্রাপ্ত হইলেন। নৃপতি কহিলেন, "আমি উহাকে ক্ষমা করিলাম। বিবেচনা করি ঐ কৃতঘ্ন ব্যক্তি আমার ক্ষমার বিষয় বিস্মৃত না হইতে হইতে আমি উহার অত্যাচারের বিষয় বিস্মৃত হইব।" গর্দননামক ধানকীকর্ত্তৃক স্কন্ধদেশে বাণাঘাত প্রাপ্ত হইয়া রিচার্ড ভূপতির লোকান্তর হয়। ধরাপতি শরবিদ্ধ হইয়া উক্ত পদাতিককে নিজ সন্নিধানে আনয়নার্থে আদেশ করিলেন। উক্ত ব্যক্তি নৃপ নিকেতনে আনীত হইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তোমার কি অপকার করিয়াছি যে তুমি আমাকে হত্যা করিলে; পদাতিক উত্তর করিল, "মহারাজ! আমার পিতা এবং দুই ভ্রাতা তোমার অসিতে গতাসু হইয়াছে। আর তুমি আমাকে উদ্বন্ধনে প্রাণনষ্টার্থে ইচ্ছুক আছ। এক্ষণে তুমি সেই কোপের শান্তি কর। কিন্তু আমি যদি নিশ্চয় জানি যে তব সম দুর্বৃত্ত রাজা যে নর হত্যায় ও নর শোণিতে ধরাতল কলঙ্ক পঙ্কে পঙ্কিল করিয়াছে, তাহাহইতে পৃথিবীতল রক্ষা করিলাম তবে আপনি আমাকে যত যাতনা প্রদান করিবেন আমি তাহা প্রফুল্লচিত্তে সহ্য করিব।" রিচার্ড ভূপতি এই নির্ভয় উক্তি শ্রবণ করিয়া শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। এবং নৃপতিকে রাজভবনে আনয়ন করাতে নরেন্দ্র তাহাকে ৫০৲ টাকা পারিতোষিকসহ বিদায়

তে আজ্ঞা করিলেন। কিন্তু তাঁহার এক জন কর্ম্মচারি রিকেড এতদ্রূপ সৌজন্য স্বভাবের গুণজ্ঞ না হইয়া দাস্তিককে গুপ্তভাবে ধরিয়া রাখিলেন, এবং জীবিতাবস্থায় তাহার গাত্রের চর্ম্ম নিষ্কোষণ করিয়া তাহাকে যমসদনে প্রেরণ করিলেন।

রিচার্ড রাজার রাজচরিত্রের গ্রন্থমধ্যে যে সমস্ত শৌর্য্য বীর্য্যসূচক অসামান্য যুদ্ধ কার্য্য বর্ণিত আছে তন্মধ্যে এই শেষোক্ত কার্য্য তাঁহার রাজগৌরবের উপযুক্ত বটে। যে গর্দ্দন তাঁহার প্রাণ নাশার্থে স্কন্ধদেশে শরাঘাত করিয়াছিল তিনি তাহাকে ক্ষমা করিলেন। শুদ্ধ এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না কিন্তু তাহাকে আবার পারিতোষিক প্রদান করিলেন। ইহাপেক্ষা স্বধর্ম্ম যাজনের অসীম দয়া আর কিসে প্রকাশ হইতে পারে। কারণ তিনি ক্ষমা করণরূপ মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়াও পুনর্ব্বার বদান্যের চিহ্ন প্রকাশ করত আপনাকে রাজ ভবনে আনয়ননিমিত্ত তাহাকে প্রচুর ধন দানের আদেশ করিলেন। তাঁহার রাজত্বের অবশিষ্টকাল কেবল স্বরাজ্যস্থিত প্রজাবর্গকে দরিদ্র করিয়া পর রাজ্য জয় করাতে ও সহস্র সহস্র মানবনিকরের শোণিত পাতদ্বারা রাজমুকুট ক্রয় করাতেই গত হইয়াছিল।

---

২২ পাঠ।

আরব্য ঘোটক।

আরব্য ঘোটক আরব্য লোকের অত্যন্ত প্রিয়। ফলতঃ এরূপ প্রীতিনিবন্ধনও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যেহেতু

আরব্য লোকের ঘোটকই জীবনোপায়ের নিদানস্বরূ ক্লেশ নিবারণের মূলস্বরূপ এবং অহর্নিশি দুর্যোগসমা অদ্বিতীয় সঙ্গিস্বরূপ। প্রত্যুতঃ আরব্য ঘোটক প্রভু কার্য্যার্থে অহর্নিশি ক্ষুধা তৃষ্ণা সহ্য করিতে কাতর নহে আরবীয় লোকদের স্বদেশীয় অশ্বের সহিত সর্ব্বদা সংস থাকাতে পরস্পর একপ্রকার সামাজিক বাধ্যবাধকতার ন্যায় প্রণয় প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। আরব্য লোকের কিপ্রকারে অশ্বের প্রতি সম্বোধন করে তাহা শ্রীযু ডাক্তর ক্লার্ক সাহেব এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন, "এব্রাহি সর্ব্বদা রামানামক অশ্বের নিকটে কুশল সংবাদ লইর যাইতেন। সেই ঘোটক তাঁহার অত্যন্ত প্রিয ছিল এব্রাহিম তাহাকে আলিঙ্গন করিতেন, তাহার চক্ষু স্বীয় মুখমার্জ্জনির দ্বারা কন্দায়িত করিতেন ও স্বীয় গাত্রবস্ত্র দ্বারা তাহার গাত্র মার্জ্জন করিতেন, এবং চারিদণ্ড কাল তাহার সহিত সম্ভাষণ করত তৎপ্রতি সহস্রপ্রকার প্রীতিজ নক কার্য্যে আগ্রহ হইতেন।" এব্রাহিম কহিতেন, "ও আমার অমূল্য রত্ন! তোমাকে কি আমি অনেকজন প্রভুর নিকটে বিক্রয় করিব, আমার কি এমত দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইবে। ও আমার মনোহর অজা! আমি তোমাকে গৃহে রাখিয়া সন্তানের ন্যায় পালন করিয়াছি, আমি কখন তোমাকে প্রহার কিম্বা তিরস্কার করি নাই।" ফলতঃ আরব্য লোকের দীনতা এবং বিদেশীগণের আরব্য অশ্ব প্রাপণার্থে গাঢ় অভিলাষপ্রযুক্ত তদ্দেশীয়েরা অশ্ববিক্রয়রূপ অনভিলষিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তজ্জন্য তাহারা সর্ব্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া থাকে। যদিও তাহারা বহুলার্থ লোভে ঘোটক বিক্রয় করিতে

রে কিন্তু ঘোটকী বিক্রয়ে প্রবৃত্ত হইলে আরবা লোকের অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হয়। শ্রীযুত জন মাল্কম সাহেব কহেন, যৎকালীন বিদেশগত রাজমন্ত্রী বাগদাদের নিকটে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন তৎকালে এক জন আরব উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণ এবং সুলাবণ্যযুক্ত এক মনোহর অশ্বিনী আরোহণ করিয়া শিবির সম্মুখে ভ্রমণ করিতেছিল। তাহার অত্যাশ্চর্য্য সুগঠন দৃষ্টে রাজমন্ত্রির নয়নাকৃষ্ট হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, উক্ত ঘোটকী বিক্রেয় কি না? ঘোটকী স্বামী বলিল, তুমি আমাকে ইহার বিনিময়ে কত টাকা প্রদান করিবে। মন্ত্রী বলিলেন, ইহা ঘোটকীর দন্ত পরীক্ষা না করিলে বলিতে পারি না, আমি বোধ করি যে পঞ্চমবর্ষ অতীত হইয়াছে। আরব উত্তর করিলেক, "পুনর্ব্বার বিবেচনা করুন।" মন্ত্রী কহিলেন, তবে চতুর্থ বৎসর। তখন আরব ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিল, তাহার আস্যের প্রতি দৃষ্টি করুন। তদনন্তর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তাহার বয়ক্রম তিন বৎসর পূর্ণ হয় নাই। ইহাতে বিশেষতঃ ঘোটকীর অঙ্গসৌষ্ঠব ও দেহ পরিমাণ অবলোকনে মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, পরে রাজমন্ত্রী কহিলেন, আমি তোমাকে পাঁচশত মুদ্রা প্রদান করিব। উক্ত ব্যক্তি কিছু হৃষ্টচিত্ত হইয়া কহিল, "আরো কিঞ্চিৎ অধিক বলুন।" মন্ত্রী কহিলেন, ৮০০৲ টাকা, পরে ১০০০৲ টাকাপর্য্যন্ত দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি শিরশ্চালন করত ঈষদ্ধাস্য করিলে রাজমন্ত্রী অবশেষে দুই সহস্র টাকা দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু আরব কহিল, ভাল আর আমাকে লোভ দর্শাওনের প্রয়োজন নাই। আপনি অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি

আমি শুনিয়াছি আপনার রাশি রাশি স্বর্ণ রৌপ্যাদি সঞ্চিত আছে। অপিচ সে আরো কহিল, "আপনি আমার ঘোটকী চাহেন কিন্তু আপনার যে কিছু বিষয় আছে তাহার সমুদায় অংশ প্রদান করিলেও পাইবে না।" এই কথা বলিয়া সে বনমধ্যে অশ্বারোহণে প্রস্থান করিল; আরব্য ঘোটক স্বীয় প্রভুর অতুল্য প্রীতির প্রতিফল দানে কদাচ ক্রটি করে না। উক্ত দেশীয় ব্যক্তিসকল প্রভুকে পৃষ্ঠে করিয়া কেবল যে অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করে এমত নহে, সে প্রভুর নিদ্রাকালে অদূরস্থি তৃণ আহারে রত থাকে, কখন দূরে গমন করে না, এবং অত্যন্ত আগ্রহের সহিত স্বামির দেহ রক্ষা করে যদ্যপি কোন মনুষ্য কিম্বা জীব তন্নিকটে আগত হয় তবে সে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ না হওনপর্য্যন্ত হ্রেসা ধ্বনি করিতে থাকে। চাতুব্রাইণ্ড সাহেব বর্ণন করেন যে যরুসালম নগরে অবস্থানকালীন আমি এক দিন এক অশ্বের পদ শব্দ অত্যন্ত শুনিতে পাইলাম। উক্ত তুরঙ্গি-স্বামী বিদুইন তদ্দেশীয় শাসনকর্ত্তার প্রহরিকর্ত্তৃক তাড়িত হইলে প্রাগুক্ত অশ্বিনী প্রভুকে পৃষ্ঠে করিয়া পর্ব্বতোপরি দিয়া অতিবেগে জেরিকোনামক নগরমুখে ধাবমান হইয়াছিল। সেই ঘোটকী বিষম উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে একটা অত্যন্ত গম্ভীর গহ্বরোপরি আগত হইলে পূর্ণ বেগে লম্ফদিয়া তন্মধ্যে পতিত হইল, তজ্জন্য কিছুমাত্র শঙ্কা করিল না। প্রহরিরা এতদ্ব্যাপার অবলোকনে সবিস্ময় হইয়া আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিল। পরন্তু এতন্মনোহর তুরঙ্গিনী পতনাঘাতে মৃত প্রায় হইয়া জেরিকোনগরে প্রবেশকালে ধরাতলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। এবং বিদুইন

স্বীয় মনোহারিণী অশ্বিনীর প্রাণবিচ্ছেদে কাতর হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে অশক্তপ্রযুক্ত তাহার নিকটে বসিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে রোদন করিতে লাগিল। পরে প্রহরিরা আসিয়া তাহাকে ধৃত করিল। সেই ঘোটকী যে পর্ব্বতে স্বীয় প্রভুর জীবন রক্ষার্থে ধাবমান হইয়া প্রাণ বিহীন হইয়াছিল সেই পর্ব্বতে তাহার পদচিহ্ন সকল এলি এগা আমাকে দর্শন করাইলেন।

---

২৩ পাঠ।

ইংলণ্ডদেশের ইতিহাসহইতে সংগৃহীত।

রিচার্ড নরপতি নিঃসন্তানপ্রযুক্ত তাঁহার ভ্রাতা জন যুবরাজ রাজ্যাভিলাষে আপনার ভ্রাতৃপুত্র আর্থরকে বধ করিয়া নিষ্কণ্টকে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তজ্জন্য তিনি সকলের নিকটে ঘৃণিত হইলেন, বিশেষতঃ ফ্রান্সদেশে তাঁহার যে সমস্ত রাজ্য সম্পদ অধিকার ছিল তদ্দেশাধিপতি ফিলিপ্ তাহা বলপূর্ব্বক হরণ করিল। তাঁহার স্বরাজ্যস্থ প্রজামণ্ডলি প্রতিকূল হইয়া সুবিখ্যাত রাণিমিডিনগরে ম্যাগনা চার্টার (*Magna Charter*) নামক প্রধান সনন্দ পত্রে তাঁহাকে স্বাক্ষর এবং মোহর করিতে বলপূর্ব্বক সম্মত করাইল। সেই সনন্দ ইংরাজ জাতির ধন প্রাণ এবং স্বাধীনতা রক্ষার কবচস্বরূপ। তন্মধ্যে যে প্রধান২ নিয়ম সকল নিবদ্ধ ছিল তাহার মুখ্যাভিপ্রায় ইংরাজদিগের মধ্যে “কোন (নিরপরাধি) স্বাধীন ব্যক্তি ধৃত কিম্বা কারাগ্রস্ত কি অব্যবস্থিত কি দেশান্তরিত কিম্বা অন্য কোনরূপে বিনষ্ট হইবে না।

আমরা (ইংরাজ জাতিরা) স্বদেশের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিম্বা স্বপক্ষ অধ্যক্ষবর্গের ন্যায়তঃ বিচারবিরুদ্ধে কোন (স্বাধীন) ব্যক্তিকে আক্রমণ কিম্বা বলপূর্ব্বক আবাহন করিব না। আমরা কোন ব্যক্তিকে বিক্রয় করিব না, কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি সুবিচার বা স্বত্ব দানে অস্বীকার বা কালবিলম্ব করিব না।”

জন্ নৃপতির লোকান্তর হইলে তৎপুত্র তৃতীয় হেনিরি রাজ্য সম্পদ প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার রাজ্যকালীন বর্ত্তমান পার্লিমেন্টনামক কুলীন সভার অঙ্কুর উদ্ভাবিত হইয়াছিল। তাহার পর তৎপুত্র প্রথম এডওয়ার্ড রাজ্যপদে অভিষিক্ত হইলেন। ইনি পিতৃগুণের বৈপরীত্যে অতি যুদ্ধোৎসাহী ও সুবুদ্ধিমান রাজা ছিলেন। এবং রাজ্যকার্য্যের প্রথমাবধি কেবল যাহাতে রাজব্যবস্থার দোষোদ্ধার এবং সুপালন হয় তৎপক্ষে মনোযোগী হইলেন। এইরূপে স্বরাজ্যমধ্যে সুনিয়ম স্থাপনকালীন ওএলস্ প্রদেশে এমত এক সুযোগকাল উপস্থিত হইল যে তৎসুযোগে তিনি সেই রাজ্য স্বরাজ্যাধীন করিয়া লইলেন. তদবধি একালপর্য্যন্ত তদ্রাজ্য আর পুনঃ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই। ইতিমধ্যে স্কটলণ্ডদেশের রাজ্যাধিকারবিষয়ক দায় ঘটিত প্রস্তাবের মীমাংসার্থে এডওয়ার্ডের নিকটে প্রস্তাবিত হইল। এডওয়ার্ড তৎক্ষণাৎ বৃহৎ এক দল সৈন্য লইয়া স্কটলণ্ডের রাজ্যসীমায় উপস্থিত হইলেন, ও তদ্রাজ্যে এমন এক ব্যক্তির সত্বাধিকার দাবি করিলেন যে তাহাতে তদ্দেশীয়েরা কদাচ অসম্মত হইতে পারিল না। তদনন্তর তিনি, দাবিকারিকগণের মধ্যে বেলিয়ল্ নামক এক ব্যক্তির সত্বাধিকার সর্ব্বাপেক্ষা সমূলক দেখিয়া

তাহাকেই রাজাসনে উপবেশন করাইলেন। পরে বেলি-য়লকে কার্য্যছলে উত্তেজনা ও বিরক্ত করিয়া আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে প্রবৃত্ত করাইলেন। এবং সেই ছলে তদ্রাজা আক্রমণ করিয়া তাহার সৈন্যগণকে পরাজয় করিলেন। এবং তাহাকে রাজ্য ভ্রষ্ট ও বিনষ্ট করিয়া আপনি স্কটলণ্ডদেশের রাজ্যেশ্বর হইলেন। ফলতঃ এই-রূপ কৌশলে রাজ্য লইয়াও তিনি নিরুপদ্রবে রাজ্য সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। কারণ উলিয়ম ওয়ালেসনামক এক ব্যক্তি স্কটলণ্ড দেশীয় প্রজাগণের মনোমধ্যে স্বাধী-নতার উৎসাহ প্রভা উদ্দীপন করিয়া ইংরাজ রাজাকে রাজ্য চ্যুত করিয়াছিল। কিন্তু ওয়ালেস সেনাপতি স্বপক্ষ কোন ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় এডওয়ার্ড ভূপতির হস্তে পড়িল। এডওয়ার্ড নরপতি যে প্রকার স্বীয় সৌর্য্য বীর্য্য-জন্য প্রশংসিত ছিলেন, বিপক্ষপক্ষের তদ্রূপ গুণ দর্শনে তাহাকে ক্ষমা করিলেই তাঁহার যথার্থ মাহাত্ম্য প্রকাশ হইত, কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া আপনার বীরত্ব সূচক যশশ্চন্দ্রে চির কলঙ্ক প্রদানপূর্ব্বক সমরকুশল সেনা-নায়ককে অপরাধিরূপে গণ্য করত তাহার শিরশ্ছেদনের আদেশ করিলেন। ফলতঃ ইহার পরেও স্কটলণ্ডদেশের স্বাধীনতাসূচক জয়পতাকা রক্ষণার্থে রবর্ট ব্রুসনামক সেনাপতি উপস্থিত ছিলেন। এবং এডওয়ার্ড ভূপাল সৈন্য সামন্ত লইয়া তদ্দেশ জয় করণার্থে পুনর্ব্বার যুদ্ধযাত্রা করিলে তাঁহার জীবনযাত্রার সম্বরণ হইল। এই রাজনন্দন স্বরাজ্যস্থ প্রজাগণমধ্যে যেরূপ সুনিয়ম এবং সুবিচার প্রচারে চেষ্টিত ছিলেন তদ্রূপ ব্যবহার আপনি করিলে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় হইত।

২৪ পাঠ।

দুইটী আতাবৃক্ষের বিবরণ।

এক জন ধনাঢ্য কৃষকের দুই পুত্র ছিল। দ্বিতীয় পুত্রের জন্মদিনে সে স্বীয় সুরম্য বৃক্ষোদ্যানের দ্বারদেশে দুই আতাবৃক্ষ রোপণ করিল, এবং সমভাবে তাহাদের পারিপাট্য করিতে লাগিল। তাহার তুল্য যত্নে ও রক্ষণাবেক্ষণে ঐ দুই বৃক্ষ এমত ভাবে সুবর্দ্ধিত হইতেছিল যে তদ্দর্শনে হঠাৎ কোন ভেদাভেদ করা যাইতে পারে না। তাহার পুত্রেরা কিয়দ্বৎসর পরে কৃষিকার্য্যের অস্ত্রচালনায় সক্ষম হইলে কৃষক তাহাদিগকে এক দিন বসন্তকালে উদ্যানমধ্যে লইয়া গেল, ও তাহাদের নিমিত্তে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিল তাহা দেখাইয়া তাহাদের নামানুসারে ঐ দুই বৃক্ষের নাম রাখিল। পুত্রেরা বহু ক্ষণপর্য্যন্ত ঐ দুই বৃক্ষের বার্দ্ধক্য ও অভিনব পল্লব মুঞ্জরিত মুকুল আচ্ছাদিত শাখাসমূহ সন্দর্শনে আশ্চর্য্য রসে মগ্ন হইলে কৃষক কহিল, "হে বৎসদ্বয়! আমি অতি সদবস্থায় এই দুই বৃক্ষ তোমাদের হস্তে অর্পণ করিলাম। তোমাদিগের যত্নে এবং পারিপাট্যে তাহা যেরূপ বৃদ্ধি হইবে তোমাদিগের অমনোযোগেও তাহা তদ্রূপ হ্রাসতা পাইবে। এবং তোমরা পরিশ্রমানুসারে তাহাহইতে ফলস্বরূপ পুরস্কার লাভে সমর্থ হইবে।"

এদমন্দনামা কনিষ্ঠ পুত্র পিতৃদত্ত বৃক্ষের প্রতি অবিচ্ছেদে মনোযোগী রহিল। সে সর্ব্বদা স্বীয় বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত থাকিয়া অনিষ্টজনক কীটসকলহইতে তাহা মুক্ত করত তৎ শাখাসমূহের বিবক্রতা পরিহারার্থে

কাষ্ঠফলক প্রদান করিল। এবং রবিকিরণে ও শিশির পতনে তন্মূলসকল বর্দ্ধিত হয় এতদাশয়ে তচ্চতুর্দিগস্থ ভূমি খনন ও আলবাল বন্ধন করিয়া দিল। তাহার মাতা তাহাকে বাল্যকালে যেরূপ যত্নে প্রতিপালন করিয়াছিল তদপেক্ষা অধিক যত্নে সে ঐ বৃক্ষের পারিপাট্যে নিযুক্ত রহিল।

পরন্তু তাহার অগ্রজ ভ্রাতা মুসহ এতাদৃশ কার্য্যের কিছুমাত্র করিল না। সে পথিমধ্যে খেলায়মান বালক-বৃন্দ সহ অনর্থক কাল হরণ করিতে লাগিল। এবং পিতৃদত্ত বৃক্ষের প্রতি এরূপ অনমোযোগী রহিল যে তদ্বিষয় ক্ষণকালও মনোমধ্যে চিন্তা করিল না। অব-শেষে সে এক দিন এদমন্দের মহীরুহ এতাদৃশ সুপক্ক ফলসমূহে পরিপূর্ণ দেখিল যে তাহার ফলভরে অব-নত শাখাসমূহ যুপাত্তাবে মৃত্তিকার সহিত সংস্পর্শ হইত। এতাদৃশ উৎকৃষ্ট ফলশালি বৃক্ষ দেখিয়া আশ্চর্য্যা-ন্বিত ও বিস্ময়াপন্ন হইয়া সে স্বীয় বৃক্ষের তদ্রূপ ফলাতি-শয্য দর্শনাভিলাষে গমন করিল, পরন্তু স্ববৃক্ষ যখন উপ-বুক্ষে পরিপূরিত, ও অত্যল্প হরিদ্রাক্ত পত্রযুক্ত দর্শন করিল, তখন তাহার বিস্ময়ের আর ইয়ত্তা রহিল না। সে ক্রোধ ঈর্ষায় পরিপূর্ণ হইয়া পিতৃসমীপে গমন করিয়া কহিল, “হে পিতঃ! আপনি আমাকে যে বৃক্ষ দিয়াছেন তাহা কিপ্রকার বৃক্ষ বলিতে পারি না। তাহা গৃহমার্জ্জনী কাষ্ঠের ন্যায় শুষ্ক। আমি তাহাতে দশটি আতাও পাইব না। আমার ভ্রাতার প্রতি আপনি সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব আমাকে তদ্বৃক্ষের ফলিত আতা-সমূহের অংশ গ্রহণ করিতে বলুন।” তাহার পিতা

প্রত্যুত্তর করিল, "কি? সে তোমাকে অংশ দিবে। তুমি কি বিবেচনা কর, অলসের উদর পুরণার্থে পরিশ্রমিব্যক্তি স্বীয় শ্রমার্জিত বস্তু নষ্ট করিবে? তোমার যাহা প্রাপ্য তাহাই তুমি গ্রহণ কর। দেখ ইহা কেবল তোমার অনাবিষ্টতার ফল। তোমার ভ্রাতৃ বৃক্ষে ফলাতিশয্য দর্শনে আমার প্রতি অবিচারের দোষারোপ কদাচ করিও না। তোমার বৃক্ষ তাহার ন্যায় ফলশালি উত্তমাবস্থাযুক্ত ছিল, তাহাতেও তত্তুল্য মুকুলসকল ধরিয়াছিল, এবং তাহা তুল্য ভূমিতে জাত হয়, কেবল তৎপ্রতি তদ্রূপ যত্নপূর্ব্বক পারিপাট্য করা হয় নাই। দেখ এদমন্দ অতি ক্ষুদ্রং কীটহইতে আপনার বৃক্ষ মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, তুমি তোমার বৃক্ষজাত মুকুলসকল কীটগণের ভোজনার্থে প্রদান করিয়াছ। ঈশ্বরেচ্ছায় আমি যে সকল বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা এরূপে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না; যেহেতু তজ্জন্য তাঁহার নিকটে অপরাধী এবং দণ্ডগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব আমি তোমার নিকটহইতে ঐ বৃক্ষ পুনর্ব্বার গ্রহণ করিব, তোমার নামানুসারে তাহা আর ডাকিব না, ঐ বৃক্ষ পুনরায় তেজস্বী ও সুবর্দ্ধিত করণার্থে, তাহা তোমার ভ্রাতৃহস্তে অর্পণ করিব এবং তাহারই সম্পত্তিমধ্যে গণিত হইবে, তাহার ফলসকল তাহারই হইবে। তুমি যদ্যপি তোমার দোষ শোধনের বাসনা কর, তবে আমার উদ্যানে গিয়া একটা বৃক্ষ মনোনীত কর ও তদ্রূপ যত্নে তাহার পারিপাট্যে নিযুক্ত থাক, যদাপি তুমি তাহার প্রতিও পুনর্ব্বার অমনোযোগী হও তবে আমার পরিশ্রমের সাহায্যার্থে সে বৃক্ষও তোমার ভ্রাতাকে দেওয়া যাইবে।"

মুসহ তাহার পিতৃ আজ্ঞার ন্যায়পরতা ও সদভিপ্রায়

এবং পরিণামদর্শিতা দৃষ্টে অতিশীঘ্র উদ্যানমধ্যে গমন করিয়া অত্যুত্তম তেজশালী এক আম্রবৃক্ষ মনোনীত করিল। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা এদমন্দ তাহাকে বৃক্ষ পালনের উপদেশদ্বারা সহায়তা করিতে লাগিল. এবং সুসহ ক্ষণকাল আপনার বৃক্ষের প্রতি অমনোযোগী হইল না। সে ক্রীড়ানুরক্ত অলসযুক্ত সঙ্গিগণের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত বৃক্ষ পালনে ব্রতী হইল। এবং শরৎকালে স্বীয় বৃক্ষে অভিলষিত ফলসকল উৎপন্ন দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ-রসে মগ্ন হইল। এইরূপ মনোযোগিতায় সে দ্বিগুণ ফল লাভ করিল। প্রথমতঃ বৃক্ষোৎপন্নের প্রচুর ফল বিক্রয় করত ধন সঞ্চয় করিতে পারিল। দ্বিতীয়তঃ যেরূপ অলসতার বশীভূত হইয়াছিল তাহাহইতে মুক্ত হইল। তাহার পিতা তাহার আচরণের এতাদৃশ বিনিময় দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া পরবৎসরাবধি অপর একটি বৃক্ষোৎপন্ন ফলসকল উভয়ের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছিল।

২৫ পাঠ।

মনুষ্য না দেখিতে পাইলেও পরমেশ্বর সকলকে দেখিতে পান্।

কোন পল্লিগ্রামে শস্যসমূহের ছেদনকালে জলদজাল-বিহীন কোন নির্ম্মল দিনে পিতৃসমভিব্যাহারে এক বালক পথ ভ্রমণ করিতেছিল। সে পথপার্শ্বে এক বৃক্ষোদ্যানে অত্যুত্তম সুপক্ক ফলসকল সন্দর্শনে তৎফল ভক্ষণাভি-

লাষে পিতৃ সমীপে নিবেদন করিল, "হে পিতঃ! আমি অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়াছি, ঐ উদ্যানমধ্যে নানাবিধ উত্তমোত্তম ফলসকল সুপক্ক রহিয়াছে। আহা! তাহার একটি ফল ভক্ষণ করিতে পাইলেও আমি যে কত সুখী হইব তাহা বলিতে পারি না। বাগানের বেড়া সকলও বড় ঘন নয়, এখানে একটা গর্ত্তও দেখিতেছি, আমি অনায়াসে ইহার মধ্যদিয়া বাগানে প্রবেশ করিতে পারি। বাগান-রক্ষক এখানে উপস্থিত নাই, কেহ আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না।" বালকের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতা কহিলেন, "হে আমার প্রিয় পুত্র! তুমি জান না, যদিও অন্য কেহ না দেখুক তথাপি এক জন আমাদিগকে দেখিতেছেন। তিনি ইহাতে দণ্ড করিবেন, ও সে দণ্ডও অন্যায় নহে, যেহেতু তুমি যাহা মনন করিয়াছ তাহা অতি দুষ্কর্ম্ম।" বালক কহিল, "সে কে পিতঃ!" পিতা কহিলেন, "যিনি সর্ব্বত্র বিরাজমান আছেন, যিনি ক্ষণকালও আমাদের নয়নান্তর করেন না, এবং যিনি তোমার হৃদয়াগারের আদ্যোপান্ত দেখিতেছেন, এবং যিনি অন্তর্যামী হইয়া তোমার অন্তরের কথাও শুনিতেছেন, তিনি সেই পরমেশ্বর। হাঁ পিতা! তাহা যথার্থ বটে, আমি ঐ ফলের বিষয় মনোমধ্যে আর চিন্তাও করিব না।"

ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি উদ্যানহইতে মস্তকোত্তোলনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। সে ঐ উদ্যানের রোধসকলের পার্শ্বভাগে নিম্ন ভূমিতে বসিয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বে তাহাকে দেখিতে পায় নাই। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি ঐ উদ্যানস্বামী, সে বালককে সম্বোধন করিয়া কহিল, "হে বৎস!

আমার এই উদ্যানহইতে ফল চুরি করণে ও পর দ্রব্য অপহরণে নিষেধ করিয়া তোমার পিতা যে তোমাকে নিবর্ত্ত করিয়াছেন ইহার নিমিত্তে তুমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দেও। আর ইহাও জানিয়া রাখ যে এই উদ্যানের প্রত্যেক গাছের মূলদেশে চোর ধরিবার নিমিত্তে একটা কল পাতিত আছে, তুমি আইলে সেই কলে নিশ্চয়ই পড়িয়া যাইতা, আর যাবজ্জীবন খঞ্জ হইয়া থাকিতা। কিন্তু প্রথমেই তুমি যখন পিতার উপদেশে ঈশ্বরের প্রতি শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলা আর ফল ভক্ষণে ইচ্ছুক হও নাই, তজ্জন্য আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তোমার যে ফল ভক্ষণে অভিলাষ হইয়াছিল তাহার গোটা কতক ফল তোমাকে পাড়িয়া দিব।" এই কথা বলিয়া ঐ বৃদ্ধ অত্যুত্তম এক পিচবৃক্ষের মূলদেশে গমন করিয়া ঐ বৃক্ষ আন্দোলন করত অতি সুপক্ক পিচ ফলে আপন টুপি পূর্ণ করিয়া আনিয়া বালকের হস্তে প্রদান করিল।

---

২৬ পাঠ।

ইংলণ্ডদেশের ইতিহাসহইতে সংগৃহীত।— তৃতীয় এডওয়ার্ড এবং কৃষ্ণবর্ণ রাজপুত্র।— কালে নগরের যুদ্ধ।

দ্বিতীয় এডওয়ার্ড অতি দুর্ব্বল ছিলেন। তিনি বানকবরণনগরে স্কটলণ্ডদেশের সেনাপতি রবর্ট ব্রুসের সৈন্যবলে সম্পূর্ণভাবে পরাভব হইলেন। তদন্তে স্বরাজ্যস্থ

প্রজাবর্গেরা রাজদ্রোহী হইয়া তাঁহার প্রাণান্ত করিল। তাঁহার মরণান্তে তৎপুত্র তৃতীয় এডওয়ার্ড পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি স্কটলণ্ডদেশীয় ব্যক্তিগণকে হেলিদাউন্‌নামক পর্ব্বতোপরি বহু সৈন্য সংহার করিয়া রণে পরাজয় করিয়াছিলেন। পরে ফ্রান্সদেশে জন্ নরপতি অত্যন্ত অপমানের সহিত যে সমস্ত রাজ্য চ্যুত হইয়াছিলেন তাহা তিনি পুনর্ব্বার উদ্ধার করিয়া পূর্ব্ব কলঙ্ক শোধন করিলেন। তদনন্তর ফ্লাণ্ডর্স নগরাধ্যক্ষ ফ্রান্সদেশের মহীপালের হস্তে পড়িয়া কারাবাসে বন্দি গ্রস্ত হইবায় তাঁহার জেন নাম্নী সীমন্তিনী এডওয়ার্ডের অঙ্গীকৃত সৈন্য সাহায্য না আসাপর্য্যন্ত হেনিবননামক দুর্গ রক্ষণে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক নিযুক্তা রহিলেন। সেই দুর্গ অত্যন্ত দলপূর্ব্বক রক্ষিত হয়। বিশেষতঃ অধ্যক্ষরমণী সর্ব্বকার্য্যে স্বয়ং অগ্রবর্ত্তিনী হওয়াতে সকলেই লজ্জিত হইয়া সাধ্যমত উদ্যোগ করিতে প্রবর্ত্ত হইল। আক্রমণকারিগণের অবিচ্ছেদ যন্ত্রে দুর্গের প্রাচীর স্থানেং ভেদ হইবায়, শত্রুপক্ষের শরণাপন্ন হইবার আবশ্যক হইল, এমত কালে অধ্যক্ষ-পত্নী দুর্গস্থিত এক অত্যুচ্চ হর্ম্ম্যে আরোহণপূর্ব্বক অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত সমুদ্রোপরি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন, ও বহুদূরে কতক গুলি জাহাজের পাইল দর্শন করিয়া উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “ঐ দেখ সাহায্যকারিরা আসিতেছে! ঐ সাম্নুকুলপক্ষ ইংরাজ জাতীয় সাহায্যকারিরা আসিতেছে! আর শত্রুপক্ষের শরণাগত হইতে হইবে না।” অবিলম্বে সৈন্য পোত উপস্থিত হইল, তাহাতে শ্রীযুত সার ওয়াল্টার মেনিনামক অতুল সাহসী সেনাপতির আজ্ঞাধীনে বৃহৎ এক দল সৈন্য ছিল।

তাঁহারা আগতমাত্র আক্রমণকারিগণের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অতি শীঘ্র বিপক্ষগণকে রণে পরাঙ্মুখ করিল। তৎপরে স্বয়ং এডওয়ার্ড মহারাজ সসৈন্যে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে ক্রেসী নামক স্থানে ফ্রান্সদেশের অধীশ্বর ফিলিপকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেন। ইংরাজ পক্ষ সৈন্যগণের প্রথম শ্রেণী পঞ্চদশবর্ষীয় বালক কৃষ্ণবর্ণ যুবরাজকর্ত্তৃক রক্ষিত ছিল। তিনি ফরাসিস্‌দিগের অপারূঢ় সৈন্যজালে বেষ্টিত হইয়া দারুণ শঙ্কটে পতিত হইলেন। তৎকষ্টে ওয়ারউইক প্রদেশের প্রধানাধ্যক্ষ রাজ সন্নিধানে এক জন বার্ত্তাবহ সহকারে এতদ্বিষয়ক সমাচার দিয়া রাজপুত্রের সাহায্যার্থে সত্বরে এক দল সৈন্য পাঠাইতে কহিয়া দিলেন। মহারাজ দূতকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন রাজপুত্র যুদ্ধে হত কি আঘাত প্রাপ্ত কিম্বা অশ্বহইতে পতিত হইয়াছেন? দূত নিষেধার্থে উত্তর করিলে, রাজা কহিলেন, ভাল, তবে তুমি গিয়া ওয়ারউইককে বল, যে আমি এই যুদ্ধে হস্তক্ষেপণ করিতে চাহি না; আমার পুত্র স্বীয় বলে জয়সূচক প্রশংসালাভে সমর্থ হউক। এই সময়ে ইংরাজ পক্ষ সৈন্যগণ সর্ব্বত্র জয় লাভ করত বিপক্ষগণের সমুদায় বিপক্ষতায় উত্তীর্ণ হইল। রঙ্গভূমিতে ৪০,০০০ ফরাসিস্ সৈন্য নিহত হইল। মহারাজ শিবির মধ্যে আগত হইয়া স্বীয়পুত্র ওয়েলস্ প্রদেশের যুবরাজকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক এইরূপ অসামান্য যুদ্ধ নৈপুণ্য প্রকাশ করাতে তাঁহাকে আনন্দসূচক বাক্যের দ্বারা সম্ভাষণ করিলেন। রাজা কহিলেন, "হে সাহসি পুত্র! তোমার এই মহৎ সম্মান রক্ষা করিতে চেষ্টা কর। তুমি আমার যথার্থ পুত্র বট।

কারণ, অদ্য তুমি বীর্য্যবন্তরূপে স্বীয় প্রশংসা লাভ করিয়াছ। তুমি বসুন্ধরার উপযুক্ত স্বামী হইয়াছ।”

ইতিমধ্যে স্কটলণ্ডদেশের অধিপতি দেবিদ ব্রুস বহুল সৈন্যসমূহ সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডের উত্তরদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক সমুদায় দেশ লুঠ করিয়া যাইতেছিলেন; পথিমধ্যে নেবিল নদীর সেতুনিকটে ইংলণ্ডের রাজ্যেশ্বরী রাজ্ঞী ফিলিপার নয়নপথে পতিত হইলেন। রাজমহিষীর সহিত অত্যল্প সৈন্য সমবেত ছিল; তথাপি উভয়পক্ষে ভয়ঙ্কর সমর উপস্থিত হইল। স্কট সৈন্যেরা পরাভূত ও তাহাদের রাজা বন্দীগ্রস্ত হইলেন। ফিলিপা তৎক্ষণাৎ পারোত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, তাঁহার স্বামী ইংলণ্ডাধিপতি কালে নগরী আক্রমণ করিয়াছেন। বিপক্ষ ফরাসিসেরা অসামান্য সাহসিকতা, ধৈর্য্যতা এবং সতর্কতার সহিত নগর রক্ষণে চেষ্টিত আছে। অবশেষে খাদ্যাভাবে অতুল সাহসি সৈন্যসকল ইংরাজদিগের শরণাপন্ন হইল। ফলতঃ নগরীয় লোকেরা এরূপ একাগ্রচিত্তে নগর রক্ষণের চেষ্টা করাতে এডওয়ার্ড তাহাদিগের এই পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থে পাঁচ জন সম্ভ্রান্ত নগরবাসি ব্যক্তিগণের শিরশ্ছেদন করণার্থে নিজ সন্নিধানে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। এই সংবাদ নগরমধ্যে প্রচার হইলে সমস্ত লোকে অতিশয় ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থে ব্যাকুল হইল। অবশেষে এষ্টস দি সান্ত পারিনামক এক ব্যক্তি সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আত্ম বন্ধুর প্রাণ রক্ষার্থে অরিহস্তে অর্পিত হইতে স্বীকার করিল। তাহার দৃষ্টান্তে উৎসাহ পাইয়া অপর এক ব্যক্তি তদ্রূপ সৌজন্যতা প্রকাশপূর্ব্বক প্রাণ দানে প্রস্তুত হইল। এইরূপে তৃতীয় ও চতুর্থ ব্যক্তি সেই দুর্ভাগ্যে

পতিত হইতে উদ্যত হইবায় অল্প কালমধ্যে ঘোর সন্ধ্যা পূর্ণ হইল। প্রাগুক্ত পঞ্চ ব্যক্তি এইরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাজ্ঞী ফিলিপা তাহাদের উত্তমরূপে ভোজন পান করাইয়া বসন এবং ধন দিয়া সম্মানপূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন।

২৭ পাঠ

ইংলণ্ডদেশের ইতিহাসহইতে সংগৃহীত।— কৃষ্ণবর্ণ যুবরাজ এড্ওয়ার্ড—পাইকতিয়ার নগরের যুদ্ধ।

ওএলস্‌প্রদেশের যুবরাজ পূর্ব্বযুদ্ধে জয় লাভ করত উৎসাহ পাইয়া পুনর্ব্বার ১২,০০০ সৈন্যসহ সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এই অত্যল্প সৈন্যসহ তিনি সাহসপূর্ব্বক এককালে ফ্রান্সদেশের মধ্যস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন, তাঁহার এইরূপ অসমসাহসিক স্পর্দ্ধা দৃষ্টে ফরাসিস্‌দিগের মহীপাল আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া ক্রোধানলে পরিপূর্ণ হইলেন, ও ৬০,০০০ সৈন্য লইয়া ইংরাজদিগের পন্থারোধ করিয়া বিপক্ষ রাজপুত্রকে পরাজয় স্বীকারার্থে আহ্বান করিলেন। সমরনিপুণ রাজনন্দন এতৎ প্রস্তাব হেয় জ্ঞান করিয়া অগ্রাহ্যকরত কহিলেন, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে, ইংলণ্ডীয়েরা আমার নিমিত্তে দণ্ড ভোগ করিবে না। পরদিন প্রত্যূষে রাজপুত্র দেখিলেন সমুদায় ফরাসিস্ সৈন্যেরা চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়াছে, তিনি সকলকে পরাজয় করিয়া রণে পরাঙ্মুখ

করিলেন। কেবল স্বয়ং বিপক্ষ মহারাজ দেহরক্ষক সৈন্য লইয়া একান্তচিত্তে যুদ্ধ-শৃঙ্খলা স্থাপনার্থে চেষ্টিত ছিলেন। মুহূর্ত্তকালমধ্যে তাঁহার চতুর্দ্দিগস্থ সৈন্যশ্রেণী বারম্বার হ্রাসতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল; সেনাপতিরা একে২ তাঁহার পার্শ্বভাগে শরাশয্যায় শয়ন করিল; তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক ফিলিপ নয়ন এবং ভুজদ্বয় পিতৃদেহ রক্ষণার্থে নিয়োগ করিয়া অত্যন্ত বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে২ শত্রুপক্ষের শরাঘাতে মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হইল। স্বয়ং ভূপাল রণশ্রান্ত ও ক্লান্ত হইলে বহুজনকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বন্দীরূপে ধৃত হইলেন। তদবধি এডওয়ার্ড রাজনন্দনের যথার্থ বীরত্ব প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইল। কারণ রাজপুত্র যেরূপ অসামান্য সময়ে অভাবনীয়রূপে আশু জয় লাভ করিলেন তদ্রূপ প্রায় রাজমুকুটধারিগণের অদৃষ্টে কখন ঘটে নাই, বিশেষতঃ তজ্জন্য মহানন্দে মগ্ন হইয়া যুদ্ধানলে সন্তপ্তদেহ বিশ্রাম-বারিতে শীতল না করিয়া তাহার অনতিবিলম্বে যেরূপ ধৈর্য্যতা ও সৌজন্যতা প্রকাশ করিলেন তাহার সহিত তুলনা করিলে জয় লাভ অতি সামান্য লাভ জ্ঞান হয়।

তিনি বন্দীগ্রস্ত মহারাজের সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিতে আইলেন, ও যথেষ্ট সম্মানপূর্ব্বক তদ্দুঃখে দুঃখিত হইলেন, দুর্ভাগ্যকালে নানাবিধ সন্তোষ বাক্যে তাঁহার দুঃখের সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, এবং যথাযোগ্য প্রশংসাপূর্ব্বক তাঁহার বলবিক্রমের ব্যাখ্যা করিলেন, ও আপনার জয় লাভ কেবল দৈবানুগ্রহে স্বীকার করিলেন, যে দৈববলে মানব জাতির সমুদয় বলবিক্রম কলকৌশল

বিফল হওয়া অসাধ্য নহে। জন্ নৃপতির ব্যবহারদৃষ্টে তিনি যে এরূপ সম্মানিত ব্যবহারের অযোগ্যপাত্র এমত কদাচ বিবেচনা হয় না। তাঁহার এই বর্ত্তমান দুরবস্থাতেও কদাচ মনোমধ্যে পূর্ব্বরাজত্ব বিস্মরণ হয় নাই। আপনাদিগের বিপদ্দশাপেক্ষা এডওয়ার্ডের সৌজন্য ব্যবহারে অধিক সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ অন্যান্য অমাত্যসহ আশ্চর্য্যরসে মগ্নহওত বাষ্পপূর্ণলোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ শত্রুপক্ষের এরূপ নিশ্চল এবং অটল বীরত্ব কেবল আপনাদিগের স্বদেশের নিশ্চিত অমঙ্গলের হেতু বোধে সেই অশ্রুধারা নিবারিত হইল।

তদন্তে কৃষ্ণবর্ণ রাজপুত্র স্পাইনদেশের মহীপতি পিতরের সাহায্যার্থে তদ্দেশে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন; যুবরাজ নাজারানগরের যুদ্ধে ফরাসিস সেনাপতি ডু গর্জলিং-নামক এক ব্যক্তির আজ্ঞাধীনে যে রাজবিদ্রোহী সামন্ত ছিল তৎসমুদায়কে পরাভব করিলেন। এই অসামান্য গুণসম্পন্ন রাজপুত্র শীর্ণতারোগে আক্রান্ত হইয়া ইহার কিঞ্চিৎকাল পরেই মর্ত্যলীলা সম্বরণ করিলেন; কেবল আপনার পশ্চাতে সচ্চরিত্রজন্য এক সুখ্যাতিজনক নাম রাখিয়া গেলেন সেই নাম সদা ধর্ম্মাদি সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত আছে ও তদপেক্ষা গুণালঙ্কারের উজ্জ্বলতায় প্রাচীন কিম্বা ইদানীন্তন ইতিহাসের সমুজ্জ্বল অংশসকল শোভিত আছে এমত কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। মহারাজ ইংলণ্ডাধিপতি এই শোকসূচক ঘটনার কিয়ন্মাসপরেই মায়াময় মানবদেহে পরিত্যক্ত হইলেন। তাঁহার রাজ্যের একপঞ্চাশৎ বৎসরে তাঁহার লোকান্তর হইল। ইংলণ্ডীয়

রাজ্যপালগণের মধ্যে তদ্রাজ্য অতিস্বুদীর্ঘ এবং গৌরবান্বিত।

এডওয়ার্ড রাজার পররাজ্য জয়াপেক্ষা স্বরাজ্য-শাসন অধিক আশ্চর্য্যজনক; তাঁহার বুদ্ধি প্রভাবে ও শাসন প্রতাপে ইংলণ্ডদেশ ইতিপূর্ব্বে যেরূপ শান্তি সলিলে ও নিরুপদ্রবে স্নিগ্ধ হয় নাই তাঁহার রাজ্যকালে তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। তাঁহার নম্রশীলতা ও প্রণয়ানুরাগে অমাত্য এবং প্রধান ব্যক্তিরা স্বাতিশয় অনুরক্ত ছিল ও বদান্য ও সৌজন্যগুণে সকল শ্রেণীস্থ লোকেই তাঁহার রাজশাসনের বশীভূত হইতে ইচ্ছুক হইত।

তৃতীয় এডওয়ার্ডের দেহাবসানে কৃষ্ণবর্ণ যুবরাজপুত্র দ্বিতীয় রিচার্ডনামক এক দুর্ভাগ্যবন্ত দুর্ব্বল ব্যক্তি রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ফ্রান্সদেশে ইংরাজদিগের যে সকল রাজ্যাধিকার হইয়াছিল কালেনগরী ভিন্ন তাঁহার সময়ে সে সকলি বিহীন হইল। লাঙ্কাষ্টর প্রদেশের প্রধানাধ্যক্ষ হেনিরি তাঁহার প্রতি প্রজাপুঞ্জের বিভরাগ দেখিয়া তাঁহাকে কৌশলে রাজ্যচ্যুত ও হত করিয়া স্বয়ং রাজোপাধি গ্রহণ করিল। হেনিরির রাজশাসন অতি সুদৃঢ় এবং প্রবল ছিল, তাহাতে রাজ্যের অনেক সুমঙ্গল ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার রাজমুকুট ধারণে দোষ না থাকিলে তিনি এক জন সম্রাট বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহার শেষাবস্থায় অনুতাপানলে অন্তর তাপিত হইয়াছিল, তিনি যে পাপে রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন সেই পাপেই ইংলণ্ডদেশের রাজকুলমধ্যে জ্ঞাতিবিরোধস্বরূপ প্রাণসংহারক তুমুল যুদ্ধের সূত্র হইল ও সেই সূত্রে তাঁহার বংশাবলি আকৃষ্ট হইয়া কালগৃহে গৃহীত হইলেন।

২৮ পাঠ।

কুকুর নিকরের উপন্যাস।

কেন্ট প্রদেশে এক জন কৃষক হট্টহইতে অধিক রাত্রে বাটী আসিতেছিল। সেই রজনীতে অসম্ভব শীতের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহাতে ক্ষেত্রপতি পথ হারাহইয়া সম্পূর্ণ অবশাঙ্গপ্রযুক্ত বরফ রাশিতে পতিত হইল, এবং বরফের উপরে পৃষ্ঠ করিয়া শয়ন করিলে অতি শীঘ্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল; তদবস্থায় নিদ্রাভিন্ন শীতসহনের উত্তম উপায় আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। ঐ কৃষকের সহিত এক কুকুর ছিল সে তাহার অত্যন্ত নিকটবর্ত্তি হইয়া আসিতেছিল, প্রভুকে পতিত দেখিয়া তাহার চতুস্পার্শের বরফসকল নখাঘাতে প্রাচীরের ন্যায় উত্তোলনকরত তাহার শরীরের সকল দিগ বেষ্টন করিল, পরে স্বামির বক্ষস্থলে শয়ন করিয়া রহিল। তাহার উষ্ণ লোমে নিশীথসময়ের দারুণ শীত নিবারণার্থে কালানুরূপ সদুপায় হইল, তাহাতে যে বরফরাশি পড়িতেছিল তাহারও কিঞ্চিৎ নিবারণ হইল। পরদিন প্রাতঃকালে এক ব্যক্তি গুলিদ্বারা পক্ষি শীকারের মানস করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলে ঐ কুকুর তাহার নয়নপথে পতিত হইয়া তাহাকে অতি সুস্পষ্ট সঙ্কেতদ্বারা নিকটে আসিতে কহিতে লাগিল। সে কৌতুক দর্শনার্থে তন্নিকটে আগত হইয়া কৃষকের মুখোপরি প্রপতিত বরফরাশি মোচন করিয়া তাহাকে চিনিতে পারিল, এবং তাহাকে নিকটবর্ত্তি গ্রামে আনিলে অতিশীঘ্র তাহার চৈতন্য হইল। ইহা নিঃসন্দেহ যে ঐ কুকুর অত্যন্ত

যত্নপূর্ব্বক স্বীয় প্রভুর বক্ষস্থল উষ্ণলোমে আবরণ করাতে তাহার শোণিত গাঢ় হইতে পারে নাই, তাহাতেই তাহার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। ক্ষেত্রপতি কুকুরের এই মহদুপকার বিস্মৃত হইতে পারে নাই, তাহাকে অনেক অর্থ দিতে চাহিলেও সে কুকুরকে পরিত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইয়া কহিয়াছিল, যে যদ্যপি আমার প্রাণ ধারণার্থে এক খণ্ড রুটি থাকে এবং তাহার অর্দ্ধখণ্ড আমার জীবনরক্ষককে প্রদান করিয়া দিন যাপন করিতে হয়, তাহাও করিব, তথাপি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

এইরূপ ঘটনা স্কটলণ্ডদেশের এক জন কৃষকের প্রতি ঘটিয়াছিল, সে একদিন ঘোরতর বরফ প্রপাতের উৎপাতরাতে মেষপাল দর্শনার্থে পর্ব্বতোপরি গিয়াছিল, তথায় তুষার রাশিতে পতিত হইয়া কুকুরের সহিত তুষার মধ্যে মগ্ন হইল। ক্ষেত্রপাল তাহাহইতে মুক্ত হইতে অক্ষম হইয়া সেই নিদারুণ শীত বাতে নিদ্রিতাবস্থায় পতিত ছিল, তাহার কুকুর কেবল বহুকষ্টে মুক্ত হইয়া তদ্বাটীতে ধাবমান হইল এবং তদালয়ে উপস্থিত হইয়া সুস্পষ্ট ভঙ্গিক্রমে কোন আত্মীয় ব্যক্তিকে সাহায্য দানে স্বীকৃত করিল, সেই ব্যক্তি কুকুরের পশ্চাদ্গামী হইয়া উক্ত কৃষক যে স্থানে বরফমণ্ডিত হইয়াছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইল! তাহারা সেই স্থান খনন করিতে২ অতি শীঘ্র কৃষককে অচেতন্য অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া দেখিল, তখনও তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই, তাহাকে অতিশীঘ্র বাটীতে আনিয়া উষ্ণতর লোমজ বস্ত্রের সেক দিবায় তাহার আরোগ্য লাভ হইয়াছিল।

প্রভুর প্রাণ বিচ্ছেদেও তৎপ্রতি কুকুরের প্রণয় বিচ্ছেদ

দৃষ্ট হয় না, সহস্রং দৃষ্টান্তদ্বারা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে যে স্বামির মৃত্যু হইলে কুকুরসকল অবিরত শোক প্রকাশ করিয়াছে। কত কুকুর স্বামি বিচ্ছেদে অধৈর্য্য হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। লেমর্ত্তন নগরের ব্রেণ্টন্ সাহেবের এক মেষপাল-রক্ষক ছিল সেই রাখাল বহুকষ্টে একটা মেষের পশ্চাতে ধাবমান হইয়া ব্লাকওয়াদর নদীর বিষম গভীর কূল দিয়া যাইতেং বেগ সম্বরণে অক্ষম হইয়া সেই নদীতে পতিত হইল, এবং সন্তরণ না জানাতে আশু জলমগ্ন হইল। তাহার কুকুর ইহা দেখিয়াছিল, সে পর দিন প্রাতঃকালে তদালয়ে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত কৃষক-পত্নীর গাত্রবস্ত্র আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে সেই স্থানে আনয়ন করিল। মেষপালকের মৃতদেহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, সেই কুকুর তাহার অন্তিম ক্রিয়ার স্থানপর্য্যন্ত তাহার সহিত গমন করিল, ও অত্যল্প দিন পরে স্বামি বিচ্ছেদে কাতর হইয়া মৃত্যুর হস্তে পতিত হইল।

স্বামির মৃত্যু ঘটনায় কুকুরসকল যে নিরর্থক শোকমাত্র প্রকাশ করে এমত নহে, কেহ বলপূর্ব্বক স্বামির প্রাণান্ত করিলে হত্যাকারিগণের প্রতি কুকুরেরা মর্ম্মান্তিক দ্বেষ প্রকাশ করে, অনেক স্থলে ইহাতে হত্যাকারিরা ধৃত হইয়াছে। ফ্রান্সদেশে দিজঁ নামা এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিম্ন লিখিত বিষয় এক পত্রের মধ্যে বর্ণন করিয়াছেন, " এই স্থানে জলগামি এক কুকুরের দ্বারা এক হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে। সেই কুকুর-পোষক এক জন কৃষক স্থানান্তরে কিছু টাকা আনিতে গিয়াছিল। পথিমধ্যে দুই জন দুরাচার দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া হৃত ধন ও হতজীবন

হইল। তদ্দর্শনে কৃষকের কুকুর অতিবেগে ধাবিত হইয়া অর্থদাতার বাটীমধ্যে উপস্থিত হইয়া আপনার সঙ্গে আগমনার্থে ঐ গৃহস্বামির নিকটে অদ্ভুত ইঙ্গীত কৌশলে অত্যাশ্চর্য্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল, ও বারম্বার তাঁহার পীতবস্ত্রের একদেশ ধরিয়া টানিতে লাগিল, কুকুরের আকুঞ্চন ও ব্যগ্রতাদৃষ্টে সেই ভদ্র ব্যক্তি অবশেষে তৎসমভিব্যাহারে আগমন করিলেন। ঐ কুকুর তাঁহাকে পথ দর্শাইয়া রাজমার্গের কিঞ্চিদ্দূরে এক ক্ষেত্রমধ্যে আনয়ন করিল, তথায় সেই কৃষকের মৃতদেহ পতিত ছিল। ভদ্র ব্যক্তি সেই শব দর্শন করিয়া তথাহইতে গ্রামস্থ জনগণকে তয় প্রদর্শনার্থে এক প্রকাশ্য ভবনে গমন করিলেন। তিনি সেই আলয়ে আগতমাত্র ঐ কুকুর তথায় সেই দুরাচার দস্যুদ্বয়কে মদ্য পান করিতে দেখিয়া তাহার এক জনের গলদেশ ধারণ করিল, ঐ সাবকাশে আর এক জন পলায়ন করে। ধৃত ব্যক্তি স্বীয় অপরাধ স্বীকার করাতে উদ্বন্ধনে তাহার প্রাণ দণ্ড হইল।"

এক যুবক আপন পোষিত কুকুরকে পরিত্যাগ করিতে মানস করিয়া তাহাকে লইয়া নৌকারোহণ করিল, ও তরণী বাহিয়া নদীর মধ্যস্থলে আগমন করত ঐ পশুকে জলে নিক্ষেপ করিয়া দিল। হতভাগা পশু পুনঃ২ নৌকার-পার্শ্বে আরোহণার্থে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার পালক তাহাকে জলমগ্ন করিবার অভিপ্রায়ে বারম্বার দণ্ডাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিতেছিল। দৈবাৎ ঐ নির্দয় ব্যক্তি আঘাত করিতে২ আপনি জল মধ্যে পতিত হইল, তাহার কুকুর প্রভুকে স্রোতে ভাসমান ও ক্ষণে২ উন্মজ্জন

নিমগ্ন হইতে দেখিয়া নৌকা পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাকে জলোপরি ধরিয়া রহিল, পরে তাহার সাহায্যার্থে লোকাগত হইলে তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। ফলতঃ এতৎকালে তাহার পোষিত কুকুর তাহাকে ধারণ না করিলে সে নিশ্চয়ই জলমগ্ন হইয়া যাইত।

গিলর্ট নামক কুকুরের বিবরণ অদ্যাপি জনশ্রুতিতে রক্ষিত আছে, ও কাব্যগ্রন্থেও তাহার যশ সকল কীর্ত্তিত রহিয়াছে। ওয়েলস্ প্রদেশের যুবরাজ লিউলিন সেই কুকুরের পালক ছিলেন, এক দিন রাজপুত্র মৃগয়া গমনের মানস করিয়া শুণিগণকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু প্রিয়বৎসল গিলর্টকে দেখিতে পাইলেন না, কুত্রাপি অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না। পরে মৃগয়াগমনের সঙ্কেতসূচক শৃঙ্গধ্বনী করিতে লাগিলেন, তথাপি গিলর্ট নিকটাগত হইল না। তাহাতে যুবরাজ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন, এবং তাহাকে না লইয়াই মৃগয়ার্থে যাত্রা করিলেন। গিলর্টের অনাগমনে মৃগয়া কৌতুক বাহুল্য হইল না, রাজপুত্র শ্রান্তযুক্ত ও বিরক্ত হইয়া স্বীয় ভবনে ফিরিয়া আইলেন। আসিবামাত্র প্রথমেই গিলর্ট তাঁহার দৃষ্টি পথের পথিক হইল, দেখিলেন তাহার মস্তক রক্তাক্ত হইয়াছে, অপিচ নিজ শিশুর শয্যাবস্ত্র ছিন্ন এবং রক্তাকীর্ণ রহিয়াছে ও তৎপার্শ্বে গিলর্ট শুইয়া আছে। যুবরাজ শিশুকে ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু কোন উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তাঁহার মনে সন্দেহ ও নৈরাস্য উপস্থিত হইবায় আশু বিবেচনা হইল কুকুরই তাহার প্রাণ নাশ করিয়াছে, রাজপুত্র ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া গিলর্টের পঞ্জরপার্শ্বে তরওয়াল প্রবেশ করিয়া দিলেন।

বলবন্ত কুকুর রাজপুত্রের চরণতলে পতিত হইয়া মৃত্যু-কালে কাতর স্বরে ডাকিতে লাগিল, তাহার রবে বালকের নিদ্রাভঙ্গ হইল, উক্ত শিশু রাশীকৃত শয্যাবস্ত্রে আবৃত ছিল, শয্যাতলে একটা ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র আঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়া মৃতাবস্থায় পতিত ছিল, ঐ বীর্য্যবন্ত কুকুর তাহার প্রাণ ধ্বংশ করিয়াছিল। রাজপুত্র লিউলিন হঠাৎ রাগোন্মত্ত ও ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এতাদৃশ সুবিশ্বাসি প্রিয় পশুর প্রাণ নাশ করাতে যৎপরোনাস্তি শোকাকুল এবং বিষাদ সাগরে মগ্ন হইলেন, এবং ঐ কুকুরের প্রভুভক্তি ও কৃত-জ্ঞতা এবং দুর্ভাগ্য বিবরণ স্মরণার্থে এক স্মরণ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন। হায়! মনুষ্যেরা এই বহু ব্যবহার্য্য পরো-পকারি কৃতজ্ঞ জীবের উপকারিতা বিস্মৃত হইয়া তৎপ্রতি বারম্বার কি কুব্যবহার করিয়া থাকে।

---

২৯ পাঠ।

গৃহানুরাগ।

সুখানুসন্ধানে সর্ব্বজনে অল্প কিম্বা অধিক পরিমাণে আয়াস গ্রহণে নিযুক্ত আছে, কিন্তু কোন বস্তু যে নির্ম্মল সুখাকর ও লৌকিক আনন্দের সারোৎপাদক তদ্দর্শনে প্রায়ই আমরা অন্ধবৎ হইয়া থাকি। যাহার নিমিত্ত আমরা দূর দেশাদি ভ্রমণ ও কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করি সেই সুখ অনায়াসে গৃহে বসিয়া অনিল সেবনে পাওয়া যায়। গৃহাশ্রম সুকোমল প্রণয়-তরু ও অন্যান্য মহৎ মহৎ ধর্ম্ম-বৃক্ষ উৎপাদনের উপযুক্ত ক্ষেত্রস্বরূপ পরমেশ্বর এই পরিবারনামক কতিপয় সমবেত ব্যক্তি

ক্ষুদ্র২ দল বদ্ধ করিয়া কি নিমিত্ত জগতীতল পরিপূর্ণ করিয়াছেন? যদি এই নিয়মে মনুষ্যগণের সুখ এবং ধর্ম্মোন্নতি না হয় তবে ইহার তাৎপর্য্য কি? অন্তরবৃত্তির চাঞ্চল্য মোচনের যদি কোন উপায় থাকে, জগতের কলহ কোলাহল জন্য চিত্ত বৈকুল্যের যদি কোন শান্তিজনক প্রতিকার থাকে তবে তাহা কেবল গৃহাশ্রমের চিত্ত প্রফুল্লকারিণী শক্তির নামান্তর মাত্র। যদ্যপি মনুষ্যত্বের উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে চাও, যদি পর দুঃখে কাতরতা অসীম দয়ার্দ্রতা, অতুল্য সাধুতা ও পুরুষার্থ ও স্বাধীনতাদি সুচারু সুন্দররূপে সম্মিলিত দর্শন করিয়া নয়নের স্বার্থকতা করিতে চাও তবে সেই ব্যক্তির নিকটে গমন কর, যাহার চিত্ত সর্ব্বদা প্রণয়-রজ্জুতে আকৃষ্ট হইয়া গৃহাশ্রমের অনন্দ-কাননে আবদ্ধ আছে, যে ব্যক্তি নিত্য কর্ম্ম সম্পাদনার্থে বহির্গত হইয়া বিশ্রাম এবং সুখলাভার্থে ভবনরূপ শান্তি ছায়াতে গমন করে। গৃহাশ্রমে কাল যাপনের যে নিশ্চিত ফল স্নেহ করুণাদি যাহা গৃহ-কাননে উৎপন্ন হয় তাহার সহিত দ্বেষ হিংসা মাৎসর্য্যাদির কি পর্য্যন্ত বৈরিভাব দৃষ্ট হইতেছে, সেই দ্বেষ হিংসাদির দ্বারা জগৎসংসার অনেকবার ছারখার হইয়াছে, এবং তাহাতে কতশত পরিবার মধ্যে শোক বিলাপ প্রবেশ করিয়াছে। গৃহাশ্রম সুদৃঢ় দুর্গস্বরূপ বলিলেও বলা যায়, তন্মধ্যে থাকিয়া আমরা জগতের নানাবিধ লোভ এবং মোহনীয় বস্তুর সাজ্ঘাতিক শরহইতে আত্ম রক্ষা করণার্থে উপযুক্ত অস্ত্র ধারণে ও অভেদ্য ধর্ম্ম বর্ম্ম পরিবেষ্টনে নিঃশঙ্ক হইয়া কালযাপনে সমর্থ হই। দয়া দাক্ষিণ্য সৌজন্য দেশহিতেচ্ছাদি সদলঙ্কাররূপ মনোবৃত্তিসকল যাহাতে

মনুষ্য জাতির পরম শোভা হইয়া থাকে তাহা যদ্যপি গৃহাশ্রমের প্রাদুর্ভাবে উৎপন্ন এবং সুবর্দ্ধিত না হইত তবে তাহা প্রাপ্ত এবং সুরক্ষিত হওয়াও অতি দুষ্কর হইত।

জগতের মধ্যে গৃহই কেবল নির্ম্মল সুখ সম্ভোগের নাট্যালয় রূপে দৃষ্ট হয়। "যখন পরিবর্ত্তনশীল বর্ষচক্রে আরোহণপূর্ব্বক শীত ঋতু রাজশাসনার্থে আগত হইয়া আপনার ম্লানবদন ও বিষাদচিত্ত সমভিব্যাহারে ক্রমশঃ বাষ্প মেঘ ঝটিকাদির উদয় হয়," আহা! তখন সমবেত পরিজনগণ উৎপাত বাতে পীড়িত হইয়া যে শান্তিজনক গৃহমধ্যে সুরক্ষিত হইয়া থাকে তদ্ভিন্ন আর কোন স্থলে কি অধিকতর সুখ লাভ হইতে পারে? বহির্ভাগে প্রচণ্ড পবন ভীষণ শব্দে গর্জ্জন করিতেছে, আলয়ের চতুষ্পার্শ্বে বাতান্দোলনের উচ্চাস ধ্বনি শ্রুত হইতেছে, গবাক্ষ দ্বারে বৃষ্টি ধারার আঘাত হইতেছে তাহাতেই যেন গৃহস্থিত ব্যক্তিগণের মনানন্দ ও শীত নিবারণ অধিক হইয়া বহির্ভাগের ঘনঘটা ঝটিকাদির রণ গর্জ্জন সহ তুলনা করিয়া চিত্ত প্রফুল্ল হইতেছে। গৃহমধ্যে দীপালোকের উজ্জ্বলতায় হৃৎপদ্ম বিকসিত হইয়া পুলকে পূর্ণ হইতেছে। নিবিড় নিরদাবৃত রজনীতে মনোনয়ন প্রফুল্লকর দীপজ্যোতি গৃহমধ্যে উজ্জ্বলাভা প্রকাশ করত যখন সকল অন্ধকারহরণ করে তখন কি আর পরিজনগণের মনের তিমির হরণ হইতে বাকি থাকে। আহা! এমত দুর্যোগ সময়ে এরূপ ব্যক্তি কে আছে যে এইরূপ বাক্য না বলিয়া থাকিতে পারে। "গৃহস্বরূপ বৈকুণ্ঠ আর দ্বিতীয় নাই, মনোহর গৃহ!" ইহার সহিত তুলনা করিলে যে ব্যক্তি সুখভোগ্য

আলোকপূর্ণ হর্ম্ম্যোপরি বাস করে ও অধিক রাত্রে পানামোদে মত্ত হইয়া চিন্তাবিহীন হইতে চাহে ও ক্ষণস্থায়ি প্রমোদদ্বারা চিরস্থায়ি অন্তঃকরণের অভিলাষ পূর্ণ করিতে চাহে তাহার আনন্দ কি অতৃপ্তিকর বিবেচনা হয়! এমত ব্যক্তি সুখের আভাস প্রাপ্ত হইতে পারে বটে কিন্তু তাহা যথার্থ সুখ নহে। সে আনন্দ চপলা প্রভাবৎ উজ্জ্বল হইয়াই অচিরে বিলুপ্ত হয় ও পূর্ব্ববৎ চিত্তাকাশে মালিন্য মেঘের উদয় হইয়া তিমিরাচ্ছন্ন ঘটিয়া থাকে। সকল স্বর্ণেরই যে চাকচক্য আছে এমত নহে, সকলের হাস্যযুক্ত অধরে যে মনের আনন্দ প্রকাশ হয় তাহাও নহে।

" হৃদয় না হয় যদি সুখের আলয়।
অন্তরে আনন্দ যদি না হয় উদয়॥
বিদ্যা, আর বুদ্ধি, কিম্বা বিপুল বিভব।
কিছুতেই নাহি হয় সুখের সম্ভব॥"

সুকবি কাউপর কি সুচারুরূপে শীত-ঋতু বর্ণন-প্রসঙ্গে প্রদোষকালে গৃহ প্রবেশ গবাক্ষ রোধ, গৃহমধ্যে সুখ পর্য্যঙ্ক সঞ্চালন, সুখকর অগ্নি শিখার উজ্জ্বলতা, চাসিদ্ধ পাত্রের কল্লোল শব্দ এবং চিত্ত প্রফুল্লকর মাদকতা শক্তিহীন পানাধার ইত্যাদি বিষয় কি অসামান্য পারিপাট্যের সহিত বিন্যাস করিয়াছেন! প্রাগুক্ত কবি এইরূপ প্রস্তাব বর্ণন করিতেং আপনার মনানন্দ কি চমৎকাররূপে প্রকাশ করিয়াছেন যথা,

" ভবনে বসিয়া সুখে ভবের নগর।
নেত্রপথে দেখে হয় মোহিত অন্তর॥

কত লোক কত ভাবে কহে কত ভাষ।
কে গণে জনস্রোতে কতি সুখ আশ॥
কি আনন্দে উচ্চ হয় মহা কোলাহল।
ভবের নগর হইতে আসিছে সকল॥
দূর হতে মহাসুখে কর্ণ দিয়া তায়।
মনোহর গুঞ্জরবে শ্রবণ জুড়ায়॥

এই সুললিত কবিতা রসামৃত পানে কাহার চিত্ত না সন্তুষ্ট হয়। এরূপ অভিনয় দর্শনে মানব জাতির অন্তঃকরণে স্বভাব সিদ্ধ অনুরাগ আছে। বোধ হয় জগদীশ্বরই যেন অঙ্গুলি সঙ্কেতদ্বারা লৌকিক আনন্দের উপভোগার্থে সকলকে স্ব স্ব আলয় প্রদর্শন করাইতেছেন।

সুখময় আলয়মধ্যে সর্ব্ববিভবই যে নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা নহে, বহুমূল্য রাঙ্কব বস্ত্রে গৃহমণ্ডন ও সুপরিচ্ছিন্ন বসনাবৃত সুখ পর্য্যঙ্ক ও কাচাবৃত দীপশিখার নেত্র সুখজনক কোমল দীপ্তি গৃহ সুখ সঞ্চারার্থে যে নিতান্ত আবশ্যক এমত নহে। এই সমস্ত সজ্জাদ্বারা কেবল গৃহের শোভাই হইতে পারে কিন্তু তাহা কদাচ অন্তর মধ্যে স্থান লাভ করিতে পারে না। গৃহ যে বৈকুণ্ঠতুল্য বোধ হয় তাহা কেবল এই কয়েক বিষয়ে সুপরিচ্ছিন্নতা, সুশৃঙ্খলতা, চিত্তের প্রফুল্লতা, পরস্পর স্নেহ এবং দয়ালুতা। নতুবা অট্টালিকার উপরে মণিমুক্তাদি পরিপূর্ণ সুখাসনে উপবেশনেও যেরূপ সুখ না হয় কুটীরমধ্যে বায়ুসেবনেও তদ্রূপ আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ নহে। সুবিখ্যাত কবিবর বরন্স মহোদয় ক্ষেত্রপালগণের দৈনিক কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক গৃহে আগমন প্রস্তাব কি চমৎকাররূপে বর্ণন করিয়াছেন—

"অবশেষে কৃষির কুটীর দেখা যায়।
পুরাতন উচ্চ এক বৃক্ষের তলায়॥
পিতাকে আগত প্রায় অন্তরে জানিবা।
সন্তানেরা ইতস্ততঃ দেখিছে তাকিয়া॥
আনন্দের কোলাহলে গিয়া তার কাছে।
ক্রীড়া কথা কহিবারে পথ চেয়ে আছে॥
দেখা যায় পরিষ্কার উনান বাহিরে।
কৃষাণীর হাসারব ধরে না অধরে॥
বলিছে বালকবৃন্দ স্বচ্ছন্দ ভাব।
কোলেতে উঠিতে কেহ করিছে প্রকাশ॥
তাহা হেরে কৃষির কি ক্লেশ আর রয়।
একেবারে ভুম হয় শ্রম সমুদয়॥"

ইহলোকে ধন ঐশ্বর্য্য যে একবারেই পরিত্যাজ্য এমত নহে: জগদীশ্বর যদ্যপি ভোগার্থে তাহা প্রদান করেন তবে কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ঐশ্বর্য্য লাভে যে নিশ্চয় সুখ সঞ্চার হইয়া থাকে এমত কদাচ বিবেচ্য নহে। সুখের আকর ধনাকরের ন্যায় অসার নহে। কিন্তু কোনং ব্যক্তি জলৌকাবৎ সুধাসম সুরস সৌরভান্বিত বস্তুহইতেও রসাকর্ষণ না করিয়া শোণিতাকর্ষণ করিয়া থাকে, ও অনেক ব্যক্তি মধুকরের ন্যায় রসহীন শুষ্ক বস্তু যাহাতে আমরা কোন মাধুর্য্য দৃষ্টি করিতে পারি না তাহাহইতেও সুধাকর্ষণ করিতে পারে। যে ব্যক্তির মন সদা হর্ষোৎফুল্ল সে সুচারু প্রতিবিম্বধারি দর্পণের ন্যায় সকল বিশৃঙ্খল বস্তু সুশৃংখলরূপে দৃষ্টি করে।

ফ্রান্সদেশের চতুর্থ রাজা সুবিখ্যাত হেনিরির বিষয়ে

বর্ণিত আছে যে তিনি এক দিন সমুদায় বলের সহিত গৃহমধ্যে লম্ফ প্রদান করিতেছিলেন; তাঁহার পৃষ্ঠের উপর একটি সন্তান ছিল, আর একটি ক্ষুদ্র শিশুকে গলদেশে হস্তের দ্বারা ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, সে পিতৃ-রাজের বাল্যখেলা ও কৌতুক দেখিয়া হাস্য করিতে-ছিল। যৎকালীন এইরূপ ক্রীড়াতে নিযুক্ত আছেন এমত সময়ে সংবাদ আইল যে মহারাজের এক জন মন্ত্রী সাক্ষাতার্থে আসিয়াছেন। রাজা মন্ত্রিকে ডাকিয়া কহিলেন, "তুমিও তো পুত্রবন্ত বট, ভিতরে আইস, তোমার সাক্ষাতে ক্রীড়া করিতে লজ্জা কি।" মহারাজ যে এই সময়ে সাংসারিকসুখের সারাংশ ভোগ করিতেছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি যখন সুপরিছিন্ন পরম উৎকৃষ্ট বসনের সহিত রাজ সিংহাসনে উপবেশন করেন চতুষ্পার্শ্বে সভাসদেরা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে এবং রাজকীয় ঐশ্বর্য্যশালিতা ও মহা প্রাগল্ভ প্রকাশ হয় তখন যেরূপ সুখ প্রাপ্ত না হন এই অসুসজ্জিত ভোজনগৃহে বাল্যক্রীড়া করিয়া তদপেক্ষা যে তাঁহার অধিক আনন্দ লাভ হইয়াছিল ইহা অনায়াসেই অনুভব হইতেছে। এইরূপ সুমধুর কার্য্য প্রসঙ্গেই মনুষ্যগণের অন্তরাত্মা সুশীতল হয় ও মনোমধ্যে স্বজাতির প্রতি দয়া এবং স্নেহরসের উদ্রেক হয়।

প্রায় সকল ব্যক্তিই কার্য্যবশতঃ বাটীহইতে দূরন্তরে গমন করিয়া অধিক কাল আয়াসজনক কার্য্যোপলক্ষে নিযুক্ত থাকে। বিশেষতঃ এই নিত্য কর্ম্ম পরিজনগণের ভরণপোষণার্থে ও সামাজিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সকলের পক্ষেই কর্ত্তব্য হইয়াছে। যে ব্যক্তি আলস্যবশতঃ উদয়াস্ত কাল কেবল গৃহমধ্যে উপবিষ্ট থাকে, ও পরিশ্রম

হয়ে বহির্গত না হইয়া কেবল বায়ু সেবনে রত হয়, সেই ব্যক্তি কদাচ গৃহের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিতে পারে না। সুখ ভোগ শব্দের অর্থ জানিবার নিমিত্ত তাহাকে কিছুমাত্র বোধসৌকর্য্য দৃষ্ট হয় না। নিয়তঃ যাহার কর্ম্মে এবং মনোমধ্যে কর্ম্ম চিন্তা, ভাবনা নাই সে ব্যক্তি কদাচ সুখের মুখাবলোকনে সমর্থ নহে, অতএব যদি আমরা স্বীয়াবস্থায় সন্তোষচিত্ত না হই তবে পরিণামে আমারদিগের জীবিতাবস্থার অধিক কাল কেবল শোক দুঃখ ও চিন্তাভার বহনজন্য ক্লেশ ভোগ মাত্র হয়। কিন্তু এই সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহের প্রতি এক তাৎপর্য্য দৃষ্ট হইতেছে, সেই তাৎপর্য্য সুখলাভ; এই উক্তির প্রমাণার্থে এক জন রাজপুরুষ যে রাজকার্য্যের গুরুতর ভারে ভারাক্রান্ত তাহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলাম। তাহার বোধে উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হইলেই সুখ হয়। সে এই অভিলাষ সিদ্ধার্থে নানাবিধ ঘোরতর শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করে। এমত ব্যক্তির সুখাভিলাষ যে বিফল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ সে লৌকিকসুখানুসন্ধানপক্ষে ভিন্ন পন্থা ধারণ করিয়াছিল। আমরা আর এক ব্যক্তির কার্য্যপ্রণালি এই স্থলে উদাহরণ স্বরূপে গ্রহণ করিলাম, বিবেচনা কর সেই ব্যক্তি সাংসারিক কার্য্যে তদ্রূপ আগ্রহের সহিত নিযুক্ত আছে। গৃহকর্ম্ম কর্ত্তব্য বোধে সে সেই গার্হস্থলীলা প্রসঙ্গে কাল যাপন করিতেছে কিন্তু তাহার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করা তাৎপর্য্য নহে, সাংসারিক কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিয়া জগতের হিত সাধনই তাহার তাৎপর্য্য মাত্র। সে সুনির্দিষ্ট কার্য্যভার সম্পাদনপূর্ব্বক বিশ্রাম কালে প্রিয়তাজন পরিজনগণের প্রণয় নিলয়ে আগত হয়। সেই স্থানেই

তাহার অন্তঃকরণ আকৃষ্ট আছে ও সেই স্থানেই তাহার আনন্দের আকর স্থাপিত রহিয়াছে। এমত ব্যক্তির সুখ প্রত্যাশায় বঞ্চিত হওয়া দুষ্কর। যদিও তাহার হিত কল্পনা বিফল হয় তথাপি শান্তি সুখের নিগূঢ়স্বরূপ গৃহমধ্যে আগমন করিয়া সে হর্ষচিত্ত হইতে পারে। সে ব্যক্তি যৎপরিমাণে গৃহাশ্রমে অনুরক্ত হয় তাহার তৎপরিমাণে চিত্ত নির্ম্মল হইতে থাকে, গৃহাশ্রম শ্রম নাশের সুকল্পিত যন্ত্রবিশেষ, তৎপ্রভাবে সেই ব্যক্তি সামাজিক কার্য্য সুসম্পন্নে অধিক সক্ষম হইতে পারে। গার্হস্থ ধর্ম্মে কালযাপনে অভিনব সৎকর্ম্ম সাধনে মনোৎসাহ বৃদ্ধি হয়, কেননা তৎকর্ম্মই কেবল মনোৎসাহের আধার স্বরূপ।

সর্ব্বশেষে এইমাত্র বক্তব্য যে সুখ সাচ্ছন্দের প্রত্যাশা থাকিলে জগতের নানাবিধ কার্য্যভারে ও বৈরক্তিজনক কোলাহলে পীড়িত হইয়া গৃহরূপ নিকুঞ্জ ছায়ায় গমন করাই আমারদিগের কর্ত্তব্য। গৃহরূপ সুখদ ধর্ম্মালয়ের শান্তিজনক শক্তি প্রভাবেই আমরা দুর্নিবার্য্য রিপুবল দমন করিতে সক্ষম হই ও পারমার্থিক পথের পথিক হইয়া ধর্ম্মরথে আরোহণক্ষম হইতে পারি। যে কোন অবস্থায় পতিত হই, যে কোন গুরুতর শ্রমজনক কার্য্য সাধনে নিযুক্ত থাকি আমারদিগের সর্ব্বতোভাবে গৃহের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি করা উচিত, এবং অভাবতঃ মানবমণ্ডলির মধ্যে যে কএক জন ব্যক্তির সহিত আমারদিগের অত্যন্ত নৈকট্য সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহারদেরই সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

৩০ পাঠ।

প্রভাতকালে জগদীশ্বরের গুণোৎকীর্ত্তনের শুভ ফল।

প্রভাত সময়ে জগদীশ্বরের গুণানুকীর্ত্তনে কিঞ্চিৎ কাল নিযুক্ত থাকায় যে নিরর্থক সময় নষ্ট করা হয় এই কথা অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক। দৈনিক কার্য্য সম্পাদনার্থে অন্তঃকরণকে প্রস্তুত করাই সময় এবং পরিশ্রমের যথার্থ পরিমিতত্ব। অন্যান্য বিষয় সামান্য প্রযুক্ত যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে জগদীশ্বরের গুণোৎকীর্ত্তন ও তাঁহার স্মরণপূর্ব্বক আত্ম চিত্তকে ভক্তিরসে স্নিগ্ধ করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হয় সেই ব্যক্তিরই অভিষ্ট লাভের অধিক সম্ভাবনা দৃষ্ট হয়। সেই ব্যক্তির পক্ষে সাংসারিক কোন উৎসাহজনক মহৎ প্রসঙ্গে রত হইয়া অভিষ্ট সিদ্ধ করা অনায়াস সাধ্য।

এক দিন গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত রৌদ্রতাপে পথ দিয়া এক-খানি ভাড়াটীয়া গাড়ি যাইতেছিল, সেই গাড়ি যাত্রি লোকেতে পরিপূর্ণ ছিল, আরোহিরা গন্তব্য নগরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে উত্তীর্ণ হওনার্থে অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিতে-ছিল। প্রখর রৌদ্রতাপে শকট সঞ্চালক দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইতে অক্ষম হইয়া কাল বিলম্ব করিতে লাগিল। যাত্রি-গণের মধ্যে প্রায় সকলেই তৎপ্রতি বিরক্ত হইয়া শীঘ্র অশ্ব চালাইতে চেষ্টিত না হওয়াতে মহা আপত্তি করিতে লাগিল। কিন্তু এক জন শকটারোহি যাত্রিক নিস্তব্ধ ও নিরব হইয়া এক কোণের মধ্যে বসিয়াছিল। যদিও এই

ক্লেশাবহ কার্য্যে অবশিষ্ট সকল লোকেই অসুখী ছিল
তথাপি ইহাতে সেই ব্যক্তির কিছুমাত্র বৈরক্তি জন্মাইতে
পারে নাই। অবশেষে বিষম উচ্চ একটা পর্ব্বত উপর
উঠিবার সময়ে ঐ গাড়ি ভাঙ্গিয়া গেল সুতরাং আরোহি-
গণকে সেই প্রচণ্ড রবি কিরণে দগ্ধ হইয়া বহুদূর পদব্রজে
যাইতে হইল। এই অতিরিক্ত নূতন বিপদে পড়িয়া
হইয়া যাত্রিগণের মনোদুঃখ অতিশয় বৃদ্ধি হইল
সুদক্ষ মহোদয় ভিন্ন দলস্থ সকল লোকেই ক্ষুণ্ণ এবং
দুঃখিত হইয়া মহাকষ্টে সেই পর্ব্বতে উঠিতে লাগিল,
কেবল সেই ব্যক্তি প্রফুল্লচিত্তে যাইতেছিল, ও মধ্যে
দলস্থ ব্যক্তিগণকে রহস্য বাক্যে প্রফুল্লিত করণার্থে চে-
ষ্টিত হইল। সকলেই জানিত যে ঐ ব্যক্তি একজন সম্ভ্রা-
প্রধান ধনাঢ্য সওদাগর ও বাণিজ্য কার্য্যে সর্ব্বদা
নিরত, বিশেষতঃ তাঁহার সেই দিবস অত্যন্ত প্রয়োজনী-
কার্য্য ছিল, তজ্জন্য তাঁহার পূর্ব্বাহ্ণে গন্তব্য নগরে উপ-
স্থিত হইবার অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। পথিমধ্যে এই
কালবিলম্ব হওয়াতে তাঁহার মহা ক্ষতি এবং বিড়ম্বনা
সম্ভাবনা, তথাপি যখন সকল লোকেই
চিত্ত ও খিন্ন হইল তখন তিনি অনুদ্বিগ্ন ছিলেন।
শেষে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এরূপ বি-
কালে কিরূপে ধৈর্য্য এবং সুস্থিরচিত্ত হইয়া
তিনি প্রতিবচন প্রদান করিলেন, আমার এই
উত্তীর্ণ হইবার ক্ষমতা নাই, আমি পরমেশ্বরের
আমার কার্য্য রক্ষণের ভার প্রদান করিয়াছি,
তিনি এমত ইচ্ছা করেন যে আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে
যাইতে পারিব না তবে তাহা আমার ধৈর্য্য এবং

-দের সহিত সহ্য করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই আমি ধৈর্য্য, ও শরণাপন্ন এবং এইরূপ প্রফুল্লিত আছি। যে দিন সকলের পক্ষে মহা দুর্দিন বোধে শোক বিলাপে গত হইল সেই দিন তিনি কৃতজ্ঞতারসে মগ্ন হইয়া মহাসুখে গত করিলেন। এবং যখন কালবিলম্বে নগরোত্তীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তাঁহার প্রশান্তচিত্ত ও মনস্থির থাকাতে অনায়াসে কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে সক্ষম হইলেন।

৩১ পাঠ।

পার্ক সাহেবের উপাখ্যান।

একদা আফ্রিকার মধ্যস্থলের বালুকারণ্য দর্শনার্থে সুবিখ্যাত দেশভ্রামক পার্ক সাহেব তৎ স্থানে আগত হইয়া দস্যুদলের হস্তে পড়িলেন. দস্যুগণ তাঁহার ধন সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাঁহাকে বিবস্ত্র করত দুঃসহ রৌদ্রবাতে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল। এইরূপ দৌর্ভাগ্য ও দুর্দশাগ্রস্ত নির্জ্জন স্থানে প্রপতিত, বিদেশগত, অজ্ঞাত ও অপরিচিত অবস্থায় শ্রীযুত পার্ক সাহেব এই ভয়ানক সময়ে নিবিড় প্রান্তর মধ্যে, বিবসন, ধন-জন-হীন, চতুষ্পার্শ্বে হিংস্রক পশু পরিবেষ্টিত, মনুষ্যগণ পশ্বাপেক্ষা হিংস্রক, ও নিকটাবর্ত্তি স্বদেশস্থ ব্যক্তিগণের বসতিহইতে অর্দ্ধাধিক দুই শত ক্রোশ দূরস্থিত হইলেও ধর্ম্মানুগত রমণীয় শান্তিরসে তাঁহার মন স্নিগ্ধ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ সেই বিপৎকালেও তিনি এক প্রকার ক্ষুদ্রতর শৈবালের (ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিজ বা কোড়কের) প্রস্ফুটিতাবস্থায়

অসামান্য সৌন্দর্য্য দর্শনে আনন্দিত ও মোহিত হইলেন, ও নেত্রযুগলে তাহার মরণীয় শোভা নিরীক্ষণ করত আপনার বিপন্নাবস্থা ক্ষণকাল বিস্মৃত হইলেন। সেই তরু, আত্যান্তিক ক্ষুদ্র কিন্তু অসামান্য কোমলপ্রযুক্ত তাহাহইতে নিম্নলিখিত ভক্তিভাব উদ্রিক্ত হইল। যে প্রধান পুরুষ এই অদ্ভুত রমণীয় কোমল তরু সুরক্ষাপূর্ব্বক পূর্ণাবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন তিনি ইহাপেক্ষা বহু প্রধান কার্য্য সাধক মনুষ্যজাতিকে কি পরিত্যাগ করিবেন? সৃষ্টিকার্য্যের কোন বস্তু কি ক্ষণকালও সেই জগৎপাতার নেত্র পথের বহির্ভূত হইতে পারে? এই বিষয় ভাবিতেং তাহার মনে মধ্য শোকান্ধকার নাশার্থে যেন সান্ত্বনাস্বরূপ উজ্জ্বল প্রভা উদিত হইল। তিনি ইতিপূর্ব্বে যে অবস্থায় পতিত ছিলেন তাহা যদি একবার মাত্র আলোচনা করিয়া দেখিতেন তাহা হইলে তাঁহার তদবস্থায় জীবন ধারণ অসাধ্য হইত। পূর্ব্বে তাঁহাকে যে জগতপিতা রক্ষা করিয়াছিলেন সেই বিপদভঞ্জন পরমেশ্বরকর্ত্তৃক তিনি এক্ষণেও রক্ষিত আছেন, ও পরিণামে তিনিই রক্ষা করিবেন ইতি বিবেচনায় তাঁহার মনে জগদীশ্বরের করুণার প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস হইল। অবশেষে উক্ত মহোদয় হঠাৎ গাত্রো-ত্থানপূর্ব্বক ক্ষুধা তৃষ্ণা তুচ্ছ বোধে গমনোদ্যত হইলেন ও চরণ চালনপূর্ব্বক এক ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলেন তথায় তিনি অতিথিরূপে গৃহীত হইয়া গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইলেন।

অন্য এক সময়ে পার্ক সাহেব কোন পল্লিগ্রামে আশ্রয় না পাইয়া সমস্ত দিন নিরাহারে এক বৃক্ষতলে বসিয়া-ছিলেন। সূর্য্যাস্তকালে তিনি যখন তদবস্থায় রাত্রি যাপ-

নের উদ্যোগ করিতেছেন ও অশ্বকে অবারিতরূপে তৃণ ভোজনার্থে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন এমত কালে এক রমণী কৃষিকর্ম্মহইতে প্রত্যাগতা হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হওত তাঁহাকে দর্শনার্থে দণ্ডায়মান হইল। ঐ স্ত্রী তাঁহাকে অতি বিষন্নবদন ও শ্রান্তিযুক্ত দেখিয়া তাঁহার অবস্থার বিষয় জিজ্ঞাসা করিল; ও তদুত্তর শ্রুত হইয়া তাঁহার অশ্ব সজ্জা গ্রহণ করিয়া অশ্বের রজ্জু ধরিয়া পার্ক সাহেবকে সমভিব্যাহারে আসিতে কহিল। সেই স্ত্রী স্বীয় কুটীরে উপস্থিত হইয়া প্রদীপ জ্বালিয় গৃহমধ্যে একটি মাদুর পাতিয়া সেই রাত্রি তাঁহাকে তদুপরি অবস্থান করিতে কহিল। উক্তা স্ত্রী আরো একটি অর্দ্ধ ভর্জ্জিত উত্তম মৎস্য তাঁহাকে ভোজনার্থে প্রদান করিল; এইরূপে আতিথ্য কার্য্যের সমাধা করিয়া গৃহস্থিত স্ত্রীলোকগণকে কাটনা কাটিবার নিমিত্তে আহ্বান করিল, তৎকার্য্যে তাহারা অধিক রাত্রিপর্য্যন্ত নিযুক্তা ছিল। রমণীরা পরিশ্রম ক্লেশ বিস্মরণার্থে গান করিতে লাগিল, তন্মধ্যে একটি গান নূতন রচিত হইয়াছিল, পার্ক সাহেবই তাহার মূল প্রস্তাব। তাহার ভাব অতি সুমধুর এবং পরিষ্কার, অবিকল শব্দানুযায়ি অনুবাদপূর্ব্বক নিম্নে লিখিত হইল। "পবন গর্জ্জিতেছে আর বৃষ্টি পড়িতেছে। দরিদ্র শ্বেত মনুষ্য অতি শ্রান্ত হইয়াছে॥ আমাদের বৃক্ষতলে আসিয়া বসিল। তাহার দুর্দশা দেখে দয়া উপজিল॥ না আছে জননী তার দুগ্ধ দেয় আনি। খাদ্য দ্রব্য দিতে তার না আছে রমণী॥ আমরা শ্বেত মনুষ্যকে করুণা করিব। তার দুঃখ মোচনার্থে চেষ্টিত হইব॥ না আছে জননী তার দুগ্ধ দেয় আনি। খাদ্য দ্রব্য দিতে তার না আছে রমণী॥"

যদ্যপি পার্ক সাহেবের তৎকালে সেই সদয়া স্ত্রীকে পুরস্কার প্রদানের ক্ষমতা থাকিত তবে তিনি অসাধারণ সন্তোষের সহিত মনোবাসনা পূর্ণ করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তৎকালে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত দারিদ্র্য ছিল, তাঁহার অঙ্গরাখায় কেবল চারটি পিত্তলের বোতামমাত্র ছিল, তাহার দুইটি বোতাম ঐ স্ত্রীকে প্রদান করিলেন, বিবেচনা করি ইহাতে সেই স্ত্রী আপনার সৌজন্য ব্যবহারের উপযুক্ত পুরস্কার বিবেচনা করিয়াছিল ।

৩২ পাঠ ।

সন্তোষচিত্ত ভিস্তির বিষয় ।

এক জন সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তি টেম্‌স নদীর এক জ পার্শ্বিক ভিস্তির সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, ক আলাপে তিনি জানিতে পারিলেন যে রবিবারে উ বারিবাহক কর্ম্ম করে না, ও ভরণ পোষণের নি কেবল তাহার পরিশ্রমই ভরসা স্থল জানিয়া কহিলে "ভাল, তোমার উপার্জ্জন এত অল্প, তুমি তো অধিক টা সঞ্চয় করিতে পার না, তুমি বয়োবৃদ্ধি অনুসারে কি স বাসনাও কর না, তোমার যেরূপ ব্যবসায় তাহাতে লোক শীত বাতে ও রৌদ্র তাপে সর্ব্বদাই থাকিতে হয়, তা তে তোমার পীড়িত হওয়া অসম্ভব নহে। দেখ, তাহা হই তোমার দেহ রক্ষার্থে কিছুমাত্র অর্থ সঞ্চিত থাকিবে ন। ভিস্তি কহিল, "না, মহাশয় আমি জগদীশ্বরের তন্ডার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছি । বিবেচনা

তিনি আমাকে যে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছেন আমি তৎকর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র, আর আমি নিশ্চয় জানি, তিনি যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা কদাচ অযোগ্য নহে, তজ্জন্য আমি সন্তোষচিত্তে কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার গুণানুবাদ করিয়া থাকি।"

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কহিল, তথাপি পীড়া হইলে কিম্বা বৃদ্ধকালে তোমার যে খাদ্য দ্রব্যাদি আবশ্যক হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া তোমার মনে কি কিছু ব্যাকুলতা জন্মে না। তিনি প্রতিবচন প্রদান করিয়া কহিল, না মহাশয়! তাহা ভাবনা করা আমার কার্য্য নহে। ভবিষ্যৎ কালের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই, তাহা পরমেশ্বরের অধিকার, আমি স্থির জানি, যে যদ্যপি আমি তৎপ্রতি ভক্তি রাখিয়া তদীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম মনোযোগপূর্ব্বক সমাধা করি তাহা হইলে আমার বৃদ্ধাবস্থায় তিনি যেরূপে আমাকে প্রতিপালন করা উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপেই আমাকে প্রতিপালন করিবেন। এই বারিবাহক সর্ব্বদা দরিদ্রগণের প্রতি অত্যন্ত দানশীলতা প্রকাশ করিত। তাহার সর্ব্বত্রই পরোপকার করা রীতি ছিল, সে কহিত আপনার ব্যয় নির্ব্বাহের উপযুক্ত অর্থ প্রাপ্তি হইলে অন্যের উপকারার্থে পরিশ্রম করা মনুষ্যের উচিত।

৩৩ পাঠ।

জন্ ফ্রিদরিক ওবরলিন্।

১৭৪০ সালে স্ত্রাস্বর্গনগরে জন্ ফ্রিদরিক ওবরলিন নামক এক ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার

যদিও আয়ের সল্পতা ছিল তথাপি তিনি প্রতি শনি- বাসরে পুত্রগণের নিজ ব্যয় নিমিত্তে প্রত্যেককে এক আনা করিয়া প্রদান করিতেন, এই ঘটনার উপলক্ষে ফ্রিদরিকের বাল্য চরিত্রে ভাবি মহৎ গুণের চিহ্ন- স্বরূপ এক মনোহর উপাখ্যান কথিত আছে। ওবরলিন জানিতেন যে পিত্রালয়ে মাংস কিম্বা রোটি-যোজকের ঋণ পত্র আনীত হইলে তাঁহার পিতা অত্যন্ত সারল্য স্বভাবপ্রযুক্ত তাহা অবিলম্বে পরিশোধ করিতেন, এই নিমিত্তে ওবরলিন তৎকালে পিতৃ-বদন নিরীক্ষণ করিয়া যদ্যপি পিতার ম্লান বদন দৃষ্টে অর্থাভাব জানিতে পারিতেন তবে অতিশীঘ্র ধাবমান হইয়া আপনার সঞ্চিত অর্থের বাক্সের নিকটে গমন করিতেন, ও প্রফুল্ল বদনে ফিরিয়া আসিয়া প্রেমাস্পদ পিতৃ হস্তে সঞ্চিত ধন অর্পণ করিতেন।

কিন্তু তিনি বাল্যকালাবধি যে সমস্ত সৌজন্য ও বদান্যতার চিহ্ন প্রদর্শনদ্বারা অসামান্য প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার সহস্রং দৃষ্টান্ত মধ্যে এই একটি উদাহরণ বর্ণিত হইল। তিনি নম্রশীলতার একান্ত অনুগত ছিলেন ও যখন পীড়িত বা দুঃখিত জনের দুঃখ মোচনের সুযোগ পাইতেন তখন অপূর্ব্ব আনন্দরসে মগ্ন হইতেন। একদিন তিনি বাজারের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার সঞ্চিত অর্থের বাক্স প্রায় পরিপূর্ণ ছিল, পথিমধ্যে কোন পল্লিগ্রামবাসিনী মস্তকে অণ্ডের ডালা লইয়া যাইতেছিল। কতক গুলি দুষ্ট বালক তাহাতে হঠাৎ আঘাত করিয়া সেই ডালা ফেলিয়া দিল। তাহাতে সেই স্ত্রী নিরতিশয় বিষাদিতা ও দুঃখিতা হইয়া রোদন করিতে

শাগিক, ওবরলিন তৎক্ষণাৎ বালকগণকে অত্যন্ত ক্রোধের সহিত তিরস্কার করিলেন, এবং বাটীতে ধাবমান হইয়া আপনার সঞ্চিত অর্থের বাক্স আনিয়া ঐ স্ত্রীলোকের হস্তে সমুদায় মুদ্রা ঢালিয়া দিলেন।

আর এক দিন তিনি স্ট্রাসবর্গনগরের বাজারের মধ্যে কোন বস্ত্র বিক্রেতার পণ্যশালার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। তথায় এক জন স্ত্রীলোক একখানি বসন ক্রয়ের একান্ত মানসে তাহার মূল্যের কিঞ্চিৎ ন্যূনতা করিতে চেষ্টিতা ছিল। সেই স্ত্রীর নিকটে ঐ বস্ত্রের যাচিত মূল্যের অপেক্ষা দুই মুদ্রা অভাব ছিল সুতরাং সম্পূর্ণ মূল্য প্রদানে অশক্তা হইয়া প্রায় প্রত্যাগমনে উন্মুখ হইল। ফ্রিদরিক সেই স্থানে কার্য্যচ্ছলে দণ্ডায়মান হইয়া ঐ স্ত্রীর প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন- সে প্রত্যাগত হইবামাত্র সেই বস্ত্র বিক্রেতার হস্তে দুই মুদ্রা অতি গোপনে প্রদান করিয়া তাহার কর্ণে বলিয়া দিলেন ঐ স্ত্রীলোককে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়া সেই বসন তাহাকে প্রত্যর্পণ কর; পরে সেই স্ত্রীর প্রত্যুপকারসূচক নমস্কারের প্রতীক্ষা না করিয়া তথাহইতে পলায়ন করিলেন।

ফ্রিদরিকের এই উৎকৃষ্ট স্বভাব পিতা মাতার প্রযত্নেতেই উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, বিশেষতঃ তদুভয়ের তাঁহাদিগের সদুপদেশ ও ধার্ম্মিকতার দৃষ্টান্তসকল সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল। অনেক সময়ে ফ্রিদরিক স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাঁহার উৎকৃষ্ট বিষয়ে অনুরাগ ও কায়মনে পরোপকারে নিযুক্ত হওয়া কেবল আপনার ধর্ম্মাশ্রিতা সর্ব্বগুণান্বিতা মাতার উপদেশে ঘটিয়াছে। তাঁহার জননী অতি অলোক-সামান্যা রমণী

ছিলেন, এবং সর্ব্বদা সন্তানগণকে বিশিষ্টরূপে ঈশ্বর ভক্ত ও ধর্ম্মানুরক্ত করণার্থে চেষ্টিতা ছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে বালকগণ যখন পিতৃ অঙ্কিত চিত্র লইয়া তাহার অনুকরণে নিযুক্ত থাকিত তখন তিনি তাহাদিগকে একত্র করিয়া সকলের নিকটে উচ্চৈঃস্বরে কোন সদুপদেশ-দায়ক নীতি পুস্তক পাঠ করিতেন। এক দিন এইরূপ পাঠ করাতেই বালকেরা বিদায়কালে প্রিয়োত্তমা জননীর নিকটে একটি ভক্তিরসের সঙ্গীত শুনিতে ইচ্ছুক হইল, বালকগণের এইরূপ ইচ্ছা তিনি সদতই পূর্ণ করিতেন এই ভক্তি উদ্দীপক সঙ্গীত শ্রবণের পরদিনেই পুত্রের জগদীশ্বরের গুণোৎকীর্ত্তন শ্রবণার্থে নানাবাসনা প্রকাশ করিল। এইরূপে ক্রমেং শৈশবগণের মন ধর্ম্মপথে আনীত হইল যে পথে সন্তানগণকে আনয়নার্থে জগদীশ্বর অনুমতি করিয়াছেন।

৩৪ পাঠ।

ওবরলিনের গল্পের অবশিষ্টাংশ।

ওবরলিনের বিদ্যাভ্যাস সমাপন হইল বিশেষতঃ যে চিকিৎসাশাস্ত্র ও অস্ত্র চিকিৎসায় নৈপুণ্য হইবায় পরিণামে তাঁহার মহদুপকার ঘটিয়াছিল ও যদ্দারা প্রতিবাসিগণের হিত সাধনে সমর্থবান হইয়াছিলেন সেই বিদ্যাভ্যাসানন্তর তিনি ২৭ বৎসর বয়ক্রমকালে এক উচ্চতর সঙ্কীর্ণ পর্ব্বত মধ্যস্থানে বান্দিলে-রোচনামক স্থাননিবাসি বলদযচ্নামক এক ব্যক্তির পীড়া আরোগ্য

করণার্থে নিযুক্ত হন। তিনি যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন সেই ব্যবসা ভিন্ন প্রতিবাসিগণের উপকারার্থে দেহাধারে অন্যান্য অনেক গুণ ধারণ করিতেন তাঁহার প্রতিবাসিগণের অবস্থানুসারে তত্তুল্য দেশহিতৈষুক ব্যক্তির দ্বারা উপকৃত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল।

উক্ত পর্ব্বত মধ্যে কেবল একশত গৃহস্থের বসতি ছিল। তথাপি এই অত্যল্প লোকের খাদ্যোপযুক্ত দ্রব্যজাত তথায় প্রচুররূপে উৎপন্ন না হওয়াতে তাহারা অতিকষ্টে দিনপাত করিত। তন্নিবাসি লোকেরা অতি অসভ্য ও কঠোর স্বভাববিশিষ্ট ছিল, বিশেষতঃ তাহাদের জাতীয় ভাষার বৈচিত্রবশতঃ ও গুপ্তস্থানে বাসপ্রযুক্ত জগতের অন্যজাতীয় লোকহইতে স্বাতন্ত্র্য ঘটিয়াছিল; তত্রস্থ কৃষি লোকের কৃষিকার্য্যের সামান্য অস্ত্রাদিতেও অজ্ঞতা ছিল। পূর্ব্ব পুরুষেরা কৃষিকর্ম্ম যেরূপে নির্ব্বাহ করিত তাহারা তৎপ্রথার অতিরিক্ত কিছুমাত্র জানিত না। সে যাহাহউক ওবরলিন বিবেচনা করিলেন যে যদ্যপি বিধিমত চেষ্টিত হয়েন তবে তাহাদের বিশ্বাসভাজন হইতে পারিবেন, সেই প্রত্যাশায় তিনি তাহাদের উপকারার্থে স্বোপার্জ্জিত বিদ্যা বুদ্ধি নীতিজ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে মানস করিলেন, ও যে সমস্ত সুনিয়ম, ও সদাচার প্রথা তিনি স্ত্রাসবর্গ নগরে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন সেই সকল বিষয় প্রতিবাসিগণের উন্নতির কারণ ও সাধারণের কল্যাণার্থে প্রয়োগ করিতে স্থির করিলেন।

পার্ব্বতবাসিরা প্রথমে তাঁহার হিত কল্পনা এবং সদভিপ্রায় অনুভব করিতে সক্ষম হইল না। কারণ অজ্ঞ লোকেরা সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা

একান্তরূপে তাঁহার অবাধ্য হইয়া পূর্ব্বাচার পরিবর্ত্তনে কখনই সম্মত না হইয়া প্রস্তাবিত নূতন নিয়ম অগ্রাহ্য পূর্ব্বক বর্ব্বরের ন্যায় পূর্ব্ব প্রচলিত কুনিয়মের ক্রীতদাস হইয়া রহিল। কৃষকেরা কোন সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার প্রাণনাশের নিমিত্তে কুমন্ত্রণা করিয়াছিল, অপর এক সময়ে তাহারা তাঁহাকে পিপার মধ্যে আবদ্ধ করিতে স্থির করে কিন্তু তিনি অত্যন্ত সাহসপূর্ব্বক তাহাদের সম্মুখবর্ত্তি হইয়া স্বীয় অতুল্য নম্রশীলতায় তাহাদের পাষাণচিত্ত আর্দ্র করিয়াছিলেন। তিনি এইমাত্র করিয়াই যে ক্ষান্ত হইলেন এমত নহে, তাহাদিগকে স্বস্ব হিতকার্য্যে স্বয়ং সচেষ্ট হইতে প্রবৃত্ত করাইলেন, ও কার্য্যোপযোগি জ্ঞান[illegible] ও কার্য্য সাধনার্থে সিদ্ধোপযুক্ত পরিশ্রমের বিশেষ[illegible] নানাপ্রকারে দেখাইলেন। এই পর্ব্বতবাসিরা বি[illegible] প্রকারে বর্ব্বর ছিল, যেরূপ সুসভ্য লোকের সহিত আ[illegible] পরিচয়ে অসভ্যের মধ্যে সভ্যতার উদয় হইয়া থাকে [illegible] পে তিনি তাহাদিগকে সভ্যতার সোপানে স্থাপন [illegible] তে স্থির করিলেন। প্রাগুক্ত বান্দিলেরোচনামক [illegible] সুপ্রসস্ত রাজপথ ছিল না। যে সঙ্কীর্ণ পন্থা পর্ব্বতে [illegible] হইয়াছিল তাহাও স্থানে২ নির্ঝর স্রোতে ভঙ্গ এবং [illegible] রিস্থ পতনোন্মুখ প্রস্তরহইতে প্রপতিত মৃত্তিকাস্তূপে[illegible] তাহা অগম্যপ্রায় হইয়াছিল। ব্রুচ-নদী যাহা ঐ [illegible] মধ্যে প্রবাহিতা ছিল তাহার উপর সেতু ছিল না। [illegible] মধ্যে২ পদবিক্ষেপ স্থানে প্রস্তর খণ্ড নিক্ষিপ্ত ছিল। [illegible] অগম্য প্রদেশের অত্যল্প ক্রোশান্তরে বহু ধন সম্প[illegible] জ্ঞানাকীর্ণ এবং সভ্যতার প্রভায় পরিপূর্ণ স্ত্রাসবর্গ[illegible] বর্ত্তমান ছিল। ওবরলিন সেই নগরের সহিত বা[illegible]

পাচের মিলনার্থে এক প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিতে মানস
করিলেন উক্ত নগরীতে ভিন্নদেশজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ
তাঁহার এক হট্ট স্থাপনের কল্পনা ছিল। ঐ আপণদ্বারা
অনেক উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি তাহাদিগের অবস্থার উন্নতির
নিমিত্তে বিনিময়দ্বারা আনয়নার্থে স্থির করিলেন। পরে
ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে
আপনার মনোভিপ্রায় প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন যে তোম-
রা এই পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া নদীকূলে এক সুগম্য পথ
প্রস্তুতার্থে একাধিক অর্দ্ধক্রোশ প্রাচীর নির্ম্মাণ কর, আর
নদীর উপরে একটী সেতু প্রস্তুত কর। জনসেরা এক-
বাক্য হইয়া বলিল যে ইহা মনুষ্যের সাধ্য নহে অপিচ
সকল ব্যক্তিই এইরূপ অযুক্তি সিদ্ধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে
না আপত্তি উপস্থিত করিল। তবে তিনি এই বাধা
খণ্ডনার্থে তাহাদের প্রতি নানাবিধ যুক্তি প্রয়োজক
বাক্য কহিলেন, তাহাদিগের সহিত এতদ্বিষয়ে তর্ক করিতে
ও যত্ন করিলেন, স্ত্রী পুত্রবন্ধু পরিবারগণকেও এতৎ কা-
র্য্যের ঔচিত্য দর্শনার্থে অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন
কিন্তু কিছুতেই কোন ফল দর্শিল না। অবশেষে স্কন্ধে
একখানি খাসি লইয়া স্বয়ং এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন তাঁ-
হার বিশ্বাসি ভৃত্যগণও সাহায্যার্থে গমন করিল। অচিরাৎ
তিনি বেতনাকাঙ্ক্ষি কর্ম্মচারিগণেরও সাহায্য পাইলেন।
ফলতঃ এতদ্বিষয়ে তিনি এতাদৃশ মনোযোগী হই-
লেন যে কণ্টকে তাঁহার হস্ত পদাদি ক্ষত বিক্ষত কিম্বা
পাহাড়হইতে প্রস্তর খণ্ড নিপতিত হইয়া তাঁহার শরীরে
বহুঃ আঘাত লাগিলেও তিনি ক্লান্ত হইলেন না। বরং
সমূহ উৎসাহের সহিত আপনার সঞ্চিত সমুদায় অর্থ এই

কার্য্যে ব্যয় করিলেন। পরে স্বীয় বন্ধুগণের নিকটে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং যে সকল লোক অস্ত্রব্যবহারে সম্মত হইল তাহাদিগের নিমিত্তে কার্য্যোপযুক্ত অস্ত্রসকল আনয়ন করাইলেন। রবিবাসরে উক্ত সদুপদেশক ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষাদানার্থে নিযুক্ত থাকিতেন। সোমবারে সূর্য্যোদয়কালে গাত্রোত্থান করিয়া দেশোপকারিতার মহৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হওত সম্পূর্ণ উৎসাহ সহ আপনার দল বল সমভিব্যাহারে তৎ প্রদেশে সভ্যতার স্বভাবজাত পরম শত্রু পর্ব্বত বিনাশার্থে যাত্রা করিতেন। তিন বৎসর মধ্যে ঐ পথ প্রস্তুত ও সেতু নির্ম্মিত হইল এবং স্ত্রাস্বর্গ নগরের সহিত স্বগ্রাম পথের সংযোগ হইল।

৬৫ পাঠ।

ওবরলিনের ইতিহাসের অবশিষ্টাংশ।

নির্দ্ধনের সহিত ধনবানের ও অসভ্যের সহিত সভ্যের সংমিলনে যেরূপ মহৎ ফলের সম্ভাবনা তাহা অচিরেই সকলের হৃদ্‌গম্য হইল। বান্দিলে-রোচ প্রদেশস্থ ব্যক্তিগণ অভিনব কর্ম্মণ্য অস্ত্রসকল প্রাপ্ত হইলে ওবরলিন তাহাদিগের সন্তানগণকে ভূমি কর্ষণ ও অন্যান্য ব্যবসায় শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এবং বালকবৃন্দকে স্ত্রাসবর্গনগরে সূত্রধর ও কর্ম্মকার এবং শকটকারের নিকটে তত্তৎ ব্যবসায় শিক্ষার্থে ছাত্ররূপে নিয়োগ করাইলেন। কতিপয় বৎসরমধ্যে যে সমস্ত

শিল্পকার্য্য বা শিল্পবিদ্যা তৎপ্রদেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল তাহার প্রবল চর্চ্চা উপস্থিত হইল। কার্য্যসাধক অস্ত্র সকল সদবস্থায় রক্ষিত হইল, চক্রযুক্ত শকটসকল সাধারণ হইল এবং কদর্য্যাকার কুটীর সকলের বিনিময়ে শ্রেণীবদ্ধ গৃহসকল নির্ম্মিত হইল, এই সমস্ত মহৎ সুপরিবর্ত্তনের মহা ফল হৃদয়ঙ্গম হইবায় তত্রস্থ ব্যক্তিনিকরে উক্ত সদুপকারক মহাত্মাকে অপরিসীম সম্ভ্রমসহ সম্মান করিতে আরম্ভ করিল।

ওবর্‌লিন এপর্য্যন্ত তদ্দেশীয় ব্যক্তিগণের কুসংস্কারশোধনে সক্ষম হন নাই। বিদ্যাভ্যাসবিষয়ে বাল্য দোষেচরাসি ব্যক্তিদিগের এপর্য্যন্ত বিতৃষ্ণা ছিল। উপদেশ শিক্ষা প্রায় কেহই গ্রাহ্য করিত না, সম্পূর্ণ অসভ্যতাযুক্ত হরজনক বিষয় বিপরীত ভাবিত। ওবর্‌লিন যখন তাহাদিগকে অনুর্ব্বরা ভূমি কর্ষণে উত্তম উপায় শিক্ষা দিতে প্রবর্ত্ত হইলেন তখন তৎ কথায় কেহই মনোযোগী হইল না বরং উক্ত অজ্ঞান অসভ্য কৃষকবৃন্দ স্বাভাবিক কুসংস্কারবশতে উপহাসপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিল, "যে ব্যক্তির জন্মভূমি ও বিদ্যাভ্যাস নগরমধ্যে সে শস্যক্ষেত্রের কি জানিবে"। তাহাদের সহিত বিচার করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল জানিয়া ওবর্‌লিন দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। ওবর্‌লিনের অধিকৃত বৃক্ষোদ্যানের ভূমি সকল অত্যন্ত অনুর্ব্বরা প্রযুক্ত তাহা উত্তমরূপে খনন এবং কর্ষণ ও খাত খনন করত পারিপাট্য করিলেন, তাহাতে যে ফলোদয় হইবে তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে জানিতেন সুতরাং সম্পূর্ণ বিজ্ঞতার সহিত বৃক্ষোদ্যানসকল ফলশালি করিয়া প্রস্তুত করিলেন।

উক্ত বৃক্ষসকল এতাদৃশ উত্তমরূপে তেজশালী হইল যে তদ্দৃষ্টে তত্রস্থ ব্যক্তিনিকরে আশ্চর্য্য ভাবিয়া তাহার কারণ কি জানিবার নিমিত্তে ঐ ধর্ম্মোপদেশক সমীপে সমাগত হইল। ওবরলিন তাহাদের নিকটে আপনার কৌশল সকল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিলেন ও আপনার বৃক্ষোদ্যানহইতে কলম সকল প্রস্তুত করিয়া প্রদান করিলেন। অতি শীঘ্র বৃক্ষোদ্যান ও কলম রোপণ তৎপ্রদেশের রীতি হইল, কতিপয় বৎসরের মধ্যে অনাচ্ছাদিত ও কুৎসিত আকার কুটীরসকলের চতুষ্পার্শ্বে উত্তম২ ফলশালি বৃক্ষো- দ্যান প্রস্তুত হইল, তত্রস্থ জনসমূহের প্রধান খাদ্য কেবল গোলআলু, কিন্তু তৎপ্রদেশে তাহার বীজ এতাদৃশ অপ- কৃষ্ট হইয়াছিল যে ক্ষেত্রমধ্যে অতি অল্পাংশ উৎপন্ন হইত কৃষকেরা স্থির করিয়াছিল যে ভূমির দোষেই এইরূপ হইতেছে কিন্তু ওবরলিন তৎপরিবর্ত্তে নূতন বীজ আনয়ন করিলেন। ঐ পার্ব্বত্য ভূমি এই বীজ উৎপাদনার্থে বি- শিষ্টরূপে উপযুক্ত ছিল সুতরাং ঐ মহাশয় ধর্ম্মোপদে- শকের রোপিত বীজ উত্তমরূপে বৃদ্ধি হইল। ওবরলিনের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তে পুনর্ব্বার সকলের বোধোদয় হইবায় ঐ প্রদেশে বহুল গোলআলু বীজ আনীত হইল। এইরূপে ওবরলিন ক্রমে২ দৃষ্টান্তদ্বারা লবঙ্গ ও শণ এবং অন্যা- ন্য বৃক্ষ রোপণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ তাহাদের কুসংস্কার বিনষ্ট হয় অনুপকারি গোচার ভূমি বহুপকারি বৃক্ষোদ্যানে পরিবর্ত্তিত হইল। ঐ সম্প্রদায়ি সুশিক্ষিত কৃষিগণের ভূমিকর্ষণ ও উর্ব্বরা ভূমি প্রস্তুত করণের কৌশল সকল তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন, এইরূপে তাহারা সকল

উপকারে পরিণত করিতে শিক্ষিত হইল। ওবরলিন যে উপদেশ বাক্য সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেন তাহা এই "কোন বস্তু না নষ্ট হয়"। তিনি কৃষি কার্য্যের উন্নতির কারণ সভা সংস্থাপনপূর্ব্বক সুনিপুণ কৃষকগণের উৎসাহার্থে পুরস্কার দানের রীতি করিলেন। ওবরলিন এইরূপে বান্দিলে-রোচ প্রদেশের ধর্ম্মোপদেশ ভার গ্রহণ করিয়া দশবৎসর মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চ পল্লিস্থ ব্যক্তিগণের স্ট্রাসবর্গ নগরে গমনাগমনার্থে পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন ও ঐ পার্ব্বতীয় দরিদ্রগণকে অনেকানেক উপকারজনক শিক্ষাকার্য্য উপদেশসহ কৃষিকার্য্যের উন্নতি উপায় জ্ঞাত করিয়া দিয়াছিলেন ও তৎকর্ত্তৃক কৃষিকার্য্যের প্রতি পরম্পরাগত অন্ধকথা দূর হইয়া কৃষিবিদ্যা ব্যবহারানুগত হইয়াছিল। বিদ্যাভ্যাস দ্বারা যে বিস্তীর্ণ ফল উৎপন্ন হয় তাহার

৩৬ পাঠ।

ওবরলিনের ইতিহাসের অবশিষ্টাংশ।

ওবরলিন এতৎ পল্লিস্থ বালকবৃন্দের বিদ্যোন্নতি নিমিত্তে যেরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা কেবল তাহাদিগের প্রয়োজনোপযোগি মাত্র, যদ্দ্বারা তাহাদিগের উপস্থিত দুরবস্থা দূর হওনার্থে বিশেষ উপকার হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ দিয়া ধার্ম্মিকতার মনোহর ভাব মনোমধ্যে প্রবলরূপ উদয় করিয়া দিতে চেষ্টিত হইলেন। ফলত

তাঁহার বিদ্যালোচনাদ্বারা বহু ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। যৎকালে ওবরলিন এতৎ প্রদেশে আগত হন তৎকালে এতদ্দেশে পূর্ব্বপুরুষকৃত এক কুটীর মধ্যে বালকবৃন্দ বিদ্যা অভ্যাস করিত সেই কুটীরও ভগ্নাবস্থায় পতিত ছিল। কিন্তু বিদ্যালয়ের নিমিত্তে নূতন অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রস্তাব প্রজাগণকে বলা বৃথা, তাহারা বিবেচনা করিত যে সেই জীর্ণ কুটীরই তাহাদিগের উপস্থিত অবস্থার উপযুক্ত। ওবরলিনও আপনার দেশোপকারিতার অভিপ্রায় হইতে নতাস্তর হইবার পাত্র নহেন সুতরাং তিনি স্বামবর্গবাসি বন্ধুগণ সমীপে এতদ্বিষয় বিজ্ঞাপন করিলেন, ও এই বহু অর্থ সাধ্য ব্যাপার আপনার হস্তে গ্রহণ করিলেন। অনধিক কালমধ্যে বাল্‌লেরোচ নগরে এক নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হই বিদ্যালয়ার্থে ব্যবহার্য্য হইল। এই দৃষ্টান্তের অনুগা হইয়া অপর পল্লি চতুষ্টয়ে যাহাদিগের নিবসতি তাহার এইরূপ বিদ্যালয় সকল ইচ্ছাপূর্ব্বক নির্ম্মাণ করি ওবরলিন তৎকালে শিক্ষাদানের নিমিত্তে শিক্ষক গ্রহ করণে সমূহ যত্নবান হইলেন ও তৎপ্রদেশের সমুদ বালক যাহাতে বিদ্যালয়ে পরিগৃহীত ও সুশিক্ষিত হইতে পারে তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকা পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশে যত দূর বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করা হই ছিল তিনি তাহাপেক্ষা শিক্ষাদানের সীমা বৃদ্ধি করি ছিলেন। তিনিই শিশু শিক্ষালয়ের প্রথম স্থাপনকর্ত্তা ওবরলিন বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে বালকেরা অ সুকুমার শৈশবাবস্থাহইতে শিক্ষণীয়, কেননা মানবমণ্ড তে বিদ্যাশিক্ষার যে কাল সুপ্রসস্ত বিবেচনা হয় তাহা

অনেক পূর্ব্বে কুসংস্কার ও অজ্ঞানসম্বন্ধীয় বালকগণের চিত্তা-
দের কতক পঙ্কে পূরিত হয়। বিশেষতঃ বালকগণ শৈশবকা-
ল যেরূপ সংস্কার প্রাপ্ত হয় পরিশেষে বিদ্যাভ্যাসে সেরূপ
সহজেই লাভ করিয়া থাকে, তন্নিমিত্ত ওবর্লিন শিশুবিদ্যা-
লয়ে দুই বৎসরাবধি হইতে ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অপত্যগণের
শিক্ষাদানার্থে এক এক জন স্ত্রী শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া নিজ ব্যয়ে
তাঁহাদিগের বেতন প্রদান করিতে লাগিলেন। এই রূপে
প্রকৌশলক্রমে সত্তাপূর্ব্বক শিশুগণের শিক্ষালয় ও ক্রী-
ড়ালয় প্রস্তুত করিলেন। এইরূপ শিশুগণের আনন্দের
সহিত জ্ঞানোন্নতির সুন্দর উপায় ওবর্লিন কর্তৃক প্রকা-
শিত হইবার নিমিত্ত অজ্ঞ বালকেরা জ্ঞানশিক্ষা যেরূপ
সুকঠিন কষ্টসাধ্য বিবেচনা করিত তাহার বিপরীত দৃষ্ট
হইল। এই সমস্ত ছাত্রেরা প্রাতঃকালাবধি মধ্যাহ্নপর্য্যন্ত
এবং অপরাহ্ণাবধি সায়ংকালপর্য্যন্ত সমস্ত দিন কেবল যে
বর্ণমালা ও চিত্রপূর্ণ পুস্তকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বিদ্যালয়ের
বদ্ধ থাকিত এমত নহে, তাহারা মধ্যে সূত্রের কর্ম্ম, জাল
বুনা ও সূত্র প্রস্তুত করা শিখিত, পরিশ্রান্ত হইলে পুস্তকস্থ
চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া হৃষ্ট হইত, কখন কাষ্ঠ ফলকে
অঙ্কিত মানচিত্রের প্রতি অবলোকন করিয়া সুখী হইত;
তাহাতে তাহাদের নিজ পল্লীর ও আলসস-নগরীর এবং
ফ্রান্সদেশের ও ইউরোপখণ্ডের এবং অন্যান্য স্থানের মান-
চিত্র চিত্রিত ছিল। শিশুগণ পাঠাবকাশে পরমার্থ সঙ্গীত
সকল গান করিত ও কোন বিষয়ে কদাচ কেহ বিরক্তি
প্রকাশ করিতে পারিত না।

এই সমস্ত ছাত্রগণ যৎকালীন উচ্চ বিদ্যা শিক্ষার্থে অন্যা-
ন্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইত তৎকালীন তাহারা লিখন

পঠন, অঙ্ক, ভূগোল, জ্যোতিষ, ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, কৃষি-বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব, বিশেষতঃ উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা শিক্ষিত হইত। ওবর্লিন এই সমস্ত গৃহস্থগণের ধর্ম্মোপদেশের ভার লইয়াছিলেন তন্নিমিত্তে ওয়াল্ডর্-বর্চ নগরে একটি সাপ্তাহিক সভাও সংস্থাপন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে স্ত্রাসবর্গ নগর বান্দিলেরোচের অদৃশ্য ও অগম্য ছিল, এক্ষণে সুগম্য পথ হওয়াতে তত্রস্থ নগরবাসিরা এক ব্যক্তির বুদ্ধি বল কৌশলকৃত বিপুল পরিবর্ত্তনের মহাফল দর্শনাভিলাষে বহু জন সমবেত হইয়া নিয়ত বান্দিলেরোচের রাজপথে গমনাগমন করিতে লাগিল। তাহারা অনেকে এই পরোপকারি ধর্ম্মোপদেশকের কার্য্য দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়া অর্থ আনুকূল্য করিতে লাগিল যেহেতু বা মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিল, সেই সকল দানের দ্বারাও ওবর্লিন অনেক সৎকর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা বালকগণের জ্ঞানোন্নতির কারণ বহুতর পাঠশালা স্থাপন ও তাহাদিগের পাঠার্থে কতকগুলি উত্তমোত্তম পাঠ্য পুস্তক মুদ্রাঙ্কন করিলেন, বিশেষতঃ যে অংশে বিজ্ঞানকাণ্ডীয় ও অঙ্কসম্বন্ধীয় কতকগুলি বিষয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। অপিচ তন্মধ্যে শিক্ষক এবং ছাত্রগণের পুরস্কারপ্রথা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

এইরূপে এই অসামান্য ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি স্বীয় প্রতিবাসিগণের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতির নিমিত্তে যেরূপ সচেষ্টিত ছিলেন তদ্রূপ তাহাদিগের রীতি চরিত্র পবিত্র করণে ও ধর্ম্মবল বর্দ্ধনার্থে যত্নশীল হইয়াছিলেন। ধার্ম্মিকতার রমণীয় শোভা বান্দিলেরোচ প্রদেশস্থ গুপ্ত-স্থান-বাসি জনপদমধ্যে যেরূপ অপূর্ব্বভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল

জ্ঞানোদয় হইয়াছিল যে যেরূপ এতদ্দেশ নিবিড় পর্ব্বত মধ্যস্থিত, ও জগতের অন্যান্য রাজ্যহইতে স্বভাবতঃ পৃথকরূপে সংস্থাপিত, বিশেষতঃ ভূমিসকল যেরূপ স্বাভাবিক অনুর্ব্বরা তাহাতে সাধারণের কল্যাণার্থে আনুকূল্য করা এই দেশে সকলের পক্ষে অতি কর্ত্তব্য এইহেতু ওবরলিন সাধারণের হিত কামনায় ন্যূনকল্পে দুইটি বৃক্ষ রোপণ করণের প্রতিজ্ঞাপত্র না পাইলে কোন ব্যক্তির ধর্ম্মসংস্কারের অনুমতি প্রদান করিতেন না। এইরূপে সমাজের হিতজনক কার্য্যদর্শনে আনন্দিত ও লোক প্রতিপালক জগদীশ্বরের অনুরঞ্জনার্থে তৎপ্রদেশে বৃক্ষ-রোপণ ও রাজপথ সদবস্থায় রক্ষণ, ও তাহার অগ্রসার ও শোভাবর্দ্ধনের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। যে প্রদেশে প্রজাবৃন্দ এরূপ নিগূঢ় কর্ম্মকাণ্ডীয় জ্ঞানসমূহে সুশিক্ষিত হয়, যে তাহাতে ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গলসহ সাধারণের বিশিষ্টরূপ উপকার জন্মে, তৎপ্রদেশস্থ জনগণ যে ধর্ম্মানুরাগ ও সৎসমাজের উপযুক্ত পাত্র, এবং স্বীয়াবস্থায় সন্তোষচিত্ত ও শ্রেষ্ঠব্যক্তির গৌরবকারি পরস্পরের উপকারি দয়া দান আতিথ্যকারি, বিপক্ষগণের প্রতি অক্রোধচিত্ত ইত্যাদি বিবিধ সদ্গুণবৃন্দে মণ্ডিত হইবে ইহাতে সন্দেহ কি ? ওবরলিন দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া স্বীয় সদ্বুদ্ধি-সঙ্কল্পিত পরোপকারজনক নিয়মসকলের শুভফল দর্শনে সম্পূর্ণ সুখী হইয়াছিলেন।

৩৭ পাঠ।

ওবর্‌লিনের ইতিহাসের অবশিষ্ট।

১৭৮৩ সালে ওবর্‌লিনের অত্যুৎকৃষ্টা গুণবতী ভার্য্যার দেহাবশেষ হইয়াছিল। তাঁহার পরিবারের মধ্যে লুইসা শিফ্লিস নাম্নী অনাথা বালিকা পরিচারিকা ছিল। সে তাঁহার বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল, তদন্তে কোন শিশু শিক্ষালয়ের প্রধানা কর্ত্রী হইয়াছিল। ওবর্‌লিনের সহধর্ম্মিণীর লোকান্তর হইলে ঐ দীন বালিকা তৎসন্তান-গণকে নয় বৎসরপর্য্যন্ত লালন পালন করিয়া স্বীয় প্রভু সন্নিধানে বিনাবেতনে কর্ম্ম করণার্থে প্রার্থনাসহ এইরূপ লিপি লিখিয়াছিল যে "হে মহাশয় নিবেদন করি আমা-কে আর বেতন প্রদান করিবেন না, অদ্যাবধি যেরূপ আপনি আমাকে অন্যান্য বিষয়ে কন্যার ন্যায় ভাবিয়া থাকেন এই বিষয়েও তদ্রূপ মৎপ্রতি সন্তানের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। আমার গ্রাসাচ্ছাদনার্থে যে অত্যল্প ব্যয় হইবে আর আমার পাদুকা ও মোজার নিমিত্ত যাহা আবশ্যক হইবে আমি তাহা সন্তানে যেরূপ পিতার নিকটে অভাব হইলে চাহিয়া লয় তদ্রূপ আপনার নিকটে চাহিয়া লইব।" বিংশতি বৎসরমধ্যে বান্দিলে রোচের প্রজা সঙ্খ্যা এরূপ বৃদ্ধি হইয়াছিল যে ওবর্‌লিন প্রথমে তথায় কর্ম্মে নিযুক্ত হওনকালে তাহার ষষ্ঠ-অংশের একাংশমাত্র দৃষ্টি করিয়াছিলেন। উক্ত ধর্ম্মোপদেশকের দ্বারা তত্রস্থ জনসমূহ যে সকল জ্ঞান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল কেবল তাহাই তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি ও প্রজাবৃদ্ধির প্রধান কারণ বলিতে হইবে।

ঐ সদাশয় ধর্ম্মোপদেশকের গুণে কোন ব্যক্তি নিষ্কর্ম্মে ছিল না: কৃষিকর্ম্মব্যতিরেকে ওবরলিন তাহাদিগকে খড়ের টুপি প্রস্তুত করণ, মোজা-বুনন স্বদেশীয় বৃক্ষত্বকে রঙ্গ করণাদি নানাবিধ কর্ম্ম শিক্ষা করাইয়াছিলেন; কতিপয় বৎসরমধ্যে তথায় রেশমী ফিতা প্রস্তুত করণের প্রথাও প্রচলিত হইয়াছিল।

ওবরলিন শিষ্যবর্গের প্রতি প্রিয়াচরণে যেরূপ স্নেহ প্রকাশ করিতেন ও তাহাদিগের কল্যাণার্থ যেরূপ কায়মনে নিযুক্ত ছিলেন তাহাতে তিনি যে তৎপ্রদেশে পিতৃতুল্য সম্মান এবং সমাদর ভাজন হইবেন ইহা আশ্চর্য্য নহে। সকলের রসনা অনর্গল তাঁহার গুণবর্ণনায় সদা সর্ব্বদা নিযুক্ত ছিল, তাঁহার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক সকলেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিত। এইরূপে যে বিদেশী ব্যক্তি প্রথমে আসিয়া দারুবৃক্ষে আচ্ছাদিত অরণ্যময় উপত্যকা মধ্যে সংস্থাপিত বান্দিসোরোচের জঘন্য কুটির বাসী অসভ্য বর্ব্বরগণের দুর্দশা দৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে অবলোকন করিলেন সেই বর্ব্বরগণের পরিবর্ত্তে তথায় সুসভ্য সম্পদশালী পরিশ্রমী কৃষকমণ্ডলী বাস করিতেছে তন্মধ্যে অনেকে ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি অনুসারে পরস্পর প্রীতিপূর্ব্বক কালযাপনে সক্ষম হইয়াছে বরং তাহাদিগের প্রণয়াচরণে ধর্ম্মশাস্ত্রের সকল বিধি পরিপালিত হইবে সম্ভব। কারণ আচার্য্যেরা কহিয়াছেন যে ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিযুক্ত সে স্বজাতীয় ব্যক্তির প্রতি অপ্রণয় যুক্ত হইতে পারে না।

তাহাদিগের মধ্যে অনেকের যেরূপ অনুপম ধর্ম্মাচরণ ও নিষ্কপট ঈশ্বর ভক্তি দৃষ্ট হইয়াছিল তাহাতেই ন

শচয়রূপে প্রতীতি হয় যে তাহারা ঈশ্বরের করুণাবল বিফল করে নাই। ধর্ম্মাঙ্গ সাধনের অন্যান্য ফলাপেক্ষা তাহাদিগের অনাথ বালক বালিকাগণকে প্রতিপালন করা অতি চমৎকার ব্যাপার। কোন দীনহীন ব্যক্তির দেহাবসান হইলে যদ্যপি তাহার অনেক গুলি সন্তান থাকিত তাহা হইলে সেই সকল অনাথ সন্তানগণের প্রতি-পালনের ভার কোন ব্যক্তি গ্রহণ করিত। এইরূপে প্রায় বহু পরিবার মধ্যে অনেক পালিত পুত্র অবস্থিতি করিত। পরিবারেরা প্রায় কোনক্রমে প্রকাশ করিত না যে তাহারা অন্যের সন্তান।

প্রাচীন ও অক্ষনগণের কৃষি কার্য্যের সাহায্যার্থে বালক-বৃন্দ ব্যগ্রভাবে যেরূপ আহ্লাদে মগ্ন হইত তাহাতেও তাহাদিগের পরোপকারিতার আশ্চর্য্য স্বভাব দৃষ্ট হয়। সায়ংকালে তাহাদিগের নিজ কার্য্যের অবসান মাত্র সঙ্কেতসূচক ধ্বনি হইলে তাহারা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ সকলে একত্র হইয়া শুভ কর্ম্ম আরম্ভ করিত। পরোপকারের অভিপ্রায়ে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াতে সকলেই তাহা ক্রীড়া তুল্য আনন্দজনক জ্ঞান করিত। কোন স্থলে একখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইলে বালকেরাই তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আয়োজনপূর্ব্বক স্বহস্তে তৎকর্ম্ম সমাধা করিত। দৈবাৎ কোন দীন ব্যক্তির গাভি বৎসাদি নষ্ট হইলে তৎ প্রদেশের সমুদায় লোকে চাঁদার দ্বারা উপযুক্ত অর্থ আহরণপূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহা ক্রয় করিয়া প্রদান করিত। যদি কোন ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশতঃ অর্থহীন বা বিপদগ্রস্ত কিম্বা পীড়িতাবস্থায় পতিত হইত তবে কেবল সেই ব্যক্তিই যে তদ্দুঃখে দুঃখিত হইত

এমত নহে পল্লীস্থ সমস্ত প্রতিবাসিরা তাহার শোক ভাগ গ্রহণ করিত, যেরূপ আচার্য্যগণের বাক্য আছে যদ্যপি একাঙ্গের ক্লেশভোগ হয় তবে তজ্জন্য সকল অঙ্গই ক্লিষ্ট হয়।

১৮২৭ সালে ওবরলিনের দেহাবসান হইয়াছিল, তিনি অতি বৃদ্ধাবস্থায় কালগ্রস্ত হইয়াছিলেন। যেরূপ ... দুঃসাধ্য ব্যাপারসকল তিনি অজস্র পরিশ্রমদ্বারা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন ও যেরূপ প্রতিবন্ধকসকল উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়াছিলেন এবং যে পরিমাণে সুদ্ধ পরোপকার সাধনসহ তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছিল তাহার বিবরণ যাঁহারা নিকটবর্ত্তী প্রতিবাসিগণের উপকারার্থে যত্নবান তাঁহাদিগের উৎসাহজনক উপন্যাস বিশেষ হইতে পারে। ওবরলিন স্বার্থ রহিত হইয়া শিষ্যদের উপকারার্থে যে আপনার ধন সম্পত্তির ক্ষতি স্বীকার লৌকিক সম্পাদাদির প্রতি স্পৃহাহীন হইয়াছিলেন তাহা আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমস্ত কল্পিত সুখে ব... থাকিয়া তিনি যে অসীম পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছি... তাহাতেই তাঁহার সকল ক্ষতি পরিপূরিত হইয়াছি... তিনি যখন পুলকিত হইয়া সন্তুষ্ট ও পরিশ্রমী-কৃ... পরিপূর্ণ শান্তিস্বরূপ পার্ব্বত্য ভূমির পরম শোভা ... যে সমস্ত জনগণকে জ্ঞানোপদেশ ও জ্ঞানের মুখ্য ... শিক্ষা দিয়াছিলেন সেই সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করি... তখন নিষ্কপটে কহিতেন যে অদ্য আমার সর্ব্বদুঃখ ... হইল। তাঁহার মৃত্যুকালে তৎপ্রদেশস্থ সমস্ত লোক তাঁ... শব সমভিব্যাহারে সৎকার স্থলে আসিয়াছিল। সেই ... লোকের প্রতি ঐ পরোপকারী পরিশ্রমী এবং ...

ধর্ম্মোপদেশক যে অসংখ্য উপকার করিয়াছিলেন তাহার
শতাংশের একাংশও কোন সহস্র কিম্বা লক্ষপতি সুখাভি-
লাষি ব্যক্তির কারুণ্য জন্য ইচ্ছা অথবা ইচ্ছাজন্য কার্য্য
কোনমতেই সম্ভবে না।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ ও জগতের উপকার করাই
ওবর্লিনের জীবনধারার মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়াছিল।
তাঁহার সমুদয় দৈহিক শক্তি ও মানসিক বুদ্ধি কেবল
পরাৎপর পরমেশ্বরের সেবাকার্য্য সাধনার্থে নিয়োগ
করাই প্রধানাভিলাষ ছিল। তাঁহার ধার্ম্মিকতার যশ স্বরূপ
শোভিত হীর দয়াদিগুণে গ্রথিত হইয়া নম্রশীলতায়
অলঙ্কৃত হইয়াছিল। তিনি দৈবশক্তিব্যতিরেকে ধর্ম্ম

অন্য ব্যক্তিকেও ধর্ম্মাক্রান্ত করা দুরূহ বোধে তিনি কেবল
জগদীশ্বরের প্রতি তদ্ভারার্পণপূর্ব্বক কৃতনিশ্চয় হইয়া
তৎসমীপে সর্ব্বদা সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, তিনি সর্ব্বদা
বলিতেন "ঈশ্বরেচ্ছাতেই সকল"; আপনার যোগ্যতার
নিমিত্তে প্রশংসা বা পুরস্কার বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক তিনি
আপনাকে সর্ব্ববিষয়ে গুণহীন বলিয়া গণ্য করিতেন।
কেবল সর্ব্বদা ঐশিকশক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ
বিশ্বাসপূর্ব্বক কহিতেন, "উদ্ধারকর্ত্তাই সকলের সকল"
ইহাই তাঁহার মূলবাক্য ও কার্য্য করণের প্রবৃত্তিজনক ছিল।
তাঁহার পীড়া হইবার কিছু পূর্ব্বে এক জন ধর্ম্মোপ-
দেশক তাঁহাকে দর্শনার্থে আগমন করিলে তিনি তাঁহা-
কে কহিয়াছিলেন কি! আমাদিগের নিস্তারকর্ত্তাও কি
আমাদিগের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন নাই, সুতরাং
আমরা যখন তাঁহার নিমিত্তে কোন কর্ম্ম করি তখন

তাহা কোনমতেই ক্লেশকর বিবেচ্য নহে। তাঁহার শরণ
গত হওয়া আমাদিগের সম্পূর্ণ উচিত।

৩৮ পাঠ।

পেষ্টলজীর ইতিহাস।

পেষ্টলজী ১৭৩৬ সালে জুরিচ নগরে জন্মিয়াছি-
লেন। যখন তিনি অতি বালক ছিলেন তখন একা
সামান্য বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যা-
লয়ের সন্নিকটে একটি বস্ত্রের কারখানা স্থাপিত ছিল
দুঃখীন বালকসকল তথায় কর্ম্ম করিত এবং অবকাশ
মতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইত। তাঁহার অর্থ না থাকাতে
সহা ন্যূনতা জন্মিয়াছিল এবং কেবল তৎকারণেই তাঁ
প্রথম স্থাপিত বিদ্যালয় ভঙ্গ হয়। এই ঘটনায় পু
তিনি অর্থ সঞ্চয়ার্থে যেরূপ যত্ন করিয়াছিলেন তাহা
তাঁহার বিদ্যাদানে মহোৎসাহ ও একান্ত বাসনা প্রকা
হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি নিত্য আহারীয় দ্রব্যের অ
শিষ্ট অর্দ্ধাংশ ছাত্রগণকে প্রদান করিয়া মহাকষ্টে
কালযাপন করিতেন, তাহার নিমিত্তে তিমি কহিতেন
সন্ন্যাসীগণকে শিক্ষা দিয়া আশ্রমবাসী করিব। পেষ্টল
বয়স্য ও সহকারিগণের ইহা এক সৌভাগ্যের বিষয় যে পে
লজী এক জন অসামান্য পরোপকারি ব্যক্তি ছিলেন
হার এই বাল্য প্রত্যাশা রুদ্ধ হওয়াতেই কেবল স্বাভা
পরোপকারিতা বৃত্তি বিশেষ তেজস্বিনী হইয়াছিল।

যে শিক্ষাদানরূপ অমৃতপানে প্রবৃত্ত হইয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার জ্ঞানোপদেশরূপ সুধারাশি সুস্বাদু করিয়া অন্যের নিমিত্ত প্রস্তুতার্থে বিশেষ বাসনা বৃদ্ধি হইল। দরিদ্রতার দুঃখ জ্ঞানপ্রযুক্ত দীনহীন অনাথগণের প্রতি স্নেহ স্বভাব স্বভাবতঃ বৃদ্ধি হইবায় তাঁহার সর্ব্ব ক্লেশ দূরীভূত হইয়াছিল।

তিনি ১৭৯৮ সালে অণ্টরওয়ালডন্‌ প্রদেশের স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক ষ্ট্যান্জনামক নগরে একটি বিদ্যামন্দির স্থাপনার্থে আদিষ্ট হইলেন। এই স্থান রাজ্য পরিবর্ত্তন সংক্রান্ত সংগ্রাম কালে অগ্নিদগ্ধ হওয়াতে প্রজারা অতি দীন এবং ক্লেশাবস্থায় পতিত ছিল। পেষ্টলজ্জী যদিও রাজদ্বারে অত্যল্প অর্থ প্রাপ্ত হইলেন এবং আপনারও সামান্য অর্থ সঞ্চিত ছিল তথাচ তিনি এই সময়ে রাজাদেশ অপালন করিলেন না। পেষ্টলজ্জী যেরূপ ভাবি শুভফলের প্রত্যাশা দেখিয়া এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়াছিলেন তদ্রূপ কুত্রাপি ঘটে না। ছাত্রসকল তাঁহার নিকটে সমাগত হইল বটে কিন্তু শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা খাদ্যের বাসনা তাহাদিগের অধিক ছিল। বালকগণের খাদ্যাভাবে দেহ শীর্ণ ও ধনহীনপ্রযুক্ত ভিক্ষা এবং চৌর্য্যবৃত্তি করাতে অন্তঃকরণ অতি অবিশুদ্ধ হইয়াছিল। পেষ্টলজ্জী যেরূপ কৌশলে তাহাদিগের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তত্তুল্য আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। ইহা তাঁহার নিজ উক্তি যথা "আমি প্রথমতঃ বালকগণের বিশ্বাস ভাজন ও প্রণয়পাত্র হইবার নিমিত্তে চেষ্টিত ছিলাম, এই মূলাভিপ্রায় সুসিদ্ধমাত্র, অবশিষ্ট সকল বিষয়ই আমার সুসাধ্য বিবেচিত হইল। আত্ম বন্ধুর সহিত

বিচ্ছেদবশতঃ একাকী নির্ব্বাসিত হইয়া আমি অনুভব করিলাম আমার এতদবস্থা যেরূপ ক্লেশদায়িকা ও সাহায্য প্রাপ্তি যেরূপ সম্পূর্ণ দুর্ঘট তাহাতে আমার মহৎ উদ্যোগ সফল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঈশরেচ্ছায় তদ্বিপরীত ফল অতি শীঘ্রই উৎপন্ন হইল আমি ছাত্রবর্গ-ভিন্ন অন্যান্য মনুষ্যগণহইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কায়মনে ও সস্নেহ যত্নে বালকগণের তত্ত্বাবধারণে নিযুক্ত হইলাম। তাহারা যে সকল ক্লেশে পতিত ছিল আমাহইতে তাহার অনেকাংশ মোচন হইল। আমি তাহাদিগের সুখ ও দুঃখের সম অংশী ছিলাম। আমি তাহাদিগের সহিত সর্ব্বদা একত্র থাকিতাম কি সুস্থকালে কি পীড়িতাবস্থায় তাহাদিগের শয্যাপার্শ্বে অধ্যাসীন থাকিতাম। আমাদিগের খাদ্যের উত্তমাধম ছিল না আমি তাহাদিগের মধ্যস্থানে শয়ন করিতাম কখন কখন শয্যাহইতে তাহাদিগের সহিত প্রার্থনা করিতাম কখন বা উপদেশ দিতাম।” পেষ্টলজ্জী যদিও বা[illegible] সাধ্য ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন এবং এই কষ্টে উঁহার একবার শারীরিক পীড়াও হইয়াছিল তথা[illegible] তিনি একেবারে নৈরাশ্যাপন্ন না হইয়া অনেক মাস[illegible] ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কোনমতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না[illegible] তিনি আরো লিখিয়াছেন যে ১৭৯৯ সালে আমার [illegible] গারে অশীতি জন ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে অনেকেই সুস্ব[illegible] যুক্ত এবং কেহ২ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণাধার বলিয়া গণনীয়। [illegible] দাভ্যাস তাহাদিগের কৌতুকের ন্যায় বিবেচনা [illegible] যখন কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞানের উন্নতি দেখিতে পাইল [illegible] তাহারা অনিবার্য্য পরিশ্রমসহ তদ্বিষয়ে মনো[illegible]

হইল। যে বালকেরা ইতিপূর্ব্বে পুস্তক স্পর্শ করে নাই তাহারা এক্ষণে প্রাতঃকাল অবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত হইল। সায়ংকালে দেবালয়ে আমি বালকগণকে প্রায় সদা সর্ব্বদা জিজ্ঞাসা করিতাম, তোমরা এক্ষণে পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা কর কি আর অধ্যয়ন পাঠ করিতে ভাল বাস? তাহারা প্রায় উত্তর করিত, আমরা আর অধ্যয়ন পাঠ করিব। বিদ্যানুশীলনে প্রবর্ত্ত হইবামাত্র তাহারা যেরূপ অল্পে অল্পে জ্ঞানোন্নতি করিতে লাগিল তদ্দ্বারা তাহাদের ভাগ্যের অতিরিক্ত ফল অতি শীঘ্র দৃষ্ট হইল। অল্পকাল মধ্যে সপ্ততি জনের অধিক বালক দস্যুবৃত্তি হইতে মুক্ত এবং রাজভক্ত হওয়াতে সকলে মিত্রভাবে একত্র অবস্থানে কালযাপন করত পরস্পর এতাদৃশ প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল যে তদ্রূপ সদ্ভাব প্রায় বহু পরিবারবর্গের মধ্যে ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত থাকা সুকঠিন বিবেচনা হয়। এলতর্ক-নগর ভস্মসাৎ হইলে আমি বালকগণকে আমার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান করাইয়া জিজ্ঞাসিলাম এলতর্ক নগর ভস্মসাৎ হইয়াছে এক্ষণে বোধ হয় তথায় শতাধিক দরিদ্র বালক দেহাচ্ছাদনার্থে বস্ত্রহীন গৃহহীন ও খাদ্যবিহীন হইয়া মহাক্লেশে পতিত রহিয়াছে। তাহাদিগের বিংশতি জনকে আমাদের মধ্যে গ্রহণার্থে আমরা কি রাজসদনে অনুমতি প্রার্থনা করিব? আমি বোধ করি আমার অদ্যাপিও যেন স্পষ্ট স্মরণ হইতেছে তাহারা যেরূপ ব্যগ্রতার সহিত উত্তর করিল হাঁ মহাশয়! তাহাই করুন! কিন্তু আমি বলিলাম, “তোমরা যে বিষয়ের অনুমতি চাহিতে অগ্রসর হইতেছ তাহা

অগ্রে উত্তমরূপে বিবেচনা কর। এক্ষণে আমাদিগের অত্যল্প ধন আছে, আর রাজপুরুষেরা এই সমস্ত হতভাগ্য বালকগণের সাহায্যার্থে অতিরিক্ত ধন প্রদান বিষয়ে কি করেন তাহার কিছু নিশ্চয় নাই। বোধ হয় তোমাদিগের ভরণ পোষণার্থে ও বিদ্যাভ্যাস নিমিত্তে জন্মাবধি যেরূপ কষ্ট, ও যেরূপ পরিশ্রম না হইয়াছে তদ্রূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে। সেই বিদেশিগণকে গ্রহণ করিলে তোমাদিগের খাদ্য এবং বস্ত্রের অর্দ্ধ অংশ তাহাদিগকে দিতে হইবে। যদ্যপি তোমরা এই সমস্ত কষ্ট স্বীকারে অস্বীকৃত হও তবে সেই অনাথগণকে গ্রহণ করিতে বলিও না। আমি যথাসাধ্যরূপে অনেক আপত্তি উপস্থিত করিলে তাহারা প্রথম প্রতিজ্ঞার অন্যথা না করিয়া পুনঃ কহিতে লাগিল। না মহাশয়! "তাহারা আসুক তাহারা আসুক মহাশয়, যাহা বলিতেছেন তাহা যদ্যপি যথার্থই ঘটে তথাপি আমাদিগের যাহা আছে তাহার অংশ দিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিব।"

পেষ্টলজীর শিক্ষা প্রথা ত্রিবিধ নিয়মমূলক ছিল। প্রথম নিয়ম, জ্ঞান এবং বিদ্যালাভের সুখভোগ সর্ব্ব শ্রেণিস্থ লোকেই অনুভব করিতে পারে, ও জ্ঞানকে অতিশয় কঠিন পরিশ্রমিগণের স্বভাবের সহিত সম্পূর্ণরূপে ঐক্য হয়। দ্বিতীয় নিয়ম, ছাত্রগণমধ্যে পরস্পর শিক্ষা প্রদান। তৃতীয় নিয়ম, বালকগণকে উত্তমরূপে ইন্দ্রিয় চালনদ্বারা সর্ব্ববস্তুর যথার্থভাব জ্ঞাত করান, ইহাই বাহ্য বস্তুবিষয়ক জ্ঞান লাভের মূল। পেষ্টলজীর শিক্ষাপ্রণালি অদ্যাপি ইংলণ্ডদেশের অনেকানেক

উৎকৃষ্ট বিদ্যাগারে প্রচলিত আছে। শিক্ষক বালক-বর্গমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের পাঠ সম্বন্ধীয় প্রস্তাব উপলক্ষে ছাত্রগণসহ কথোপকথন করিতে করিতে পাঠের মধ্যে যেং স্থল কঠিন দৃষ্ট হয় তাহার ভাব ও প্রয়োজন বা কারণাদি ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া প্রস্তাবোক্ত স্বভাবকৃত বা শিল্পনির্ম্মিত সুদৃশ্য বস্তুসকল তাহাদের দৃষ্টি গোচরে আনয়নপূর্ব্বক তাহাদের হস্তোপরে প্রদান করিয়া স্বয়ং পরীক্ষাদ্বারা তদ্বস্তুর বিষয় জ্ঞাত হইতে আদেশ করেন। এইরূপে ছাত্রেরা সুশিক্ষিত হইলে শিক্ষক উল্লেখ-পূর্ব্বক করিয়া সকলকে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে বালকগণ যে কোন ক্রমে কেবল শুক পক্ষির ন্যায় মুখস্থ অভ্যাসদ্বারা শিক্ষা করিবেন তাহার উপায় রহিত হয়।

৩৯ পাঠ।

ইংলণ্ডদেশের ইতিহাসহইতে সংগৃহীত— হেনিরি নাম্না রাজকুমার ও গাস্‌কইন-নামক শান্তিরক্ষক।

ওয়েলস্‌ প্রদেশের যুবরাজ হেনিরির এক প্রিয়োজন ভৃত্য ছিল। কোন সময়ে সেই ভৃত্য অসদাচরণের নিমিত্তে শান্তিরক্ষকের বিচারে অপরাধী হইয়া দণ্ডার্হ হইয়াছিল। তাহার প্রতি গাসকইননামক শান্তিরক্ষক দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছিলেন। রাজপুত্র ইহা শ্রুত হইয়া উক্ত শান্তিরক্ষকের প্রতি যৎপরোনাস্তি আক্রোশপূর্ব্বক স্বীয়

অনুগামী হও কিন্তু যত দিনপর্য্যন্ত তোমরা স্বীয় চরিত্রের কলঙ্ক শোধনের চিহ্ন প্রকাশে সক্ষম না হও তত দিনপর্য্যন্ত কদাচ আমার সমীপবর্ত্তী হইও না, এইরূপে তাহাদিগকে পুরস্কার সহ রাজসদনহইতে বিদায় করিয়া দিলেন। তাঁহার পিতার প্রাচীন রাজমন্ত্রিগণ তাঁহার অহিতাচরণ নিবারণার্থে চেষ্টিত হইয়া অজ্ঞাতসারে যেন তাঁহার সম্পূর্ণ উপাসনা করিতেছিলেন সেইরূপ ভাব দৃষ্ট হইল, কারণ তাঁহারা নবীন রাজার বিশেষ অনুগ্রহ ও বিশ্বাসের চিহ্ন প্রাপ্ত হইলেন। যে গাসকইননামক শান্তিরক্ষক, ভূপালের নিকটে কেবল অপমানের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তিনিও পূর্ব্বাচরণ নিমিত্তে তিরস্কারের পরিবর্ত্তে প্রশংসা প্রাপ্ত হইলেন ও বিনাপক্ষপাতে পূর্ব্বের ন্যায় বিচার করণে যত্নবান থাকিতে উপদেশ পাইলেন।

অল্পদিন মধ্যে হেনিরি ফ্রান্সদেশ আক্রমণপূর্ব্বক এজিনকোর্টনামিক স্থানে এক বিখ্যাত যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন ফ্রেঞ্চ সৈন্যেরা সেই যুদ্ধে যদিও তিনগুণাপেক্ষা অধিক ছিল তথাচ বহুসংখ্যক সৈন্য হত হইলে হেনিরি ফ্রেঞ্চ দেশের প্রায় সমুদায়াংশ জয়লাভ করিলেন। এইরূপ অনেক যুদ্ধে জয়লাভকালে তিনি শমন হস্তে পরাজিত হইলে তৎপুত্র পঞ্চম হেনিরি তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি অতি ক্ষীণবলপ্রযুক্ত স্বীয় পিতার জয়লব্ধ ফ্রেঞ্চদেশের রাজ্যসকল রক্ষা করিতে পারেন নাই।

প্রথম খণ্ড সমাপ্তঃ।

শ্রীরামপুরের "তমোহর" যন্ত্রালয়ে।
শ্রীযুক্ত জে এচ্ পিটর্স সাহেবকর্ত্তৃক মুদ্রিত হইল।

অশুদ্ধিশোধন।

পৃষ্ঠা।	পঁক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১	৪	মানজাতির মধ্যে	মানবজাতিরা
ঐ	৮	কর্ত্তবাতা	কর্ত্তবাতার ভার
৫	১৫	অবলনা	অবলম্বন
১০	২৪	অপাগণ্ড	অপোগণ্ড
২৮	২১	বদ্ধ	বন্দী
৪৩	২৩	প্রকাশ জন্য	বিহীন হইয়া
৫০	২৪	প্রাদর্ত্ত	প্রদত্ত
৬৪	৭	তুলা	সমান
৭৩	১৯	আহ্বাম	আহ্বান
৮০	১৩	প্রকাশ্য ভবনে	ভোজনালয়ে
৮১	২০	দৃষ্ট পথের	দৃষ্টিপথের
৮২	১৪	কি	কত
৮৪	২২	অন্ধকারহরণ	অন্ধকার হরণ
৮৮	২	সমুদায় বলের সহিত	ভূলুণ্ঠিত হইয়া
ঐ	২২	দুরন্তরে	দুরন্তরে
৮৯	২৩	সাংসারিক	সামাজিক
ঐ	২১	গৃহ কর্ম্ম	সামাজিক
ঐ	২২	গার্হস্থ	মনুষ্যত্ব
৯৯	৯	স্থানতা	ম্লানতা